পরম তত্ত্ব।

শ্রীযুত অমর কৃষ্ণ বসু কর্ত্তৃক

প্রণীত।

দ্বারভাঙ্গা।

রাজ দ্বারভাঙ্গা প্রেস কর্ত্তৃক মুদ্রিত

১২৯৩।
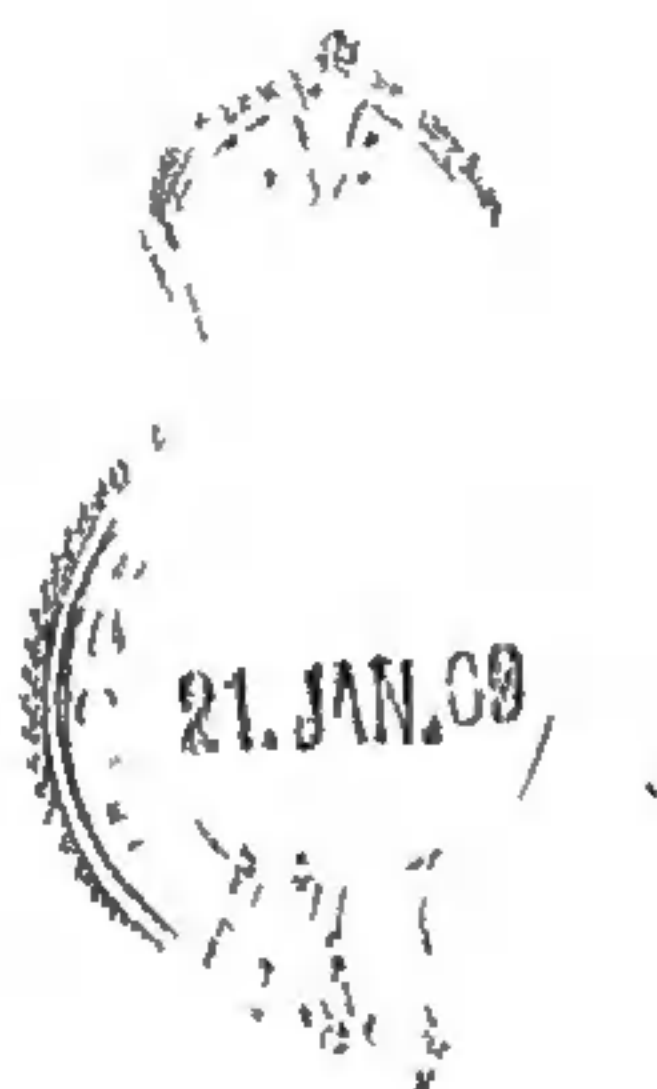
উপক্রমণিকা।

প্রাচীন কাল হইতে যেমন মনুষ্যের আচার ব্যবহার ও রীতি নীতি নদ নদীর স্রোতের ন্যায় ধারা বাহিকরূপে চলিয়া আসিতেছে, তদ্রূপ আপনাপন মনের ভাবও রচিত পুস্তকাকারে প্রচার হওয়ার ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে তদ্দারা মানবের পারলৌকিক স্বর্গাপবর্গ লাভের উপায় এবং হেতু সকল অট্টালিকা আরোহণের সোপান শ্রেণীর ন্যায় হইয়া রহিয়াছে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের সুপথ প্রদর্শক মানবের চিত্ত পরিতোষক নানারূপ গল্প গর্ভ পুস্তকও প্রচার হইয়াছে এবং হইতেছে অতএব দেখা যাইতেছে যে উভয় মানেই মনুষ্যের উপকার জনক তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই পার লৌকিক ধর্ম্মোৎসাহীরা সংসারে সুপথ দর্শক সমস্ত পুস্তক দ্বারা মানবের উপকার সাধন করিয়া থাকেন, এবং দৈব বিড়ম্বিত আপদগ্রস্ত চলচিত্ত ব্যক্তি গণের ব্যস্ত সমস্তভাব সময়ও যদি তাহারা কোন ও গল্প গর্ভ পুস্তক পাঠ করে তবে তখন তাহাদের ঐ ব্যস্ত চিত্তের ভাব দূর হইয়া চিত্তের স্থিরতা সাধন করিয়া থাকে এমনকি তাহারা তখনও আনন্দে হাস্য সম্বরণ করিতে পারে না সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে তাহারা তাহাতেই উপকৃত হয়

যদ্যপিও গ্রন্থ রচনা ও প্রচার করা প্রজ্ঞাবান সহৃদয় বুধগণেরই কার্য্য যৎ সামান্য লঘুচিত্ত মানবের কর্ম্ম নহে এবং ইতরের উপহাসই সার হইয়া থাকে তথাপি মনুষ্য স্বীয় মনোগত ভাব কোনরূপে ব্যক্ত করিবেন না, এমত কোন মহাত্মাই বলেন নাই অপিচ বিজ্ঞ জনেরা পরের দোষ গ্রহণ করেন না বরং ক্ষমাই করিয়া থাকেন অল্প বুদ্ধি লোক কর্ত্তৃক সামান্য কর্ম্ম সম্পন্ন হইলেও সে প্রশংসা লাভ করিতে পারে কেবল এইমাত্র সাহসে নির্ভর করিয়া আমি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছি

ইহা কোন পুস্তক হইতে উদ্ধৃত বা কোন প্রস্তাব হইতে সংগৃহীত হয় নাই কেবল স্বকপোল কল্পিত সামান্য চিন্তা দ্বারায় প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রের মত ও মর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ শিবানী তন্ত্র সম্বাদে এবং মানবগণ সংসারে জন্মলাভ করিয়া ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল লাভের উপায় সন্তান সন্ততি উৎপাদন ও জনক জননী পিতা মাতার কর্ত্তব্য এবং ধর্ম্মা ধর্ম্মের ফলাফল ও ইহ কাল ও পরকালে [illegible] দির বর্ণন যাহা এই ক্ষুদ্র জনের হীন বুদ্ধিতে উদয় হইয়াছে তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এক্ষণে মহাত্মা পাঠক মহাশয় দিগের সমীপে আমার অনুরোধ প্রণতি যে স্বীয় ঔদার্য্য ও ক্ষমাগুণে অপরাধ মার্জ্জনা পূর্ব্বক একবার পাঠ করিলেই আমার আশা পূর্ণ ও শ্রম সফল হইতে পারে এই পুস্তক

বচনা কবিষা বহুতব পণ্ডিতগণকে দেখাইষা ছিলাম সকলেই সন্তুষ্ট হইযাছেন কেহই অনাদর কবেনাই অথবা অশুদ্ধ বা অশাস্ত্র হইযাছে এমতও বলেন নাই এই পুস্তক কেবল স্বীয চিন্তাদ্বাবা যাহা উদয হইযাছে তাহাই লিখিযাছি, অন্য কোন পুস্তকেব অনুবাদও কবা হয নাই কেবল মাত্র বিষ্ণু পুবাণের ২।৩ টিশ্লোকঃ প্রমাণার্থ দেওযা গিযাছে

এস্থলে ইহাও নিবেদন কবিতেছি যে আমি নিতান্তই ধন হীন কোন মতেও বহুকাল যাবৎ এই পুস্তক মুদ্রিত কবার উপায় কবিতে পাবিনাই এইক্ষণ আমাব স্বদেশীয নিতান্ত আত্মীয দ্বাবভাঙ্গা মহাবাজ বাহাদুবেব একজন কর্ম্মচাবি শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্র কুমাব বসু আমাব প্রতি পবম স্নেহ ও মমতা প্রকাশ পূর্ব্বক পুস্তকখানি দ্বাবভাঙ্গাব মহাবাজা শ্রীলশ্রীযুক্ত লক্ষ্মীশ্বব সিংহ বাহাদুবেব সাক্ষাৎ উপস্থিত কবাতে মহাবাজা বাহাদুব স্বীয অসাধাবণ দান শক্তিব নিদর্শন স্বরূপ অনুগ্রহ কবিযা এই পুস্তক নিজ মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত কবার আজ্ঞা প্রচাব কবিযাছেন মহাবাজাব নিজ ব্যযেতেই ইহা মুদ্রিত হইল ; মহাবাজা যদিও অল্প বযস্ক, কিন্তু নানা শাস্ত্র দর্শী, মহাপণ্ডিত, অতি সুধীব, সমুদ্র তুল্য গম্ভীব বুদ্ধি, অচলেব ন্যায স্থিব প্রকৃতি মিথিলাধিপতি মহাবাজ ক্রিযা কর্ম্ম আচাব ও ব্যবহার দযা ধর্ম্ম বিষযে অসাধাবণ এই মহাবাজের কৃপাতে এবং শ্রীযুক্ত চন্দ্র কুমাব বসু মহাশযেব অনুগ্রহেই আমাব আশাটী পূর্ণ হইল তাঁহাদেব নিকট আমি চিবকৃতজ্ঞ থাকিব এইক্ষণ পাঠক বর্গ কিঞ্চিৎ কৃপাবলোকন পূর্ব্বক একবার পাঠ কবিলেই শ্রম সফল হয

পরম তত্ত্ব।

ভব চবাচব ভৌতিক পদার্থ পঞ্চীকৃত। যেমন দুগ্ধেব মধ্যে নবনীত মিশ্রিত থাকে, তদ্রূপ জগৎ প্রপঞ্চ মধ্যে ব্যক্তাব্যক্ত পুরুষ প্রকৃতিরূপে উপাদান নিমিত্ত, কাবণ স্বরূপ সৃষ্ট পদার্থে সমা-শ্রিত ও সমিশ্রিত হইযা পরম পরমাত্মা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয কবিতে-ছেন বস্তুতঃ আত্মা একটী দেহ আশ্রয় না করিলে কেবল আকাশা-বলম্বিত থাকিলে কোন কার্য্য কাবণ ঘটনাই হইতে পাবে না। এই প্রযুক্ত সৃষ্টিতে সম্মুখী হইয়া পবম পবমাত্মা পঞ্চীকৃত ভূতাদিতে সমাশ্রিত হইযা বিশ্বসংসাব বচনা কবিতেছেন তাহাতেই ভূতেব অপার শক্তি এবং অপরিসীম মহিমা হইযাছে কিন্তু ঐ ভূতগণ মধ্যেও ইতব বিশেষ এবং লঘু গুরু অধিগম্য হইতেছে যথা মেদিনী বৃহ-দ্ভার ও বহুমল সংযুক্ত তদপেক্ষায় জল তরল ও লঘূতর, নির্ম্মল জল হইতেও অনল সুতীক্ষ্ণ, তেজময ও নির্ম্মল আবাব ঐ অনল হইতেও বায়ু অপেক্ষাকৃত সুবিমল ও সূক্ষ্ম ও পাতল; বায়ু অপেক্ষা ও ব্যোমেব সূক্ষ্মতা ও সারতা প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান হয় ঐ আকা-শেব সূক্ষ্মতা ও সাবতা এবং সুনির্ম্মলতা অসীমতা জগদ্ব্যাপকতা ইত্যাদি যে সমস্ত গুণরাজি প্রত্যক্ষ বিরাজিত আছে তাহা সমস্ত লোক লোচনেই প্রত্যক্ষীভুত হইতেছে। প্রাচীন আর্য্য মহাত্মাগণ বলিয়া-ছেন যে আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল, জল হইতে মেদিনীর উৎপত্তি হয়

দেহের মধ্যে যেরূপ একটী আত্মা সংস্থাপিত থাকে তদ্রূপ এই মহান ব্যোমেব অভ্যন্তরে অখণ্ড দণ্ডাযমান অনাদি অনন্ত মহাকাল নিত্য নিযত বিবাজমান আছেন। এই মহাকাল প্রকৃতিস্থ হইয়াই ইচ্ছারূপা শক্তিব সংযোগে সত বজ তম ত্রিবিধ গুণে সমন্বিত হইযা সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হযেন প্রলযকাল উপস্থিত হইলে ও ভূত পঞ্চ পঞ্চ তন্মাত্র সহ প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতি পর্য্যন্ত ও তাহাতেই বিলীন হইয়া থাকে। বিশ্ব নিযন্তার যেরূপ রূপ অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম সর্ব্ব ভূতাধিষ্ঠিত নির্ব্বিকাব নিরাকার নিত্য নিবঞ্জন স্বরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাব সহিত তুলনা কবিলে কোন একটী গুণেরই অভাব দৃষ্ট হয়ন বরং সমস্ত অতুল্য গুণরাজি ইহাতেই প্রত্যক্ষ বিরাজমান আছে। এই ব্যোমের সুবিমল পরম রমণীয় রূপরাশি অনতীত সর্ব্ব ভূতেই ব্যাপিত বহিযাছে অথচ নযন ও মনের অতীত সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম স্থূল হইতেও স্থূল। অগোচর এবং গোচর অন্তর্ব্বাহ্যে সমভাবেই নিয়ত প্রত্যক্ষ লক্ষ হইতেছে।

এতাদৃশ প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান মহাকায় নয়ন গোচর থাকা সত্যেও মানবগণ জ্ঞান গম্য নাকবিয়া বলিয়া থাকে যে কই কিছুইত দেখিনা কেবল শূন্যময়ইত নযন গোচব হইতেছে। এই অসীম শূন্যময় অপূর্ব্ব রূপ রাশি (কি) অথবা কিমতেইবা (এই অদ্ভূত পূর্ব্ব) অজ, অমর, অটল, অক্ষর, অক্ষোভ, অভেদ্য, অচ্ছেদ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, অদাহ্য, অলেহ্য, অপেয, অবিভাজ্য, অচ্যুত, অক্ষুণ্ণ, অপার, অনাদি, অনন্ত, অসীম, অপরাজেয়, অনতীত, সর্ব্বভূত, বস্তু কি পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে কিম্বা এই ভাবেই নিত্য বিবাজিত রহিয়াছে। মানব হৃদযের অন্তর্মূলে এইরূপ ভ্রান্তিমূলক দৃঢ় বিশ্বাস সন্নিবিষ্ট হইযা আছে যে ঐ অপার বিশুদ্ধ স্ফটিক সন্নিভ জ্ঞানাধার বা জ্ঞানরাশি প্রত্যক্ষ নয়ন গোচর করিয়াও তাহার সারবত্তার প্রতি এক বারও ভ্রুক্ষেপ করেন। কিআশ্চর্য্য! অখণ্ড দণ্ডাযমান যে মহাকাল মহাদেব, মানবের সাধারণ ভ্রান্তিবোধে তাহাই অবিরত গমন কবি-

তেছে, বোধ করিয়া থাকে এবং অম্লান বদনে বলিয়াও থাকে যে কাল যায়, কাল যায়, কাল যায় স্বীয় জীবন যে ক্ষণ ভ্রংশ অস্থায়ি অবিশ্রান্ত গমন করিতেছে তাহার প্রতি দৃক্‌পাত ও করে না মহা-মায়ায় বিমোহিত হইয়া একেবারে এমনি মুগ্ধ হইয়া আছে যে যেমন চিরজীবী, কত যে শাল তাল তমালাদি বৃক্ষবল্লী রোপণ আর কিরূপ যে অপার অতল স্পর্শ আশা সমুদ্রে সন্তরণ করিতেছে তাহার প র নাই মহান ব্যোমকাল দেহাত্মার ন্যায় অচল অচ্যুত (নিত্য) পরম পরমাত্মা স্বরূপ বিশুদ্ধ জ্ঞানরাশি চিদানন্দময় এই জগৎ প্রপঞ্চ মধ্যে সমস্ত জীবের জীবন স্বরূপ সমস্ত প্রাণীর প্রাণ স্বরূপ অন্তরে আকাশ বৎ প্রকাশ্য মান থাকিয়া সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতেছে

তদেতৎ সর্ব্বমেবাসীৎ ব্যক্তাব্যক্ত স্বরূ-পবৎ। তথা পুরুষ রূপেণ কালরূপে তথা পরম্॥ *

সর্ব্ব শাস্ত্রেই বিশ্বাত্মার রূপ

সর্ব্বতঃ পানি পাদস্তৎ সর্ব্বতোক্ষি শিরো মুখম্। সর্ব্বতঃ শ্রুতি মল্লোকে সর্ব্বমাবৃত তিষ্ঠতি॥ †

অর্থাৎ সমস্তই তাহার পাদ পানি সমস্তই চক্ষু মুখ সমস্তই শ্রবণ পতর সমস্তকেই তিনি আবৃত করিয়া রহিয়াছেন

মহান ব্যোম কালের ইহা হইতে কিসে অন্তর হইতে পারে বিবেচনার নেত্র শত যোজন পরিসর দুরারোহ পর্ব্বতকেও ভেদ করিয়া

* বিষ্ণু পুরাণ দ্বিতয় অধ্যায় ১৩ শ্লোক

† ঐ পুরাণ ঐ অধ্যায় •

যাইতে পারে বেদাদিতে মহাদেবের যেরূপ রূপ বর্ণনা এবং ধ্যানা-দির পরিকল্পনা আছে, তাহাতেও স্পষ্টাক্ষরেই এই সুমহান ব্যোম কালকেই উপলক্ষ করিয়াছেন যথা মহাদেব রজত গিরি নিভম্ এই প্রকাণ্ড অপরিসীম মহোচ্চ অচল বদ্ধোম কি রজত গিরি সদৃশ নয়? পঞ্চ বক্ত্রম ত্রিনেত্রম ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ ভূত কি, মহাকালের পঞ্চবক্ত্র স্বরূপ হয় না? ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালত্রই তাঁহার ত্রিনেত্র ' মহাদেব ভূতনাথ জগদ্বিখ্যাত বটে, বটে তাইত বটে, সুতরাং তিনিইত সমস্ত ভূতের অধিপতি গগণে শশিকলা সমুদিত হইয়া জগৎ আনন্দ ময় করে, তাহাকি ব্যোমের ললাট স্থলে প্রতিবোধিত হয় না? কুমুদিনী কান্তের প্রশান্ত উদয়ের স্থানই ব্যোম কেশের ললাট দেশ বলিয়া পরিকল্পিত আছে তাহাতেই তাঁহার চন্দ্র শেখর নাম হইয়াছে যেমন মহোচ্চ গগণ মণ্ডল ঘন গভীর নীলবর্ণানুরাগে রঞ্জিত হইয়া মনোহর শোভা সম্পাদন পূর্ব্বক ব্যোমের নীলকণ্ঠ নাম প্রকাশ হইয়াছে, তদ্রূপ সমাদৃত বসুন্ধরা সিক্ত সলিল রাশি সুতীক্ষ্ণ রবিকর কিরণোধৃত হইয়া গগণে মেঘ মালার সঞ্চার হওয়াতেই মহাদেবের শিরে জটা ভারে সুরধনী গঙ্গা সুতরঙ্গা কুল পরিকল্পিত হইয়া বহিয়াছে এবং অরুণ কিরণে পয়োধরগণে, পয়োধর পুচ্ছ বিনিন্দিত নীল পীত লোহিত সুরুচির আভা শোভা প্রকাশেইত শিখিগনের ব্যাঘ্র কৃত্তি বলিয়াও কল্পনাটী প্রকাশ পাইয়াছে আর পদ্মা-সনের বর্ণনাতেই ব্যোমের স্থিরভাব অনুকল্পনা স্থির হইয়াছে এব-ম্ভূত যে অনাদি অনন্ত এবং অদ্বিতীয় মহান ব্যোম কাল তদ্ব্যতিত দ্বিতীয় একটী মহাদেব কোথায় কি অবস্থায় আছেন এপর্য্যন্ত অনু সন্ধিত থাকার কোন কারণই অনুবোধ হয় না ভ্রান্তি ক্রমে মানবগণ দেখি-য়াও কেন দেখেন যে মহা কালের মহাশক্তি মহাকালী আমাদের দেহের সহিত যেরূপ আত্মার সম্বন্ধ উভয় উভয়কে ছাড়িয়া থাকিতে পারেনা অভিন্ন তদ্রূপ মহাকালের মহাশক্তি জগদ্ব্যাপিনী ভীমা ভৈরব রূপিনী মহাঘোরা বিকট দর্শনা পরমা তামসি মহাকালী যেমন পরম পুরুষ পরম শিব মহাকাল তেমনি পরমা প্রকৃতি মহাশক্তি মহাকালী

অপাণিপাদো যবনো গ্রহিতা পশ্যত্যচক্ষুঃ সশৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেদ্যং নচ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম ॥

শ্রুতিমূল সর্ব্ব শাস্ত্রে সর্ব্বজাতি সর্ব্ব দেশেই ব্যক্ত ও উক্ত আছে যে পরম পুংলিঙ্গানুবঞ্জিত

সমস্ত ঘটে ঘটে সমস্ত স্থানেই নিত্য সমভাবে বিরাজিত আছেন ইহাতেও ঐ ব্যোম কালাদি যে ত্রিগুণময় এক রজ্জুবৎ তাহাই উপলক্ষ হইতেছে বস্তুতঃ যেস্থলে পরম অনন্ত গুণময় কেবল এক মাত্র পুংলিঙ্গানুবঞ্জিত বলিয়াই নিরব থাকা যায়না। উহাতে স্ত্রী পুং নপুংসকাদি সমস্ত গুণময়ই সম্ভব বিশেষত শক্তি হীন জগতে কিছুই নাই এবং হইতেও পারেনা অশক্ত মৃত পিণ্ডবৎ সেই শক্তি গুণটী যে উহাতে অযুক্ত থাকিবেক ইহা যুক্তি সঙ্গত অনুমোদনই হয়না যে পরম সকল হইতে শক্ত যাহার শক্তির ইয়ত্তাই নাই তাহার শক্তি নাই সর্ব্বনাশ! এই মত ভাব হৃদয়তেও স্থান দান করিতে হয়না। পৃথিব্যাদি ভূত পঞ্চ ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্মত্বলাভে আকাশ পরম সূক্ষ্ম হইয়া অতিন্দ্রিয় মহাকাল তন্মাত্র রূপে মাত্র ঐ ভূতগণের ও অন্তরত্ব লাভ করিয়াছে। তাহাতেই মহাশক্তি মহাকালী মহা পুরুষ মহাকালকে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করাতেই উভয় দেহাগ্রার ন্যায় সংমিলিত ও সংযুক্ত হওয়াতেই ঐ মহাদেবকে মহা যোগী বলিয়াই ব্যাখ্যা হইয়াছে। যেরূপ ব্যোম কালের ধ্বংশ প্রাদুর্ভাব জ্ঞান ও মনের অগোচর। তদ্রূপ এই মহা কালীও নিত্য মনে মনে বিবেচনা করিলে ও নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিলে দৃষ্টি হয় যে শেষটী অন্ধকার ময়ী কালো • নমুণ্ড মালিকা রুধির পানে প্রমত্তা ভীষণা ভীমান্ধকার রূপেই কল্পনা মাত্র। স্বরূপতঃ আমরা রজনি যোগে একটী দীপালোকে সমুদয় দর্শন করিয়া থাকি মানবাদি প্রাণী মাত্রেরই হিত সাধোনোদ্দেশেইত দিনমণি সমুদিত হইয়া আমাদের মঙ্গল বিধান করিতেছেন এই হেতুতেই

দিননাথের একটী নাম লোক চক্ষুও হইযাছে দিননাথের উদয়াভাবে আমরা যে ঐ অপার ঘোরতর তমো রাশিতে সমাবৃত হইয়া মহান শঙ্কটাপন্ন হইতাম তাহার সংশয়কি? অতএব ঐ মহাকাল এই মহাকালী পরমা শক্তির সংযোগেই অপার শাক্ত হইয়াছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালের মহা পুরুষগণ কেহ পুরুষ কেহ প্রকৃতি প্রধান কেহ কেহ উভয়কে এক শরীর যথা হরগৌরীরূপ বর্ণনা ও কল্পনা করিযাছেন বস্তুতঃ পরম পদার্থ ঐ উভয় যে অনন্ত গুণানুরঞ্জিত তাহার সংশয় নাই যাঁহার এক এক রোম কূপে অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন ও লয় হইতেছে, যাঁহার ধ্বংশোৎপত্তি জ্ঞান ও মনের অতীত, যাঁহার বরাভয়াদি ভুজ চতুষ্টয়ই হইযাছে পূর্ব্ব পশ্চিমাদি দিক্ চতুষ্টয়, যাঁহার দশ দিকই হইয়াছে অম্বর স্বরূপ এই কারণেই তাহার দিগম্বর নামটীরও কল্পনা হইযা রহিযাছে ভব সংসারে ভাবুক গণের ভক্তি ভাব উদয হইলে নয়নদ্বয় মুদিত করিযা যেরূপ ধ্যান ও মনন্ করে সেই রূপেই হৃদয় সিংহাসনে সংস্থাপন পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিতে পারে বস্তুতঃ জগদীশ্বরকে ত্রিগুণরূপে জগন্ময় দিব্য জ্ঞান নেত্রে নিরীক্ষণ করিলে কেনইবা বিশ্বাস হইবেনা যে মহাকাল ভূতময় জগতে পরম পরমানুপুঞ্জ সূক্ষ্ম তন্মাত্র ময মহা ব্যোমাশ্রয় কালরূপ বর্ণাভার বিশ্বের কারণ স্বরূপ সমস্ত কার্য্যের ঘটনা ও বিশ্ব বিধান করিতেছেন আঃ! প্রগাঢ়রূপে মন সংযোগ পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিলেই স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইতেপারে যে ঐ পরম পদার্থই এই বিশ্বের সমস্ত প্রাণীর প্রাণ স্বরূপ সমস্ত জীবের আত্মা স্বরূপ সমস্ত ঘটে ঘটে বিরাজ করিযাও বহির্ভাগে কত বড় প্রকাণ্ডাকার অসীম অপরিমিতরূপে দণ্ডায়মান রহিযাছে। যেমন কার্পাসাদি বস্তু নির্ম্মিত বস্ত্র সূর্য্য কিরণে ধরিলে ঐ কিরণ জালে তাহার শত সহস্র অগণিত রন্ধ্র হইতে দিগন্তরে বহির্গত হয তদ্রূপ অস্মদাদির শরীরস্থ রোমকূপের অনন্ত গহ্বর দ্বারায় এই পরম পদার্থ অন্তরে বাহিরে সম ভাবেই প্রবিষ্ট ও পরিবেষ্টিত আছে। কিন্তু আমার দিগের জ্ঞান গোচর হইতেছেনা যেমন আমরা এই পরম সূক্ষ্ম

বস্তুর মধ্যে দিয়া অনায়াসে ও অবাধে গমনাগমন করিতেছি, তদ্রূপ আমাদের শরীরের মধ্যেও এই পরম পদার্থ স্থির ভাবেই আছে। যখন আমরা গমনাগমন করি তখন আমাদের অনন্ত কোটী ছিদ্রময় এই শরীরে ঐ পদার্থ স্থির ভাবেই থাকে আমার হৃদয় লৌহ শলাকা দ্বারা ভেদ ও তন্মধ্যে এক তন্ত্র সূত্রে গ্রথিত ও প্রলম্বিত করিয়া তদগ্রদ্বয় মানবদ্বয় ধৃত করিয়া রাখিলে ও আমি উভয়ের নিকট গমনাগমন করিলে, যেরূপ ঐ সূত্র স্থির ও প্রলম্বিত থাকে, তদ্রূপ এই অপূর্ব্ব পরম সূক্ষ্ম বস্তু থাকে ও আছে আমরা যত দূর কেন গমন না করি ঐ একিরূপই প্রলম্বিত থাকিবে যেমন সরোবরাদির স্থির সলিল মধ্যে একখানা ঝাঁজর চালনি রাখিলে তাহার উভয় পার্শ্বেই ঐ সকল রন্ধ্র হইতে জল সম ভাবেই থাকে, এবং ঐ চালনি জলের মধ্যে চালনা করিলেও জল সেই মতই থাকিবে মাত্র চালনি খানই চালিত হইবেক তদ্রূপ এই সংসারের মধ্যে সমুদয় জীব জন্তু সকল এই পরম পদার্থের মধ্যেই আছে এবং সমস্ত শরীরের মধ্যেই ঐ পরম পদার্থ এক প্রকার স্থিররূপেই রহিয়াছে অতএব এই পরম সূক্ষ্ম জ্ঞানময় পদার্থ সর্ব্ব ভূতের অন্তরাত্মা এবং সর্ব্ব ভূতের নিয়ন্তা একরূপে অসীম অনন্ত রূপ ধারণ পূর্ব্বক অর্থাৎ।

পরস্যব্রহ্মণো রূপম পুরুষ প্রথমম দ্বিজম ব্যক্তাব্যক্ত তথৈবান্যে রূপে কালে তথা পরম ॥ *

আমি এক আছি বহুল হইব এই পরমেশ্বরের প্রথম কল্পনা

মানবগণ ঋতু কয়েকটিকে ও পর্য্যবেক্ষণ করিলে এক প্রকার চেতনা লাভ করিতে পারে বর্ষা কালে বালক সকল ঘরের মধ্যে বসিয়া বসিয়া গণ্ডগোল আর কেউ মেউ করিতে থাকে মেঘগণ বায়ু ভরে আকাশ মার্গে মহাবেগে ছুটা ছুটী করিয়া ধাবমান হয়।

* বিষ্ণু পুরাণ। দ্বিতীয় অধ্যায় চতুর্দ্দশ শ্লোক

অবিশ্রান্ত বাবিধারা পতন ও পশুগণ মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক শষ্পায ভক্ষণ কবিতে থাকে শরতে কুমুদিনী কান্তেব কি অপূর্ব্ব প্রশান্ত প্রভা কুমুদিনীগণে উর্দ্ধ নয়নে প্রফুল্ল বদনে নিরীক্ষণ করিতে থাকে হেমন্তে তরু লতা নিবস সমস্ত প্রাণী ক্ষীণ মলীন স্তব্ধাকার থাকে নিদাঘে দারুন ঝটিকা আবস্ত হয় পৃথিবী আকুল হয় বৃক্ষাদি সমুৎপাটিত হয় গিরিশৃঙ্গ ভগ্ন হয সাগবেব বাবি সমান্দোলিত ও তবঙ্গাকুলিত হয, উয়াদেব প্রায় আস্ফালন কবিতে থাকে, গগণ বিদীর্ণ কবিয়া প্রলম্বিত হইতে থাকে বসন্তে যুবক যুবতি গণেব মনের আর ধৈর্য্য থাকে না উপবন সকল নানা কুসুমেব পবিমল ঘ্রাণে আমোদিত হয দিক্ সকল মলয় মারুত হিল্লোলে দিব্য কুসুম-দামের রমনীয় ঘ্রাণ বহন পূর্ব্বক আঘ্রাণিত হইযা যেন পবম অপূর্ব্ব রূপ ধাবণ করে পৃথিবী যেন নব ভূষণে বিভূষিতা ও নবীনালঙ্কারে সালঙ্কৃতা হইযা পবমাশ্চর্য্য শোভায় সু-শোভিতা হন্ কোকীলেব কুহুরবে ভ্রমরেব ঝঙ্কারে মধুকর গণেব গুন্ গুন্ শব্দে বিহঙ্গ দিগের মধুর গানে যেন অমৃত ধাবা বর্ষণ হইতে থাকে শীতে প্রাচীনগণ বড়ই ভীত এবং জড়সড় হইয়া পড়েন কম্পান্বিত কলেবরে অগ্নিকে অমৃত জ্ঞানে তাহার আবাধনা করেন কেনইব মানবগণ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ কবিয়া ও তাহাব সাববত্ত্বাব প্রতি নিবীক্ষণ করেনা আশ্চর্য্য-ম্বন্য কবিতে হয় হে মানবগণ ! কালেব মহিমা সকলিই অনুমান কব যেকালে, কালে আক্রমন করিবে সেই কালে কাল কবলে পতন হইবে তখন আব কালাকালই বোধ বহিবে না

এই যে অতি সূক্ষ্ম নির্ম্মল পরমানুপুঞ্জ অসীম শূন্যময় পদার্থ নয়ন গোচর হইতেছে, যাহাব মধ্যে সমস্ত প্রাণী পরমানন্দে সেচ্ছা মতেই বিহার করিতেছে ইহাকি অপূর্ব্ব বা অভূত পূর্ব্ব পরমাশ্চর্য্য সংসাবের সাব সৃষ্টিব বীজ, জগতের আত্মা বলিয়া অনুমিত হইতে পাবেনা আবাব ঐ মহা শূন্যেব অন্তবস্থ যে তদাত্মা স্বরূপ অসীম শক্তি সম্পন্ন অখণ্ড দণ্ডায়মান মহাকাল, উহাকি এই জগচ্চবাচবেব

সৃজন পালন সংহার কর্ত্তা বলিয়া বিবেচিত এবং বিশ্বাস হইতে পারেনা ? হাঃ ! কি আশ্চর্য্য আমাদের মন এবং অতুল ধারণা শক্তিই বলিতে হইবে, কারণ আমাদের হৃদয় যেমন একখানা শিলা খণ্ড আর মনটীও হইয়াছে যেমন একটী লৌহ শলাকা ঐ শিলা খণ্ড মধ্যে প্রবেশই হয় না ভূতময় জগন্মণ্ডল মধ্যে পঞ্চ মহা ভূত যেরূপ বীর্য্য-বান এবং পরাক্রমান্বিত তাহা কাহার অবিদিত ? যাহার একটী ভূত বিরূপবাবিকৃত হইলে অবলীলাক্রমে জগৎ সংহার করিতে পারে, তন্মধ্যে অনলে যাহাকে দগ্ধ করিতে পারেনা জলে যাহাকে সরাইতে সক্ষম হয়না বায়ুতেও সমান্দোলিত করিতে পারে না, এবম্ভূত যে ব্যোম কাল তাহার একটী পরমানুর কি শক্তি, তাহাকি কোন একটী জীবের জ্ঞানালোকে সমা লোকিত হইতে পারে ? বস্তুতঃ জগতে সমুদয় পদার্থই অচেতন কেবল এই মহান ব্যোম কাল দেহাত্মার ন্যায় চৈতন্য স্বরূপ বিরাজ করিতেছেন ইনিই জ্ঞান ইনিই জ্ঞানাধার ইনিই বিশ্ব ইনিই বিশ্বাদ্য ইনিই বিশ্বের বীজরূপে এই অখিল ভবা-র্ণবে অভয় দাতা পরাৎ পর পরম শিব পরম ব্রহ্ম, চক্ষুর অগোচর কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য বাক্যের অতীত ব্রহ্ম পদ কোন লক্ষেই লক্ষিত নন্ মাত্র প্রগাঢ় ভক্তি এবং একাগ্রতাসহ আত্ম প্রত্যয় দ্বারা জ্ঞানকে ঐ অখণ্ড দণ্ডায়মান মহা কালের সহিত সংযোগ ও সংমিল-লন ভিন্ন অন্য কোন রূপেই লক্ষিত হইতে পারে না জ্ঞানমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক বিবেচনার নেত্র স্থির ভাবে নিক্ষেপ করিয়া সূক্ষ্মরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলে ব্যোম কালকে কোন অংশেই উহা হইতে ভিন্নানুমিত হইবেনা। মহান ব্যোম কাল জ্ঞান ও মনের অগম্য যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতঙ্গগণ মানবাদির কি কার্য্য ও শক্তি জানিতে পারে না তদ্রূপ মানব সকলেও ঐ অসীম শক্তি সম্পন্ন মহান ব্যোম কালের কিশক্তি ও কর্ম্ম তাহা জ্ঞান গোচরই করিতে পারেনা যে ব্রহ্মাণ্ডে আমরা অবস্থিত আছি অথবা অনন্ত কোটী জীব জন্তু সকল বাস করিতেছে, এ কাণ্ড ব্যোম কালের নিকট আত

ক্ষুদ্রানু ক্ষুদ্রও নয় মানব কোন ছাব! তুচ্ছ কীটানু কীট তবে মানব কিঞ্চিৎ জ্ঞান গম্য প্রভাবেই এতবড় উচ্চতর তর্ক পর্ব্বতে আরোহন কবিতে শক্তিমান হইযাছে ভাল সাধাবণ জনপ্রবাদকেও একবার দৃষ্টি কবিয়তে হয়। লোকে বলিয়া থাকে কালেই হয় আর কালেই লয হয়। এই কালে কিনা হইয়াছে, আর কিইবা না হইবে কালের মহিমা কাহার সাধ্য অন্ত করে? আব দেখ মানব ব্যোম মহাদেব বলিয়াও কি করতালি দেয না এবং ব্যোম ব্যো ম ব্যোম ববম্ ব্যোম বলিযাও কি গাল বাদ্য কবিয থাকে না মহান ব্যোম এক প্রকার নযন গোচর হয কিন্তু পবম পবমাত্মা স্বরূপ কি জীবের জীবন স্বরূপ বা চিত্তের চৈতন্য স্বরূপ বিশ্বের পরম বিস্ময় স্বরূপ যে মহান কাল তিনি নয়ন ও মনের অগোচব, কর্ম্মেন্দ্রিযের অগ্রাহ্য। যে সাধু সাধনারূপে শৈল শিখরে সমারূঢ় হইযা ভক্তিরূপ গুহাতে প্রবেশ পূর্ব্বক কঠোররূপ আসনে সমাসীন হইযা একাগ্রতাসহ ইন্দ্রিযগণকে গলিত পত্রের ন্যায় জ্ঞান দন্তে চর্ব্বণ করিতে করিতে বিশ্বাস রূপ বনস্পতির মূলে উপ বেশন করিযা উন্মীলিত লোচনে মনের সহিত স্বীয় আত্মাকে দিব্য জ্ঞান প্রভাবে ঐ বিশ্বাত্মার সহিত সংযোগ ও সংমিলন করিতে পারেন তিনিই জ্ঞানী এবং পরমার্থ সাধনে সাধু বলিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পাবেন যোগী ঋষি পবম সাধুগণ পবমানন্দ রসে মগ্ন হইযা উক্তি কবিযাছেন যে সচ্চিদানন্দ চৈতন্যরূপে স্বয়ং অন্তর্মূলে উদয় না হইলে ঐ যোগাতীত পরমারাধ্য দুর্ল্লভ পদ লাভেব অন্য উপায নাই অজ্ঞান পাযণ্ড জনের বিমুগ্ধ চিত্ত চৈতন্যরূপ সুধা পানে বঞ্চিত হয় জ্ঞানীজন জ্ঞানকে রথ ইন্দ্রিয় গণকে অশ্ব মনকে সারথি আশাকে অশ্ব রজ্জু বুদ্ধিকে প্রবোধ বাবি করিয়া আশা রজ্জু আকর্ষণ পূর্ব্বক ইন্দ্রিয় অশ্বগণকে বুদ্ধিরূপ কষাঘাতে সংযত ও বাধ্য করিয়া বশে আনিয়া জ্ঞান রথ সঞ্চালন পূর্ব্বক যিনি সদানন্দরূপ সন্মার্গে ধাবমান হইতে পারেন তিনিই মহা যোগী, মায়াময় এই অখিল ভবার্ণবে পরম তত্ত্ব জ্ঞানযোগে আকর্ষণ পূর্ব্বক নিত্যানন্দ ময় হইতে পারেন

লোকে বলে পরম নির্গুণ ও নির্ব্বিকার উহা ভ্রান্তি যাহার গুণের সীমা নাই পার নাই তাহাকে নির্গুণ বলাই ভ্রান্তি। আর যাহার শক্তিতে এই অসীম সৃষ্টি স্থিতি হয় তাহাকে নির্ব্বিকারও বলা সংগত হয়না পরম পরম গুণময়, তাঁহার স্বভাব সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করণ এস্থলে ঐ স্বভাবকেই ধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায় ঐ ধর্ম্ম হইতে একটী কার্য্য ও কারণের উৎপত্তি হয় যেমন প্রদীপটী প্রজ্বলিত হইলেই একটী রশ্মি প্রকাশ হয় সূর্য্য বা কলানিধির উদয় হইলে তাহা হইতে একটী অপূর্ব্ব জ্যোতি প্রকাশ হয় তদ্রূপ একটী কারণের উৎপত্তি হওয়া মাত্রেই তাহা হইতে একটী কার্য্যেরও ঘটনা হইয়া পড়ে; ইহাই উহার ধর্ম্ম ধর্ম্মটী স্বভাব বা গুণ কি শরীরের বৃত্তি যেমন শোণিত শুক্র অস্থি মাংসাদিতে জড়িত হইয়া প্রাণী মাত্রেই জন্মলাভ করিতে হয়, তেমনি আহার নিদ্রা মৈথুন ভয় এই চারি প্রকার গুণই ঐ শরীরের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়। অত্র চতুষ্টয় গুণ হইতেই সংসারের সমস্ত কার্য্যের উৎপত্তি হইতেছে। এবং ইহা হইতেই সংসারের সমুদয় ধর্ম্ম। ধর্ম্মের মূল বা বীজ সংঘটীত হইতেছে কিন্তু তন্মধ্যে আহার আর কামই শ্রেষ্ঠ আহার হইতে শরীর কাম হইতে সৃষ্টি; যদ্যাপিও অপর নিদ্রা ও ভয় প্রথমোক্ত দ্বয়ের আনুষঙ্গিক হউক তথাপি ঐ স্থিতি নিয়ম ও ধর্ম্মের আশ্চর্য্য কৌশল ক্রমেই ঐ চতুর্ব্বিধ গুণ ভিন্ন এই সংসার চলিতে পারেনা; সৃষ্টিই রক্ষা হইতে পারেনা। যেমন প্রাণী মাত্র জন্মলাভ করিলেই তাহার মৃত্যুটিও সঙ্গে সঙ্গেই আছে; তদ্রূপ কারণটি উপস্থিত হইলে ছায়ার ন্যায় তাহার কার্য্যটিও থাকেই থাকে উক্ত আহারাদি চতুষ্টয় কর্ম্ম না করিলে সংসারিও হইতে পারেনা অতএব ঐ চতুষ্টয়ই হইয়াছে পরম বীজ, কর্ম্মই তাহার মহাবৃক্ষ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যই উহার প্রকাণ্ড শাখা এই অপার ভব পারাবারের পরিধি পরিমাণ করিতেই যেন হস্ত বিস্তার করিয়া আছে পাপ আর পুণ্যই ঐ বৃক্ষের পুষ্প *সুখ আর দুঃখ তাহার ফল ধন জন

পবিবাব ঐ অদৃষ্টরূপ পরম কল্প পাদপেব বিপুল ছায়া স্বরূপ সংসা-রূপ কঠিন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কিবণোত্তাপিত মানবগণ ঐ অপূর্ব্ব এবং অদৃষ্ট গোচব অভূত পূর্ব্ব শীতল ছায়াতে আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক স্নিগ্ধ ও গত ক্লম হইযা শান্তি লাভ করিযা থাকে ইহাতে বিশ্ব নিযন্তা কর্ত্তা, ধর্ম্মটী তাহাব কাবণ, সৃষ্টি ইহাব কার্য্য স্বরূপ প্রকাশ, স্বভাব কোন হতে ও স্খলিত হযনা ঐ স্বভাবটিই ধর্ম্ম অতএব ধর্ম্মই সংসারেব মূল স্বভাব গুণ ধর্ম্ম এই পদার্থই ত্রিবিধ সঙ্গায় সঙ্গীত হইয়াছে যেমন হৃদয় মন ও বুদ্ধিব উৎপত্তির স্থান, তেমন ঐ ধর্ম্মই কর্ম্মেব উৎপত্তিব স্থান কিন্তু ঐ আহারাদি চতুষ্টয়ের নিমিত্তই মানবেব গৃহ আলয স্ত্রী পুত্র ভাই বন্ধু ইত্যাদি সমুদয়েব কর্ম্ম দ্বারায় ধর্ম্ম সংসাধ-নের প্রযোজন হইযাছে গৃহ কর্ম্ম করিতে বিদ্য গুণ ব্যবসায়াদির মানবের যত কর্ম্মের প্রয়োজন, তত্তাবতই ধর্ম্ম কিন্তু তাহা সত্য মূলক অর্থাৎ সূর্য্যোদয নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান মল মূত্রাদি পবিত্যাগ, স্নান এবং ঈশ্বরের অর্চনা ও আহার বা আহার্য্য বস্তু আহবণ করণ ইত্যাদি যত ন্যায্য কর্ম্ম যদ্বাবায স্বীয় এবং সংসাবের হিত সম্পাদিত হয তত্তাবতই (ধর্ম্ম) পবস্ত্রী পহরণ রাগ দ্বেষ হিংসা নিন্দা পবদার পরপীড়া ইত্যাদি অংত্য অনেয্য যত কর্ম্ম যদ্বাবায় স্বীয় এবং সংসাবেব অহিত উৎপাদন হয় তাহাই (অধর্ম্ম) ইহা দ্বারাই ধর্ম্মা-ধর্ম্ম বিভক্ত হইযাছে) কিন্তু অনিষ্ট ও প্রাণ বিনাশ হইযাও ধর্ম্ম হয় যথা ব্যঘ্রাদির কুলাচাব ধর্ম্মই (হিংসা) তাহাই তাহাব (ধর্ম্ম) বস্তুতঃ যদিও উহ ই তাহার ধর্ম্ম হউক তথাপি তাহার মূলটি ঐ অধর্ম্ম হইতেই উৎপন্ন। বিনাশ আব হিংসাই তাহার চবম অতএব ঐ ব্যাঘ্রাদিকে পৃথিবীস্থ তাবৎ প্রাণীই হিংসুক বলিয়া বিশ্বাস করেনা সর্ব্বত্রই তাহাবে হিংসা করিতে ব্যগ্র ও প্রস্তুত আছে। ইহা অধর্ম্মেরই ফল ধর্ম্মটি কর্ম্মেরই আযত্ত্ব পদার্থ মাত্র। ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম দ্বাবাতেই উৎপন্ন হইয থাকে প্রাণী মাত্রের জঠরস্থ যে একটী অনল তাহা প্রদীপ্ত হইলেই প্রাণী মাত্রের ক্ষুধা হয় সেই ক্ষুধাই

কারণ স্বরূপ হইয়া তাহার কার্য্য হইয়াছে আহার। আহারই দৈহিক (ধর্ম্ম) যেমন ঐ আহারের দ্বারায় ক্ষুধায় সন্দমিত হইয়া শরীরের রক্ষা স্বরূপ একটী কার্য্য ও তাহার কারণের নিশ্চয়তা জন্মায় তদ্রূপ সৃষ্টি তদর্থক কামটি ও উপসর্গাকার সৃষ্টির কারণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক একটী ধর্ম্ম সংশোধিত হয়। সৃষ্টি না হইলে সৃষ্টি রক্ষা পায়না। অতএব সৃষ্টিই কারণ আর কাম তাহার কার্য্য। ইত্যাকার ধর্ম্মরূপ বৃক্ষের কর্ম্মাঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া এইক্ষণ ঐ মহীরুহ কাণ্ডে পিণ্ডে অতি বড় প্রকাণ্ডাকার হইয়াছে। এতই অনন্ত কোটী শাখা প্রশাখা পরিবর্দ্ধমান হইয়াছে যে তাহার অন্তই করাযায়না। ভূজাত বৃক্ষের এক এক বৃক্ষে যেমন এক এক প্রকার ফল প্রসব করে, কর্ম্মরূপ তরুতে তদ্রূপ নয়। উহার এক এক শাখাতে এক এক রূপ ফল ধারণ করে। কোন কোন শাখাতে অমৃতায়মান পীযূষ তুল্য কোন কোন শাখাতে বিষম বিষময় বিকটাকার ফল উৎপন্ন হয় মানবগণ মধ্যে কেহ কেহ ঐ অমৃতায়মান ফল ভক্ষণে অমরের প্রায় পরম সুখী হয় কেহ কেহ বিষময় বিষম ফল ভক্ষণে প্রাণ হারায়।

সংসারের ধর্ম্মের উপলক্ষেই পৃথিবীর সমুদয় জীব জন্তুর সহিত সকলের সম্বন্ধ হইয়াছে এবং তদুপলক্ষেই সমুদয়ের সহিত সমুদয়ের ঐরি মিত্র ভাবও হইয়াছে ইহাই সংসারের ধর্ম্ম। এই নিয়ম হইতে দেব দানব মানবাদি কীট পতঙ্গ বৃক্ষ লতা পর্য্যন্ত ও অতিক্রান্ত হইতে পারেনাই প্রাণী মাত্রেই জঠরানল সমুদ্দীপ্ত হইলেই আহারান্বেষণে বহির্গত হয় তাহাতেই যে যাহার ভক্ষ্য সম্মুখাগত পাইলে মাত্রেই গ্রাস করিয়া ফেলে যথা নবঘন গর্জ্জিতে ভেকগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতঙ্গগণ প্রতি ধাবমান হয় আবার ভেকগণের প্রতি কালকুট গরলি তিনি এবং ভুজঙ্গের প্রতি ও শিখি কুলের জঠরাগ্নি শিখা সমুদ্দীপ্ত হইয়া পরমানন্দে নৃত্য করিতে করিতে গমন করিয়া থাকে। তৎ পশ্চাৎ ব্যাধ করধৃত শর পরম সন্ধান পূর্ব্বক গমন করে। আর ঐ ব্যাধের পশ্চাৎ করাল ব্যাঘ্র যম মন্দিরের দ্বার স্বরূপ ভীষণ মুখ

গহ্বর ব্যাদন পূর্ব্বক রস পূর্ণ রসনায় দুরন্ত ব্যাধকে কৃতান্তের অধীন করিয়া দেয় ছাগ মেষ মহিষ কুরঙ্গ তুরঙ্গ মাতঙ্গ সকলে তৃণাদি বৃক্ষ লতা ভক্ষণ করিয়া থাকে আবার তাহাদিগকেও অন্য প্রাণী ভক্ষণ করে এই প্রনালিতে সৃষ্টি মধ্যে অনন্ত কোটী জীব জন্তু সমুদয় সৃষ্টির কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক যাহার যে ধর্ম্ম সে সেইমত যাযনা করিয়া আসিতেছে

যেমন সংসার বিনাশের ঐরূপ হেতু তেমনি আবার রক্ষার নিমিত্তে ও অপূর্ব্ব বিধান হইয়া রহিয়াছে তাহার মূল (ভয়) যেমন ক্ষুধাতে ব্যাকুল হইয়া আহারান্বেষণে ভ্রমণ করিতে হয় তেমনি প্রাণ ভয়েও ভীত হইয়া রক্ষার নিমিত্তই ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়। অপরাপর প্রাণী সমস্ত এই ভব সংসারের মধ্যে ঐ আহারাদি চতুষ্টয় পরতন্ত্র হইয়া বিচরণ করিতেছে তাহারা জ্ঞানের চালনা শক্তি অভাবেই ধর্ম্মের মর্ম্মোদ্ভাবন বা পুষ্টি সম্পাদন করিতে অক্ষম মানবগণ দিব্য জ্ঞান বিমণ্ডিত হইয়া স্বীয় বুদ্ধি বৃত্তি চালনা ও মার্জ্জনা পূর্ব্বক উক্ত আহারাদি চতুষ্টয়কে সৃষ্টি ও জীবনের মহৌষধি স্বরূপ যে ধর্ম্ম তরু তাহাই তাহার মূল স্থির করিয়া তদনু যাই যে অনন্ত রূপ কর্ম্ম তাহাই শাখা পত্রাদি বিবেচনায় মূলদেশে জ্ঞান বারি সিঞ্চন পূর্ব্বক যত্ন করিয়া পরি বর্দ্ধিত করিতেছে বিশেষ নানা অলঙ্কারে সালঙ্কৃত ও নানা ভূষণে বিভূষিত করিয়া পরম ভক্তি সহ অগনোপচারে পূজা করিয়া সৌভাগ্য রূপে স্বর্গে বাস করিতেছে

সৃষ্টির প্রথম সময় মানবের ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান বা গৃহ নগর আলয় ইত্যাদি কিছুই ছিলনা, বনে বনে পর্ব্বতে পর্ব্বতে গিরি গুহায় বৃক্ষ মূলে বাস করিত অপক্ক ফল মূল মৃগ মাংসাদি আহার করিত যদৃচ্ছা মতেই কামিনীগণে উপগত হইতে পারিত কাহারও হিংসা বা দ্বেষ ছিলনা। যেরূপ পশুগণের জ্ঞানের উন্নতি শক্তির অভাব মানবগণের তদ্রূপ ছিলনা তাহাদের হৃদয় ক্ষেত্রে জ্ঞানরূপ বীজ রোপণ করিয়া চিন্তারূপ বারি প্রদান পূর্ব্বক উৎসাহ স্বরূপ বায়ুর সংযোগে

যত্নের দ্বারায় পরিবর্দ্ধিত করার কামনা তৎকাল হইতেই হইয়া আসিতেছিল। এবং সেই হেতুই মানবগণ ঐ সর্ব্বরূপ সোপানাবলম্বন পূর্ব্বক এত বড় উন্নতরূপ সুখ ময় স্বর্গারোহণ করিতে সক্ষম হইয়াছে মানবগণ ক্রমে দিন করের কিরণ সম্পাতে শরীর দগ্ধ এবং ঘন গভীর জলদ জলের ঘন ঘটা যুক্ত ঘোরতর গর্জ্জন ভয়ে আর অবিরত বারি ধারায় ও শীত বাতাদির অসহ্য ক্লেশ ও কাননে কাননে গিরি গুহাভ্যন্তরে তরুমূলে বৃক্ষ বাটীকাতে লতাকুঞ্জ বনচর হিংস্র ভয়ানক ভীষণাকার পশুগণ সমাকীর্ণ হইয়া ভয়ে বিহ্বল চিত্তে স্থির থাকিতে না পারিয়া বিশেষ অপক্ক ফল মূল মৃগ মাংসাদি আহারে মন ও রসনা পরিতৃপ্ত ও চরিতার্থ জ্ঞান নাকরিয়া অধিকন্তু পশু যূথ সমাকীর্ণ হইয়া তৎ সংসর্গে পশু বদাচার ও ব্যবহার ইত্যাদি বিভীষিকারূপ অবৈধ অধর্ম্মাচার সমুদয় ক্রমে জ্ঞান চক্ষে সমালোচিত হইয়া উত্তরোত্তর ন্যায় অন্যায় অনুবোধ হইতে লাগিল। অজ্ঞানরূপে ঘোরতর তমোময় অমানিশার অবসান প্রায় হইল। ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রতিভা এবং হিতাহিতের চৈতন্য দাতা জ্ঞানরূপ কুসুম কলিকাটী যেমন কুরঙ্গ নয়না পতি পরায়না সতী কামিনী সুবিন্দু বদনীর সুমধুর হাস্যের ন্যায় সুবিকশিত হইতে লাগিল। চৈতন্যরূপ তরুণ অরুণের আলোক উদয়ারম্ভ হইল। দেখিয়া হৃদয় সরোবর স্থিত বুদ্ধিরূপ কমল কলিকাটী যেন জননীর অঙ্গাগত ক্রোড়স্থ শিশুর ন্যায় হাস্য বদনেই প্রফুল্ল হইতে লাগিল মনরূপ মধুকর উন্নতরূপ পরম মধুর আশ তেই যেন উড্ডীয়মান হইতে লাগিল। যেমন বর্ষা কালাবস্থ হইলে শুষ্ক সরোবর তরগাদি সমস্ত ক্রমে ক্রমে জল পরিপূর্ণ হইয়া যায় তদ্রূপ মানবের হৃদয় সরোবর বুদ্ধিরূপ সলিলে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। যেমন সরোবরাদি সলিল রাশিতে পরিপূর্ণ হইলে পর তন্মধ্যে চক্রবাক কল হংসাদি জলচর মরাল বিহগ শ্রেণী আসিয়া সধর্ম্ম সাধনে কেলি ক্রীড়া পরায়ণ হইয়া বিচরণ করিতে থাকে, তদ্রূপ মানবগণ সংসাররূপ জলাশয় কিম্বা মানসরূপ সরোবরের মধ্যে বিচরণ পূর্ব্বক কর্ম্মরূপ শস্তু-

কাদি কীট সকল গ্রহণ করিতে অথবা মানবীয় ধর্ম্ম সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইল ক্রমেই গৃহ নগর আলয় শস্যোৎপাদন ও আহার্য্য বস্তু অগ্নি জল সংযোগে পাক করনাদি বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমস্ত পরিচয় ও পর্য্যায় ক্রমেপ র্য্যালোচন পূর্ব্বক যোজনা করিতে অভ্যাস ও আরম্ভ করিল আবার ক্রমেই দিগ্‌দর্শন লাভে বুদ্ধির চালনা দ্বারায় আহার্য্য বস্তুকে চব্য চোষ্য লেহ্য পেয় চতুর্ব্বিধ মতোদ্ভাবন পূর্ব্বক তিক্ত লবণ কটু কষায়ন অম্ল মধুর ষড় রস সম্পন্ন করিয়া রসনা ও মন পরিতৃপ্তি ও চরিতার্থতা লাভ করিতে প্রবর্ত্ত হইল বলিলেও বোধহয় তাদৃক অগমতা দোষে দোষিত হইতে না হয়। তদবধিই মানব প্রকৃত মানবীয় ধর্ম্ম সমাধও করিয়া মানব হইয়াছেন এইক্ষণ ও যে সম্পূর্ণরূপে হইয়াছে কে বলিতে পারে? বুদ্ধির যতই মার্জ্জনা ও চালনা হইবেক ততই মানব পবিত্র আত্মা ও নির্ম্মল কায় অগ্নির প্রায় সুতীক্ষ্ণ তেজপুঞ্জ হইয়া দেবতা তুল্য ও হইতে পারে যেমন প্রভাত কালীন বাল তপনের তরুণ কিরণান্তে ক্রমে মধ্যাহ্ন কালের মার্ত্তণ্ডের নবোদিত যৌবনারম্ভে সুতীক্ষ্ণ প্রচণ্ড প্রতাপান্বিত কিরণ জাল বর্ষণ পূর্ব্বক পৃথিবী মণ্ডল পরিতাপিত করিয়া দেয় তদ্রূপ মানব গণের বুদ্ধিরূপ দিবা করের বাল্যাবস্থা পরিত্যাগ পূর্ব্বক উন্নত যৌবনশীল মধ্যাহ্ন সুতীক্ষ্ণ কিরণ জালে ভুবন ব্যাপ্ত হইতে লাগিল যেমন বীজটি ক্ষেত্র গত হইলে আদ্য স্ফীত কল্য প্রস্ফুটিত পরশ্ব অঙ্কুরিত তৎ পরদিবসেই দ্বিপত্র প্রকাশ হয়, তেমনি মানবের চিত্ত ক্ষেত্রে জ্ঞানরূপ বীজ দিগ্‌দর্শন স্বরূপ ক্ষিতির রস গ্রহণ পূর্ব্বক উপদেশ স্বরূপ বায়ুর সংযোগে সমাঙ্কুরিত হইয়া বুদ্ধিরূপ শাখা পল্লবাদি প্রকাশ হইতে লাগিল। ক্রমে সমস্ত মানব একত্র একদল বদ্ধ হইয়া তর্ক বিতর্ক দ্বারায় নানা ভাব সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইল যেমন নবদ্বীপে প্রথম তৃণাদি উদ্ভিদ সমস্ত ক্রমে উৎপন্ন হইতে থাকে, তদ্রূপ মানবের চিত্ত ক্ষেত্রে ন্যায় অন্যায় মায়া দয়া ক্ষমা প্রেম রাগ দ্বেষ হিংসা ইত্যাদি সমস্ত

সদ সদগুণ নিচয়ে নব তৃনের ন্যায় সমাঙ্কুরিত হইতে লাগিল যেমন দুগ্ধকে মন্থন করিলে নবনীত সমুৎপন্ন হয় তদ্রূপ মানব-দিগের জ্ঞানকে দণ্ড নিধান করিয়া সংসারকে পাত্র এবং কর্ম্ম সকলকে ক্ষীর বন্মন্থন পূর্ব্বক পরম অমৃত স্বরূপ অপূর্ব্ব পরম রমণীয় বস্তু স্বরূপ সংসারূপ সাগর হইতে পার হওয়ার পরমাশ্চার্য্য অদ্ভূত পূর্ব্ব তরণী স্বরূপ শাস্ত্র সকল, এবং তাহা হইতে যেমন ধান্য মধ্যে হইতে তণ্ডুল আর নারিকেল ও বস্তা অম্রাদি সুপরিপক্ক কলের বল্কলাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্তরস্থ অমৃতায়মান সার বস্তু গ্রহণ করিয়া লয়। তদ্রূপ পরম বুধগণ কর্ত্তৃক মানবের সংসারে জন্মলাভ হইলে যদ্দারায় মঙ্গল ও সৌভাগ্যের উদয় হয়, আর ভব পারাবারের ভেলা এবং সর্ব্বার্থ সিদ্ধি দাতা মহা মন্ত্র ও ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গরূপ পরম ব্রতের নিয়মাদি কালাকাল নির্ণয় পূর্ব্বক বিধি ও বিধান সমস্ত হইয়া রহিয়াছে

সংসারে সমুদয়েরই মূল কর্ম্ম কর্ম্ম হইতে সমুদয় ধর্ম্মই সংসিদ্ধ হয় কর্ম্ম ভিন্ন কিছুই হইতে পারেনা ঐ চতুর্বর্গই কর্ম্ম দ্বারায় নিয়ম মতে কালানুযাই সাধিত হইতে পারে বৃক্ষে কালে কালেই ফল প্রসব করে মনুষ্যের দেহরূপ যে বৃক্ষ তাহাতেও তদ্রূপ হয়। পূর্ব্বকালের পরম শক্তিমান বিপুল ধর্ম্মার্থ বেত্তা পরম জ্ঞানী মহাত্মাগণ কেবল চিন্তা সমুদ্রে বিবেচনারূপ তরঙ্গেই আকুল ছিলেন ইদানিক বিজ্ঞবরেরা সমাজের একতাকেই প্রিয় জ্ঞান করেন না প্রাচীন মহাপুরুষগণ তাহাকেই সৌভাগ্যের সোপান স্বরূপ জ্ঞান করিতেন। বরং তদুপলক্ষেই তাঁহারা পৃথিবীর উপরে একাধিপত্য ও সত্ব স্বামীত্বতা স্থাপন করিয়া ছিলেন। আমরা যে এখন গৃহাট্টালিকা এবং বিবিধ বসন ভূষণ আহার ব্যবহারাদি করিয়া পরম সুখে আছি, তাহারা একদল বদ্ধ হইয়া বিবেচনা পূর্ব্বক স্থির না করিলে এক জনের দ্বারায় এতদূর হওয়াই সম্ভব ছিলন তাঁহারা যে ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গ স্থির করিয়া গিয়াছেন, আমরা এখন তাহার পূর্ণ্ণ ও

তাৎপর্য্যার্থ গ্রহণ করিতে অশক্ত হওয়াতেই দুরাদৃষ্ট ভোগ হই-তেছে বিপরীত অর্থই অনর্থের মূল হইয়াছে এখন ধর্ম্মনামটী শ্রবণ মাত্রই চক্ষু স্থির হয় বলেন পরমেশ্বরের যে সেবা পূজা ধ্যান তাহাই ধর্ম্ম। আর পরমেশ্বরের নাম যে জপ করন তাহাই অর্থ এবং পরমেশ্বরের প্রতি যে কামনা তাহাই কাম মোক্ষ অতি সুকঠিন সুকমুক্ত প্রলাদোব যখন ঐ সমস্ত মহাত্মাদিগের প্রতিই সংশয় তখন অপরের আশা কি সহজেই অনুমিত হইতে পারে এই মত অর্থের হেতুতেই সংসারের মানবগণের জ্ঞান নেত্র মুদ্রিত হইয়াছে সুখ সৌভাগ্যের পথ অন্যায়রূপ কণ্টকে আকীর্ণ হই-য়াছে মানবের জ্ঞান নেত্র বিনষ্ট হওয়াতেই পাপ কূপে নিপতিত হইয়া প্রাণ হারাইতেছে সংসার অরণ্য প্রায় হইতেছে দুঃখ দুর্গতিরূপ দাবদাহ প্রবল বেগে জ্বলিয়া উঠিতেছে কেবল মান-বের আর্ত্তনাদ ও রোদন ধ্বনিতেই সংসার কোলাহল পূর্ণ হই-তেছে পূর্ব্ব কালীয় মহাত্মাগণ আমাদের মঙ্গল ও অশেষ সৌভাগ্য বর্দ্ধনের জন্যই বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়াও নানা মত উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাঁহারা দুগ্ধ হইতে নবনীত নবনীত হইতে ঘৃত এবং ইক্ষু দণ্ড ও খর্জ্জুর বৃক্ষ হইতে সুরস রস উদ্ধার ও তাহা হইতে গুড় চিনি মিশি আদি বিবিধ মত পরম সুখাদ্য পীযূষ তুল্য দ্রব্য সকল উৎপন্ন করিয়া যেরূপ আমাদিগকে সুখী করিয়াছেন, তদ্রূপ সমস্ত বিষয়তেই পরম সুখ সম্পদ বৃদ্ধি হওয়ার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন এবং জ্ঞান চক্ষু প্রসন্ন হওয়ারনিমিত্ত নানা মত উপায়ও করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন

মানব, সংসারে জন্মলাভ করিয়া অশীতি বর্ষ জীবনান থাকার আশা করিলে তাহাকে চতুরাংশে বিভাগ করিয়া প্রথম ধর্ম্ম উপা-র্জ্জন, শিশুকাল অবধি বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত আচার ব্যবহার রীতি নীতি বিদ্যা ব্যবসায় ইত্যাদি সমুদয় অভ্যাস করিয়া সুশিক্ষিত ও পারগ হইবে কিন্তু গর্ম্মের এক কণা ক্ষতি হইলেও মার্জ্জনা

হইতে পারে না যখন ধর্ম্মোপার্জ্জন করিবে তখন অতি পূত মনে সাবধানে সমাহিত হইয়া সৎসংসর্গে সদ্গুরুর আশ্রয়ে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক একাগ্র চিত্তে ভক্তি ভাবে করিতে হইবে তখন যদি মন তিলার্দ্ধের জন্যও অন্য দিকে অন্য কর্ম্মে স্বেচ্ছাতেই কিম্বা রিপুর আবল্যে কি চাপল্যেই হউক ধাবিত বা পরিচালিত হয় ; তবে অনর্থ সঞ্চয় হইয়া যে বিনাশ ও নিপাত লাভ করিবে তাহার সংশয় নাই চতুর্বর্গ সাধনাটী সামান্য খেলা নয় ইহা দ্বারায় মানবের সুখ ও সৌভাগ্য লক্ষ্মী সহায় সম্পদ মান মর্য্যাদা এবং স্বর্গাপবর্গ পর্য্যন্তও সাধন হয়। যাহা ঐশ্বরিকচক্র পরম জ্ঞানী মহাপুরুষগণ যাহা সংসার সাগর মন্থন পূর্ব্বক অমৃত স্বরূপ উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা কি সামান্য আরাধনাতে কি ক্ষুদ্র তপস্যায় সহজেই হইতে পারে ? অত-এব সাবধান যেমন চঞ্চল মন অন্য দিকে তিলার্দ্ধের জন্যও ধাবিত না হয় মনত একটী বই দুইটী নয় ? এক কর্ম্মের সময় দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দুই দিকে চালনা করিলে সহজেই ক্ষীণ হইয়া দুর্ব্বল এবং উভয় কর্ম্মই নষ্ট করে যেমন একটী সঞ্চান এক সময় দুই জনের হস্তস্থিত আমিষের প্রতি আক্রমণ করিতে পারে না যেমন একটী ভুজঙ্গ এক কালে এক সময় দুই জনকে দংশন করিতে পারেনা, তদ্রূপ মনুষ্য একটী মন দ্বারায় এক সময় দুইটী কর্ম্ম করিতে পারে না অতএব মানব যখন প্রথম কালে ধর্ম্মোপার্জ্জন করিবে তখন একাগ্র হইয়া কেবল ধর্ম্মই চিন্তা করিবেক প্রথম বয়সে যে মানব মানবের রীতি নীতি আচার ব্যবহার বিদ্যা ব্যবসায় শিক্ষা করিয়া সুপারগ এবং সুশিক্ষিত ও উত্তম গুণবান ও জ্ঞানী হইতে পারে সে স্বীয় হৃদয় চতুর্বর্গের মূল স্বরূপ রোপণ করিতে পারে এবং তাহার সুখ ও সৌভাগ্যের সীমা থাকে না প্রথমে বিদ্যা ও ব্যবসায় নিপুণ হইলে দ্বিতীয়ে অতুল ধন সম্পত্তি তৃতীয়ে অতুল জন-পতি হইয়া চতুর্থে মোক্ষটী করতলস্থ সুপক্ক ফলের ন্যায় বাধ্য ও বশীভূত করিতে পারে কিন্তু প্রথম বয়সে যাহার ধর্ম্ম উপার্জ্জন না হয় তাহার দুর্ভাগ্য চতুর্বর্গফলাবাপ হত, জীবন ধারণ করাই বিফল

ও কষ্টকর বিশেষ ঘৃণাস্পদ হয় প্রথমে যাহার বিদ্যা ও ব্যবসায় উপার্জ্জন না হয় দ্বিতীয়ে তাহার ধন উপার্জ্জন হইতে পারে না। ধন হীন দরিদ্রের সংসার বিড়ম্বনা মাত্র অতএব মানব প্রথম বয়সে একাগ্র মনে (ধর্ম্ম) অর্থাৎ বিদ্যা ও ব্যবসায় উপার্জ্জন করিলেই দ্বিতীয়ে ধন ও তৃতীয়ে জন লাভ হইয়া চতুর্থে মোক্ষ অনায়াসেই লাভ হইতে পারে কিন্তু বিদ্যা এক প্রকার নয়। উহা বিবিধমতে আছে তম্মধ্যে যাহার যে বিদ্যায় অভিরুচি সে তাহাই অভ্যাস করিতে পারে

বিদ্যা অশেষ প্রকার তাহার সীমা ও শেষ নাই তম্মধ্যে লেখনি মস্যাধার দ্বারায় যে বর্ণ ও শব্দ সাধন হয় তাহাই সর্ব্ব প্রধান এবং সর্ব্ব কাম ফলপ্রদ সর্ব্ব সিদ্ধি দাতা সর্ব্ব মঙ্গল বিধায়ক ইহাকেই বুধগণ বিদ্যা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন অপর সমুদয় গুণ অর্থাৎ শিল্প বিদ্যা স্বর ও শব্দ সাধনা দ্বারায় প্রভূত দিব্য পরম জ্ঞান লাভ হইয়া অতুল গুণ রাশি সঞ্চয় পূর্ব্বক অন্তে স্বর্গীয় পরম উৎকৃষ্ট সুখ ভোগ পর্য্যন্ত ও প্রদান করিতে পারে যেমন খগচর বিহগ শ্রেণী বিমানারোহণ পূর্ব্বক গগণমার্গে বিচরণ করিয়া আবার ভূপৃষ্ঠে ও বিচরণ করিতে পারে। তদ্রূপ এই পরম বিদ্যার আরাধনা ও তপস্যা করিয়া সুসিদ্ধ হইতে পারিলে অপর সমুদয় বিষয়তেই তাঁহার জ্ঞান পরিচালনা করিতে সাধ্যহয় অতএব এই মহা বিদ্যায় মহতি প্রভা জগতে বিস্তার আছে অন্যান্য শিল্প বিদ্যা যথা ভূকর্ষণ কাষ্ঠ ছেদন স্বর্ণকার কাংসকার লৌহকার তন্তুবায় ভাস্কর ভার্গব চর্ম্মকার মৎস্য জীবী ইত্যাদি যত ব্যবসা আছে সমুদয়ই অর্থকরি ইহাতে ও যদি নিপুণ ও গুণবান হইতে পারে তবে ইহা দ্বারায় বহুল অর্থ উপার্জ্জন ও সঞ্চয় করিতে পারে কিন্তু এই সমস্ত বিদ্যাতে অত্যন্ত গুণবান হইলেও ঐ প্রথমোক্ত মহা বিদ্যার মধ্যে প্রবেশ করার অধিকার হইতে পারে না বস্তুতঃ যে বিদ্যা ও ব্যবসাই কেন নাহয় তাহাতেই গুণবান হইতে পারিলে ও সুশিক্ষিত
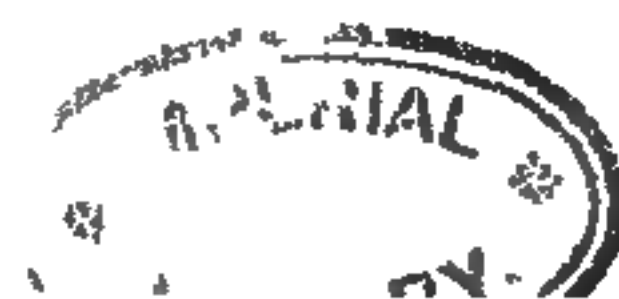
হইলেই ধর্ম্মটী উপার্জ্জন হয়। আর তদ্দারাই তাহার সৌভাগ্য বৃদ্ধি এবং পরম সুখ ও সন্তোষ লাভ হইতে পারে এবং তাহাতেই তাহার সহায় সম্পদ প্রচুর মতেই হইতে পারে। কোন মানব কেবল গান বাদ্যই অভ্যাস করিয়া যদি সুশিক্ষিত ও পটু হইতে পারে তবে অবশ্যই অপরাপর মনুষ্য সকল তাহার ঐ আশ্চর্য্য গান বাদ্য শ্রবণ পূর্ব্বক সন্তোষ লাভ করিয়া প্রচুর পারিতোষিক প্রদান করে আর তাহাতেই তাহার দ্বিতীয় বয়সে প্রচুর অর্থ লাভ ও সঞ্চয় হইয়া মহা সুখী হইতে পারে ঐ শাস্ত্র বিদ্যার প্রতিযোগী আর একটী বিদ্যা আছে তাহার নাম অস্ত্র বিদ্যা অর্থাৎ যুদ্ধ শাস্ত্র যদ্যপিও এই বিদ্যা কেবল বলবান ও সাহসী এবং পরাক্রম বীর্য্যবান যুব জনেরই শোভামান হয় বালক বৃদ্ধ দুর্ব্বলের বিড়ম্বনা মাত্র তথাপিও এই বিদ্যা ঐ শাস্ত্র বিদ্যা হইতে লঘু হইতে পারেনা বরং শৌর্য্য বীর্য্য ইহাতেই শত গুণে গৌরব অধিক আছে প্রাচীন মহা পুরুষগণ অকপটে মুক্ত কণ্ঠে বলিয়া গিয়ছেন যে যুদ্ধে সম্মুখ সংগ্রামে সস্ত্র হস্তে রণ ক্ষেত্রে শরীর পতন হইলেই তাহার তৎক্ষণাৎ মুক্তি ও অক্ষয় স্বর্গলাভ হইবে যে তাহাতে কোন সংশয় হইতে পারেনা বরং এই মত সমস্ত জাতি সর্ব্ব শাস্ত্রেই এক বাক্য উক্তি করিয়াছে, যে সম্মুখ সমরে পতন হইলে তাহার বইকুণ্ঠাদি সর্ব্বোপরিস্থ পরম অপূর্ব্ব নিবাসে বাস হয়। অক্ষয় কাল পর্য্যন্ত স্বর্গ সুন্দরী বিদ্যাধরি কুরঙ্গ নয়না গজগামিনী কামিনীগণের সহবাসে পরমেশ্বরের পাদ সেবায় নিয়ত নিযুক্ত থাকিতে হয়। মনুয্যের ইহা হইতে আর ভাগ্যোদয় কি হইতে পারে? বরং এত অক্লেশে ও সহজেই এত বড় উচ্চ সুখ ও সম্পদের অধিকারি হইতে কাহার অভিরুচি নাহয় কোন যাগ না যজ্ঞ না ব্রত ও মহোৎসবও না অর্থ ব্যয় না কিম্বা অনাহারে অনিদ্রায় গিরি গুহাভ্যন্তরে বাস করিয়া বৃক্ষচ্যুত গলিত পত্র আহার করিয়া শত সহস্র বর্ষ ধ্যান ও মন্থন নাকরিয়া ক্ষণকাল মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে পতন হইলেই যদি এত অতুল সুখ লাভ হইতে পারে তবে ইহা হইতে সুলভ আর কি

হইতে পারে ? ববং ইহতে অন্যান্য যোগ যাগ অপেক্ষায শৌর্য্য বীর্য্যই অধিক পবিমানে প্রকাশ হয ধীশক্তি যুক্ত নাম এবং কীর্ত্তিই মহত্তরূপে ব্যক্ত থাকে এইমত সুখের আশা কোন পামর কি পাযও না করে ? যদি রণক্ষেত্রে জয লাভ হয় তবে তাহাব বল দর্পের সীমা কি আর সুখ সম্পদেবই ব পার কি ? রণজেতা যাহাব প্রতি কোপ দৃষ্টে নিবীক্ষণ কবে সে তৎক্ষণাৎ দগ্ধ ও ভস্মীভূত হইযা যায আর যাহাব প্রতি স্নেহ নযনে অবলোকন করে তাহাব শরীবে অমৃতধাবা বর্ষণ হয জেতার হুঙ্কারে ও সিংহনাদে ধরিত্রী দেবী টল মলাযমানা কম্পান্বিত কলেবরা হন অতএব এই বিদ্যাটী ও পরম উৎকৃষ্ট এবং মহা গৌরবেরই জ্ঞান করিতে হইবে কিন্তু এইক্ষণ এই ভারত ভূমে এই পরম বিদ্যাটীবই আদর অতি ন্যূন হইয়াছে পূর্ব্বকালে যখন আর্য্যবর্ত্তে আর্য্য জাতিগণের একতা ছিল আর পবমাদরে ও যত্নে এই পবম বিদ্যাব অভ্যাস করিযা তাহাতে নিপু ও পারদর্শী হইত। সমস্ত ভারত-বর্ষীয়গণেব মন যখন এক সূত্রে মালাব ন্যায গ্রথিত ছিল, তখন এই আর্য্য জাতির নাম শ্রবণ মাত্রেই অপবাপর জাতি সকল কম্পান্বিত কলেবব হইত এখন সেই আর্য্য কুলের একতা বিহীনে যাহারা পূর্ব্বে ভযে ভীত হইয়া পলায়ন কবিত তাহারাই এইক্ষণ অত্যন্ত অবিজ্ঞা বর্ষণ পূর্ব্বক পূর্ব্ব কথা স্মরণ করাইযা দেয়

সংসাবের কর্ম্মই সকলেব মূল কর্ম্মই সকলেব সার, কর্ম্ম হইতেই সমুদয় হয় কর্ম্মফলটী ভোগ না কবিযা নিস্তার নাই সৎই হউক বা অসৎই হউক এই জন্মেই হউক আব জন্মান্তবে হউক এক সময় ভোগ কবিতেই হইবে যেমন সমুদ্রের জল নদীতে নদীর জল খালে খালেব জল হ্রদ সরোবরাদিতে গিয়া পতিত হয়, সেইরূপ পিতামহেব কর্ম্ম পিতাতে এবং পিতার কর্ম্ম পুত্রেতে অর্শিয়া থাকে এই স্থলে ইহাও উল্লেখ কর অবশ্যক যে পিতা মাতা হওয়া বড়ই সুকঠিন ব্রত। পিতা মাতা সৎ কর্ম্মান্বিত হইলে পুত্র সুকৃতি লাভ করিতে পাবে

নচেৎ দুষ্কৃতিই হইবে এই হেতুতেই জনপ্রবাদও আছে যে পিতা গগণ হইতেও উচ্চতর আর মাতা পৃথিবী হইতেও গুরুতরা হন পিতা পুত্র কেবল সোপান শ্রেণীর লিঙ্গ আর শাখা প্রশাখার চিহ্ন মাত্র সংজ্ঞা মাত্র। বস্তুতঃ সাধারণতই উহাকে আত্মজ বলিয়া প্রবাদ আছে সর্ব্ব সাধারণ আত্মজই বলিয়া থাকে ফলেও আপনারই যে পুনর্জন্ম তাহার কোন সংশয়ই নাই উহা কদাচও অপরের হইতেই পারে না। যেমন একটী দীপ শিখা হইতে অন্য একটী দীপ প্রজ্বলিত করিয়া লওয়া, তদ্রূপ মনুষ্য পরজন্মে পুত্ররূপে যোগবলে যাযাক্ষেত্রে স্বয়ং গমন পূর্ব্বক পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত বিষয় বিভোগ সমুদয় ভোগবান হয় সন্তান উৎপাদন সময় পিত মাতর মনোবৃত্তি যেরূপ থাকিবে সন্তানের প্রকৃতিও সেইরূপ হইবে অতএব সন্তান উৎপত্তি বা স্বয়ং পুনর্জন্ম গ্রহণ করার পূর্ব্ব হইতেই পিত মাত পুত্ত-মনে সাবহিত চিত্তে পবিত্র ও সুচিশান্ত হইয়া সচ্চিন্ত দ্বারায় আপনি সর্ব্ব প্রকার স্থিরতা ধীরতা গম্ভীরতা সাহস ও পরাক্রমাদি সদ্গুণ নিচয় ভূষিত হইয়া সদাকাল সৎপ্রকৃতি ও সদনুষ্ঠান এবং সদ্ব্যবহার আশ্রয় করিয়া সন্তান উৎপত্তি অর্থাৎ স্বয়ং পরজন্ম গ্রহণ করিবে স্বয়ং যেরূপ সাবধান হইবে সেই মত ক্ষেত্রটীও পরিশোধন করিয়া লইতে হইবে যে কৃষি করিতে হয় আর যে শস্যই ক্ষেত্রে বিক্ষিপ্ত করিতে হয় তাহা অকর্ষিত ক্ষেত্রে বা অকালে হয় না অতএব পিতা সাবধান হইয়া যাযারূপা ক্ষেত্রটী পবিত্র ও পরিষ্কৃত মত সুকর্ষণ করিয়া সংশোধন পূর্ব্বক সময় মত বীজ বপন করিবেন যখন ক্ষেত্রে স্বীয় বীজ নিক্ষেপ করিবেন তখন স্বীয় কায়াও মন অর্থাৎ শরীরের ও মনের যেরূপ অবস্থা ও ভাব আর বল বীর্য্য সাহস পরাক্রমাদি সৎই হউক বা অসৎই হউক যাহার যেরূপ অবস্থায় থাকিবে সন্তানের প্রকৃতিও তাহাই হইবে তাহার বিন্দু মাত্র সংশয় নাই বরং তৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণ অবয়ব আকৃতি প্রকৃতি আদি দেখিয়া প্রায় লোকেই বলিয়া থাকে যে এইটী অমু-

কের সন্তান ঠিক সেইরূপ হইয়াছে বটে ফলিতার্থে স্বয়ং যে যোগ-বলে যাযাক্ষেত্রে গমন পূর্ব্বক পরজন্ম গ্রহণ করিতে হয় তাহার অনু-মাত্রও সংশয় বা আপত্তি হইতে পারে না শত শত প্রত্যক্ষ প্রমান বর্ত্তমান আছে। মানবগণ কুট বুদ্ধির প্রভাবে চপলতা ও বিচলতা এবং শৈথিল্যতা দোষেই সৎপ্রকৃতি লাভ করিতে পারে না বুদ্ধির ভ্রমাদি দোষে চিত্তারূপ গৃহ মলিন হইলে সদুপদেশ স্বরপ সম্মা-র্জ্জনি দ্বারায় সম্মার্জ্জন পূর্ব্বক পবিত্র ও পরিষ্কৃত করিতে পারে কিন্তু ক্রূড়ত ও মূঢ়তা দোষের আর উপায় নাই তাহার সংশোধন বড়ই কঠিন। মানব হিংসুক নিন্দুকাদি হইয়া যে জন্ম গ্রহণ করে তাহা কেবল পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত দুষ্কর্ম্মের ফলই নিশ্চয় যাহাই কেন উৎপত্তি না হয় তাহাই বীজানুরূপ যথা আম্র নিম্ব কদম্বাদির বীজে কদাচও বদরি কদলি ধাত্রি হইতে পারে না অথবা সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুকাদির বীজে কখনও গো মেষ মহিষাদি হয় না যেমনি বীজ তেমনি তাহার ফলোৎপত্তি হয় তাহার বাধা নাই অতএব সন্তান উৎপত্তি করার পূর্ব্ব হইতেই যদি মানব সতর্ক ও সাবধান হইতে পারে তবে কখন বিকৃতি প্রকৃতি ধারন করিতে পারেনা দেখ একটী মৃণ্ময় পাত্র প্রস্তুত করিতে কুম্ভকারের গলদ ঘর্ম্ম হয় কিঞ্চিৎ মনযোগের ক্রুটি হইলেই তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া যায়। একটী প্রধান জীবের উৎপত্তি সময় পিতা মাতা সহজ বিবেচনা করিলে সহজই হইবে আর বৃহৎ বিবেচনায় বৃহৎই হইতে পারে

যখন সন্তান জননীর গর্ভে ঊর্দ্ধপদে অধোবক্ত্র হইয়া যেমন পরম রমনীয় কর্ম্ম ক্ষেত্রে জন্ম লাভ কামানেতই ভয়ঙ্কর যোগা-শক্তই থাকে। ভীষণ কঠোর তপানুষ্ঠানেই যেন আছে। তখন মাতা অতি সাবহিত চিত্তে মহত্তর অপার ক্লেশকে অন্তরে স্থান দান না করিয়া স্নেহ এবং পরম আদরের সহিত বিবেচনা পূর্ব্বক আহার ব্যবহার করিবেন যে বস্তুতে রস, বাৎ, কফ, পিত্ত বৃদ্ধি পায় অতি প্রিয় হইলেও পরিত্যাগ করিবেন যাহাতে

গর্ভস্থ সন্তান হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ হয ও যাহাতে কোন রোগের সঞ্চার না হয এমত হিতকর বস্তুই আহার করিবেন তৎ প্রথায় এখনো আর্য্য কুলের কামিনী কুলকে পান করিয়া সাধ দিয়া থাকে প্রাচীন মহাত্মাগণ বিবেচনা পূর্ব্বক গর্ভসঞ্চার হইলেই পঞ্চমাসে পঞ্চামৃত সপ্তম মাসে সতামৃত এবং নবম মাস হইতে সাধ দেওযা সুসাধু বিধিও বিধান করিয়া গিয়াছেন ইহার কি অপূর্ব্ব একটী মর্ম্মও ভাব অবলোকন হয না ? গুর্ব্বিনীকে উওম উত্তম বস্ত আহার করাইয়া উত্তম বসনে ভূষণে প্রফুল্ল মনে উত্তমাবস্থায় থাকিলেই সন্তান ঐমত প্রফুল্ল মনোবৃত্তি লাভ করিযাই জন্ম লাভ করিবে কিন্তু উৎপত্তি সময যদি মনবৃত্তি কলুষিত থাকে তবে কোন মতেই তাহার সংশোধন হইতে পারে না বরং ভুজঙ্গকে দুগ্ধ পান করাইলে যেরূপ বিশেরই আধিক্যতা হয তদ্রূপ সন্তানের ও দোষের বল ও বাহল্য হইবে দুষ্টাভিসন্ধিও অধিক পরিমানে হইবে। বস্তুতঃ যে কর্ম্মই কেন না হউক তাহ আরম্ভ অবধি শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর করিতে পারিলেই ধর্ম্ম নতুবা অধর্ম্ম হয় সন্তান উতপত্তি করিলেই যে হয় এমত নহে যাবৎ বালকের বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান ধর্ম্ম শিক্ষা না হয ও সংস্বধর্ম্মোতে রত না হয় যাবৎ বুদ্ধি সুপরিপক্ক ও সুমর্জ্জিত ও স্থির তর না হয় তাবৎ পর্য্যন্ত পিতা পশ্চাৎ পশ্চাৎ থাকিয়া সৎসংসর্গে সদ্গুরুর আশ্রয়ে রাখিয়া কেবল সদুপদেশই দিতে থাকিবেন সাবধান যেন ভ্রান্তি ক্রমেও বালকের চক্ষে বা শ্রবণ কুহরে অসৎ কথা বা অসৎ কর্ম্মের প্রসঙ্গও প্রবিষ্টহইতে না পারে এই হেতুতেই পুনরুক্ত হইতেছে যে পিতা মাতা হওযাই বিষম দায মাতা রসনা প্রিয কোন বস্তু প্রচুর প্রবৃত্তি হইলে স্বীয অন্তর্ম্মূলে আঘাত করিয়াও নিবৃত্তি থাকিবেন অহিত বস্তু আহার করিলে তন্মূলক গর্ভস্থ সন্তানের কোন রোগের আশ্রয হইলে তাহাই প্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িবে সেই রোগের অব্যাহতি বা বলবের ভাবনের

আশাই থাকেনা অথবা বালক চিররোগী হইযা আজীবন অশেষ ক্লেশ ভোগ করিযা জীবন অতিবাহিত করিবে যে রোগ গর্ভে সঞ্চার হয তাহাই বজ্রের ন্যায দৃঢ়মূল হয । সন্তান জন্ম গ্রহণ করিলে মাতা অষ্টাদশ মাস পর্য্যন্ত অথবা শিশু যাবৎ স্তন পান করে তাবৎ কোন অহিত বস্তুই আহার করিবেন না অধিক কি কচিৎ সন্তানের শরীর কিঞ্চিৎ উষ্ণ বোধ হইলে জ্বরাশঙ্কায মাতা শঙ্কিত হইয় স্বয়ং উপবাস করিবেন আশ্চর্য্য। তাহাতেই সন্তানের আরোগ্য লাভ হইবে

গর্ভাবধি শিশু যাবৎ শিশু ভাব ত্যাগ না করে তাবৎ মাতার আহার নিদ্রা প্রায বিসর্জ্জন দিয়া ঐ বালকের সুকোমল মুখ কমল নিরীক্ষণ করিয়াই যেন প্রাণটী বর্ত্তমান থাকে।

যিনি সন্তানের নিমিত্তে এতই কঠোর ব্রত করেন যিনি পরম তাপস্বিনীর প্রায় হন যাহার গর্ভে প্রায সম্বৎসর কাল নিবসতি করিতে হয যাঁহার উদরে তিল কি চুল পরিমান অহিত বস্তুর পতন হইলে বেদনাতে বিমুগ্ধ হন যিনি অপার ক্লেশ সহ্য করিযা গুরুতর ভার বহন পূর্ব্বক সেই উদরে স্থান দান করিয়া কত ক্লেশে যে প্রসব করেন তাহার সীমাই নাই ও হইতেও পারে না যাহার প্রসাদে এই ভব সংসারে জন্ম লাভ করিযা মনুষ্য বলিয়া গৌরবান্বিত যাহার অনু কম্পাতেই, মনুষ্যের দুর্ল্লভ জন্ম লাভ হইয়াছে ও যাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া নিযত মল মূত্রাদি পরিত্যাগ করাতে ও ঘৃণা বোধ না করিয়া স্বহস্তে পবিত্র করণ পূর্ব্বক আদরে মুখ চুম্বন করিয়াছেন যিনি মল মূত্রাদির মধ্যে স্বয়ং অবস্থান পূর্ব্বক সন্তানকে স্বীয শুষ্ক স্থানে রাখিয়া পালন করিযাছেন যাহার আহার নিদ্রা ইত্যাদি সুখ ও সচ্ছন্দতার কত যে ব্যাঘাত করা গিয়াছে তাহার পার নাই যিদি ঐ ব্যাঘাতকেও ব্যাঘাত জ্ঞান না করিয়া প্রাণ তুল্য স্নেহ ও আদরে পালন করিয কত যত্নে যে এই প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন তাহার বর্ণনাই হইতে পারে না তিনি কি প্রত্যক্ষ

মহা দেবী নন? এবম্ভূত যে অখিল মায়াময়ী পরম প্রেমময়ী সাক্ষাৎ মহা দেবী বিরাজমান থাকিতে আর পরাৎপর আদি দেব যাহার ভ্রূভঙ্গিতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয়, তাহার সেবা পূজা না করিয়া অন্য কোন দেব দেবীর অর্চনা করিতে চিত্ত চলিবে? অঃ! কি অপূর্ব্ব বা অদ্ভুত পূর্ব্ব মহিমাই মার তাহার কি বর্ণনা হইতে পারে দেখ প্রবল হর্ষ বা বিষাদ যাহাই কেন চিত্তে উদয় না হয় তখনই অমনি রসনা যেন ঐ অনির্ব্বচনীয় (মা) বলিয়াই উচ্চারণ করিতে ব্যগ্র না হইয়াই পারে না। আশ্চর্য্যই যে (মা) বলিয়াই মুখে উচ্চারণ করিলেই যেন তখন কতই শান্তি লাভ হয় তাহার আর সীমা নাই মাতা সাক্ষাতে প্রত্যক্ষ মহা দেবী মাতা সাক্ষাৎ থাকিতে অন্য দেব দেবীর অর্চনাই করিতে হয় না। মাতার পরমারাধ্য পদারবিন্দ পূজা করিলেই সমস্ত দেব দেবীর পূজা ও সন্তোষ লাভ হয় যাহার মাতা সাক্ষাৎ আছে তাহার সকলই আছে কোন দুঃখই নাই যাহার মাতা নাই তাহার দুর্ভাগ্য সংসার অরণ্য গৃহ শ্মশান তুল্য (মা) এই যে একাক্ষরি মহা মন্ত্র একাগ্র মনে ভক্তি পূর্ব্বক উচ্চারণ করিতে পারিলে ঘোরতর বিপদ হইতেও উদ্ধার হইতে পারে। দাবানল তুল্য যে সন্তাপ একবার মা বলিয়া ডাক দিলেই অমনি শীতল হইয়া যায়। এত ক্লেশের পরেও যদি মাতা একবার সন্তানের মুখ নিরীক্ষণ করেন তৎক্ষণাৎ সমুদয় সন্তাপেরই শান্তি হইয়া যায় তখন জননী সমুদয় ক্লেশ বিস্মরণ হয়।

মাতা শিশুকে অসময় অপরিমিতরূপে স্তন দান করিবেন না তাহাতে রোগ জন্মীয়া বিপদ ঘটায় দুর্ব্বল ক্ষীণ তনু দুর্ব্বুদ্ধি মেধ হীন রাগপূর্ণ ইত্যাদি নানা দোষের আকর হয় কোন বিদ্যা শিক্ষা অথবা ব্যবসায় বণিজ্য করিতে পারে না অর্জ্জন স্পৃহা তিরোহিত হয় সুতরাং দরিদ্র হয় দরিদ্র হইলে সর্ব্বনাশ হয় গুণ রাশি নাশ হয় প্রথমতঃ শ্রীভ্রষ্ট হয়, শরীর কৃশ হয় শোণিত শোষ হয় ধাতু

শোষ হয় কুবুদ্ধি হয ভাই বন্ধু পরিবারের সহিত ভেদ হয় ঈশ্বরের প্রতি অশ্রদ্ধা হয লজ্জা ও কুল উচ্ছেদ হয ধর্ম্মটী একেবারে নির্ম্মূল হয যেমন শূল রোগাক্রান্ত মানবের নিয়ত শূলাঘাতেই হৃদয বিদীর্ণ হইতে থাকে দরিদ্র হইলে মানবের হৃদয় ও সেই-রূপ অহর্নিশি আঘাত প্রাপ্ত হইতে থাকে দরিদ্রের সংসার বিড়ম্বনা শরীর ভার গৃহ অরণ্য আহার বিষবৎ এত যে ক্লেশ তাহা কেবল মনুষ্যের স্বীয কর্ম্ম এবং পিতা মাতার কর্ম্ম দোষেই ঘটিযা থাকে ইহাতেই অনুমোদিত হইতে পারে যে একটী সন্তান উৎপত্তি করিযা কিম্বা তাহাকে লালন পালন করিয়া বিদ্যা ও ব্যবসায়াদি ধর্ম্ম শিক্ষা দিযা সদাচার পরায়ণ করিযা মনুষ্য করণ কতবড় কঠিন কর্ম্ম পিতা সূতিকাগার হইতেই বালকের প্রতি নিযত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন যখন বালক অর্দ্ধ বিনির্গত দন্ত কিম্বা বাসন্তীয অশোক কিংশুক চূত তরুগণের নব পল্লব দল বিনিন্দিত অধরদ্বয হইতে কমল কোকনদাদি কুসুমের ন্যায অর্দ্ধ বিকসিত হাস্য করিয ম কি বা এই শব্দ মাত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক পিতা মাতার হৃদয এবং পুরবাসীগণের অন্তর কুসুম সুবিকসিত করিয়া দেয় তখন পিতা মাতার আনন্দ সাগর অপার জলনিধির ন্যায় উথলিত হয তদবধি দুই কি অর্দ্ধ অধিক দুই বৎসরের মধ্যেইত বালক স্বদে-শীয স্বজাতীয সমুদয শব্দ অভ্যস্ত ও সমুদয দ্রব্যের নাম পরিজ্ঞাত এবং সমুদয দ্রব্য বা বস্তু পরিচয করিযা জ্ঞাত হইযা লয় এবং বলিতে ও পারে কেহ তাহাকে শিক্ষাও দেয় না এই মাত্র যে দ্রব্য বা বস্তু পরিচয হয় নাই যাহা নূতন পথের পথবর্ত্তী হয তাহাকেই অবগত হওযার জন্য ইহা কি উহা কি বলিয়া বারম্বার জননী প্রভৃতি পৌরজনকে ব্যতি ব্যস্ত করিযা গৃহ কার্য্যের ব্যাঘাৎ করিযা দেয যাবৎ অবগত হইতে না পারে ক্ষান্ত থাকে না। তখন ঐ বালকের হৃদয় এমনি নির্ম্মল ও মসৃণ থাকে যে যাহা এক বার নযন পথের গোচর কি শ্রবণ কুহরে প্রবিষ্ট হয তাহাই দর্পণের ন্যায

হৃদয় দর্পণে প্রতি বিম্বিত হইযাপড়ে   কিন্তু পিতা তখন হইতেই যত্নের সহিত উৎসাহের সহিত সতর্কতার সহিত যিনি জ্ঞানে গুণে ধর্ম্মে তৎপর যিনি সমস্ত বিদ্যাতে বিদ্বান ও পারদর্শী পণ্ডিত যিনি দয়া মায়াতে ক্ষমতাতে বিভূষিত যিনি প্রেম পাশে সমস্ত প্রাণীকে আবদ্ধ করিয়া স্বীয় বাধ্য ও বশীভূত করিয়াছেন। এমত সদ্গুরুর নিকট সমর্পণ করিয়া বিদ্যা ও ব্যবসার এবং বাণিজ্যাদির প্রয়োগাই ত্যাদি সমুদয় ধর্ম্ম শিশু কালে দীক্ষ করাইয়া প্রথম বয়সে-তেই শিক্ষা করান। মাসিক চারি আনা বেতনে জগন্নাথ সরকারকে রাখিয়া তাহার নিকট বালক সমর্পণ করিলে বালক জগন্নাথের মতই শিক্ষা পাইবেক   জগন্নাথ নিজে অপটু সে কি শিক্ষা দিবে? অতএব ধীরের নিকট দিলেই ধীর হইতে পারে ইতি মধ্যে বিন্দুমাত্র কিম্বা কণিকামাত্র ও অধর্ম্ম স্পর্শ হয   নিশ্চয আছে যে তাহার ফল ভোগ না করিয়া নিস্তার নাই   যাবৎ বালক বয়ঃ-প্রাপ্ত না হয যাবৎ স্বজাতীয বিদ্য ও ব্যবসায়াদির উপযোগী জ্ঞানে গুণে বুদ্ধিতে সুপরিপক্ক ও পারদর্শীয না হয়। তাবৎ পর্য্যন্তই পিতা আলস্য রহিত করিযা বালকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ থাকিয়া কেবল সদুপদেশ প্রদান করেন আর নিয়ত সৎসংসর্গেই রাখেন কোন মতেই অধর্ম্মাশ্রিত কর্ম্ম বা বাক্য যেন বালকের নয়ন বা শ্রবণ পথে প্রবেশ না হয   যেমন ভ্রান্তিক্রমে জীব মৃত্যু পাশ হইতে মুক্ত পাইতে পারে না মানবগণ তদ্রূপ কর্ম্মের ফল ভোগ হইতেও অতিক্রম করিতে পারে না। পিতা মাতা সহ ক্লেশ ও পর্য্যটন করিতে পারিলে বালক সৎ হইতে পারে   সৎ হইলে স্বভাদৃষ্ট এবং স্বভাদৃষ্ট হইলে পর যে পরম সুখী হইতে পারে তাহার বাধা নই   কিন্তু যেমন নিদ্রিত মনুষ্য নিদ্রিত মনুষ্যকে সচেতন করিতেই পারে না   তদ্রূপ পিতা মাতা অসদাচার পরায়ন হইয়া বালককে সদুপদেশ প্রদান ও সদাচার পরায়ন করণে ক্ষমবান হইতে পারে না

একটী বালক সৎ এবং সুভাদৃষ্ট হইতে কতই কঠোরতা ও সুতপস্যার প্রযোজন সহজেই বিবেচিত হইতে পারে। বস্তুতঃ ঐ যে সৎ এবং সদুপদেশ উহা সামান্য খেলা বা যৎ কশ্চিৎ কর্ম্ম নয় যেমন একটী বৃক্ষের বীজ অর্থাৎ ফল সকল বৃক্ষেতে পরিপক্ক হইয় সময় কালে ভূমে নিপতিত হইয়া স্বভাবতই জল বায়ুর সংযোগেই অঙ্কুর উৎপাদন পূর্ব্বক ক্রমে শাখা পল্লবাকীর্ণ হইয়া অনায়াসেই ফলবান হয় মানব তদ্রূপ অক্লেশে বা এত সহজে ফলবান হইতে অর্থাৎ মনুষ্যত্ত্ব লাভ করিতে ও সৌভাগ্যশালী হইতে পারে না উহাতে অত্যন্ত যত্ন এবং কঠোর তপস্যারই আবশ্যক আবার কেবল সত্যকে আশ্রয় করিয়া চিত্ত এবং চরিত্রকে সংশোধন করিলেই যে কার্য্য সিদ্ধি হইল এমতও নয় যেমন চরিত্রটী সৎ হয় তেমনি বিদ্যা ও বুদ্ধিতে সুপরিপক্ক ও সুমার্জ্জিত ও নিপুণতা লাভ করিতে পারে তবে অবশ্যই তাহার সুভাদৃষ্ট ও সংসারের সমুদয় বিষয় সফল হইতে পারে নতুবা নিষ্ফল অতএব মানব সৌভাগ্য লিপ্সু হইলে বালক পিতা মাতার সহিত একান্ত তপঃপরায়ণ হইযা সম্যক হইতে আচার বিনয় বিদ্যা ইত্যাদি গ্রহ পূর্ব্বক স্বায়ত্ত করিতে পারিলে পর অবশ্য সুবুদ্ধি হইতে পারে কিন্তু উহ অতি একাগ্রতার এবং নিষ্ঠারই কর্ম্ম যাঁহারা কেবল মনে মনে আশা করেন তাঁহারা স্বপ্নবৎই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন কেবল এক জন্মের তপানুষ্ঠানেই যে সৌভাগ্য-শালী হইতে পারে এমতও নয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে অর্থাৎ পিতা পিতামহের সৎকর্ম্ম না থাকিলে পরজন্মে বড়ই কঠোরতার প্রযো-জন। দেহটী পতন অর্থাৎ মৃত্যু হইলে যে আত্মাটী চন্দ্র মণ্ডলে গিযা তথা হইতে ভূমণ্ডলে পতন হইযা ঔষধ দির সহিত মিশ্রিত এবং ঘটনা ক্রমে কোন পুরুষ ভক্ষণ করিয়া কামিনী সহবাসে ও সংযোগীত মতে গর্ভসঞ্চার ও জন্ম লাভ হওযার যে একটী কিম্বদন্তী অসম্ভব তাৎপর্য্য তদপেক্ষায় চাক্ষুশ প্রত্যক্ষ সরল ভাব গ্রহণ

কবাই যুক্তি যুক্ত হয় পিতা পূর্ব্বজন্মে সুতপানুষ্ঠান পূর্ব্বক যোগ বলে যাযাক্ষেত্রে ঐ চন্দ্র মণ্ডল হইতেই পতন হইয় আত্মজ-রূপে পরজন্মে জন্ম লাভ করিলেইত সরল শুদ্ধরূপ পরজন্মটী প্রত্যক্ষ দর্শন হয় এবং পরজন্মে ও সদাচার পরায়ণ হইলে অবশ্যই সুভাদৃষ্ট হয় পিতাব পুত্ররূপে পবজন্ম লাভ করিয়া পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত ধন জন বিষয় বিভোগ এবং শতাশত কর্ম্মেব শুভাশুভ ফল সমুদয় পর্য্যায় ক্রমেই ভোগ করিতে হয় ইহাই পরম করুণাময় পরমেশ্বরেব গুঢ় অভিসন্ধি মনুষ্য পূর্ব্ব জন্মে ধন জন সহায় সম্পদ সকল উপার্জ্জন করিতে করিতেই দেহটী প্রাচীন ও জরাজীর্ণ ভগ্ন প্রায় হইয় পড়ে দেহ পতনান্তে ঐ অতি কষ্টেব স্বোপার্জ্জিত সমুদয় বিষই পড়িযা থাকে ভোগবান্ হইতেই পাবে না মনেব্য অভিলাষ মনে মনেই যেমন ক্ষেত্রস্থ সস্য দারুণ সুতীক্ষ্ণ রবিকর কিরণে ক্ষেত্র মধ্যেই শুষ্ক হইয়া যায় সেইরূপ তাহার ঐ ভোগ বাসনাটীও যেরূপ বর্ষান্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হ্রদ তড়াগাদির জল শুষ্ক হইয়া যায় দেহের সহিত মনেব মানসটীও তদ্রূপই লয় পাইয়া যায় এই হেতুতেই পরম পিতা পরমেশ্বব এইরূপ আশ্চর্য্য কৌশল ও অপূর্ব্ব নিযম নিবদ্ধ কবিয়া দিযাছেন যে মনুষ্যগণ ঐ প্রাচীন দেহ পতন ও ভগ্ন না হইতে না হইতেই যোগ বলে মায়াক্ষেত্রে মায়াময় স্বীয় বীজ স্বয়ং আরোপিত করিয়া পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ ও দিব্য নুতন কলেবর ধারণ পূর্ব্বক পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সমুদয় বিষয়ই ভোগবান্ হইবে কিন্তু পূর্ব্বজন্মে যদি পিতা সৎকর্ম্মান্বিত না হয় তবে পর-জন্মেও সেই দারুণ দুষ্কর্ম্মের দুরূহ ফলে পুত্ররূপে ও নানা মত দুষ্কর্ম্ম করিয়া অপার ক্লেশই ভোগ করিবে যে তাহার সংশয় নাই। এস্থলে প্রাচীন মহাত্মা দিগের কল্পনা শক্তির ভুয়সী প্রশংসাই কবিতে হয় তাঁহারা এমনই চমৎকাব ভাব প্রচার করিয়াছেন যে তাহা আমাদের অনুভব কবাই অসাধ্য হইযা নানা ভাব ঘটাইয়া দারুণ বিপদ গ্রস্থ হইতেছি পিতা পূর্ব্বজন্মে সৎকর্ম্ম করিয়া যদি

পরজন্ম লাভ করেন, অব পুত্ররূপে পবজন্মে যদি স্বীয় কর্ম্ম-ফলে দবিদ্রও হন তথাপি ও ঐ পূর্ব্ব জন্মের স্কৃতির ফলে পুত্রকে অপবাপর মনুষ্যগণ পবমাদরে উচ্চাসন পেদান ও বিনয় এবং স্তুতি বাদ করিবে ও ভক্তি শ্রদ্ধা করিবে। করযোড়ে সাক্ষাতে দণ্ডায়মান হইযা বলিবে আপনার পিতা স্বর্গাগত দেবতুল্য ছিলেন সামান্য মনুষ্য ছিলেন না স্তবাং পরজন্মে পুত্ররূপে ঐ স্তুতি বাদাদি শ্রবণ পূর্ব্বক চিত্তে কত বড়ই যে আনন্দ লাভ কবিবে আব কতই যে প্রফুল্ল হইবে তাহা অনায়াসেই অনুমোদন হইতে পারে এবং অন্যান্য স্কৃতি সমুদয়ের কলহ, সেই মতই ভোগ হইয়া পরজন্মে ও ধন সম্পত্ত্যাদি উপার্জ্জনের আয়াশ স্বীকাব না কবিযা ও পরম সুখই ভোগ হইয়া থাকে। পূর্ব্বজন্মে চুবি কবিযা পরজন্ম লাভ করিয়া স্বীয স্কৃতি দ্বারায় রাজা হইলেও মানবগণ বলিবেক ভিকা চোরার পুত্র রাজা হইয়াছে শত সহস্র প্রকার সুখে সুখী হইলেও পরজন্মে সেই পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত দুষ্ক্রিয়াব কংটী শ্রবণ বা চিত্ত মধ্যে উদয় হইলে যে ম্লান হইযা ফল ভোগী হইতে হইবে তাহা কোন মহাত্মাই অস্বীকার হইতে পারেন না অতএব পুত্ররূপে যে পরজন্ম লাভ হইয়া তাহার শতাশত ফল যে জন্ম জন্মান্তরে পুত্র পৌত্রাদিরূপে ভোগ করিতে হয় তাহাব সংশয় মাত্রই হইতে পারে না স্কৃতি দুষ্কৃতির কলহ বিষয় বিভোগাদিব ন্যায় উত্তরাধিকারী সূত্রেই ভোগবান্ হইতে হয় কিন্তু পত্নী পতিকে বঞ্চনা পূর্ব্বক পুত্রোৎপাদন করিলে পাঠক মহাত্মাগণ এই ক্ষুদ্র অকিঞ্চিতকর ভাবুক ও লেখককে ক্ষমাই কবিতে হইবে হীন মতি কেবল আত্মজেবই প্রসঙ্গ করিতেছে তবে প্রশ্ন হইতে পারে যে এক জন পরম সাধুব পুত্র চোর ও দস্যু হয এবং দস্যুব পুত্র ও পরম সাধু সচ্চরিত্র মহা ধার্ম্মিক হয় ইহার প্রকৃত কারণ পূর্ব্বেই লিপি হইয়াছে পুনরুক্তি বাহল্য। পূর্ব্ব জন্মের স্কৃতি দুষ্কৃতি বিশেষ সন্তান উৎপত্তি করার সময পিতা মাতার মনোবৃর্ত্তি যেরূপ থাকে সন্তানেব মনোবৃত্তিও

সেই রূপই হইবে ভতোধিক সংসর্গের গুণ দোষেও যে লিপ্ত হইতে হইবে তাহাতেও সংশয় নাই। কিন্তু যেমন কৃষ্ণ বর্ণ মলিন বসন রজক ধৌত করিলে ঐ মলীনতা মাত্র দূর হইয়া প্রকৃত কৃষ্ণ বর্ণ লুপ্ত হইবে না; তদ্রূপ প্রকৃতির বিকৃতি কদাচও হইবে না যখন স্বয়ং যায়াক্ষেত্রে যাত্রা করিবেন তখন যাহাই চিন্তা করিবেন মন মধ্যে যে ভাবেরই উদয় হইবে তাহাই তন্মাত্ররূপে বীজের সহিত ক্ষেত্র মধ্যে গমন করিবে, কামাকাঙ্খীর কাম, ধনাকাঙ্খীর ধন, বিদ্যার্থীর বিদ্যা, ধর্ম্মার্থীর ধর্ম্ম অথবা চৌর দস্যাদিরও সেই সেই রূপই হইবেক অতএব বারংবারই উক্ত হইতেছে যে পিতা মাতা হওয়া সুদৃঢ় হৃদযের কর্ম্ম। তবে ইহাও নিশ্চয় গ্রহণ করিতে হইবে যে কেবল পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম ফলই ভোগ করিতে হইবে এমত ও নয় পরজন্মে ও যে সকল কর্ম্ম করিবে তাহাও সংযোগ হইয়া ভোগ করিতে হইবে কর্ম্ম ফলটী ভোগ না করিয়া নিস্তার নাই কিন্তু বড়ই ক্ষেদের বিষয় মনুষ্য জ্ঞানবান্ হইয়াও চক্ষুদ্বয় থাকাতেও অন্ধের প্রায় অজ্ঞানের ন্যায় ভ্রমন করিতে করিতে পাপ কুণ্ডে নিপতিত হয়। অর্থাৎ সদ্গুরুর ও সদুপদেশের অভাবে দুষ্কর্ম্ম করিয়া বিনাশ লাভ করিয়া থাকে; দিব্য চক্ষু থাকিতেও অন্ধের প্রায় আচরণ করে। যদি এক জন দস্যু সন্তান উৎপত্তির পূর্ব্ব হইতেই সদাচারপরায়ণ সত্যনিষ্ঠ হইয়া ধর্ম্ম বুঝাই কায়মন চিত্তে সন্তানটী উৎপত্তি করিয়া সুতিকাগার হইতেই সৎ-প্রবৃত্তির যত্নবান হয়। সৎসংসর্গে সদ্গুরুর আশ্রয়তে রাখিয়া সদ্বিদ্যা ও সদ্ব্যবহার ও ব্যবসায় শিক্ষ করায়; তবেকি ঐ সন্তানটী দুষ্ট বা দস্যু কি অসৎ প্রকৃতি হইতে পারে? কিন্তু স্বয়ং ধার্ম্মিক হইয়াও যদি বিপরীত করে তবে যে বিপরীত হইবে তাহা কোন মহাত্মা অস্বীকার হইতে পারেন?

ভৌতিক জগতে ভূতগণের আধিপত্য ও প্রবলতাই অতুল। যেমন নির্ম্মল গগণে অকস্মাৎ বায়ুগণের বিকৃতি হেতু মেঘগণ আসিয়া ক্ষণ কাল মধ্যেই অন্ধকার করিয়া ফেলে তদ্রূপ মানবগণের অন্তর্নিহিত ভূতগণের প্রকোপেই প্রকৃতিরূপ আকাশ মধ্যে অজ্ঞানরূপ মেঘগণ আসিয়া সমাবৃত করিবা বুদ্ধিরূপে জগৎকে ঘোরান্ধকারময় করিয়া একেবারেই কলুষিত করিয়া দেয়। এই হেতুতেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালীয় মনীষাসম্পন্ন ধীমান মানবগণ ঐ প্রকৃতি বিকৃতি হইলেও তাহা সুকৃতি করিয়া নিষ্কৃতি পাওয়ার সদুপায় স্বরূপ অপূর্ব্ব শাস্ত্র সকল প্রচার করিয়া গিয়াছেন। যেরূপ মানব রোগাক্রান্ত হইয়া ভেষজ আনয়ন পূর্ব্বক ঔষধ সেবন করিয়া আরোগ্য লাভ করে তদ্রূপ মানবের প্রকৃতি বিকৃতি হইলেও সৎসংসর্গে থাকিয়া সদ্গুরুর সদুপদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ বিকৃত প্রকৃতি হইতেও নিষ্কৃতি পাইতে পারে যেমন বাম-লোচনা কুল কামিনী গুণবতী রূপবতী যুবতী রমণীগণ স্বীয় স্বীয় অঙ্গে স্বর্ণ রজতাদি নানারূপ উজ্জ্বল অভরণ ধারণ পূর্ব্বক রমণীয় কান্তি ধারণ করে তদ্রূপ ঐ বিকৃতি প্রকৃতি গ্রস্থ মানবগণ স্বীয় স্বীয় অঙ্গে ও পরম পবিত্র ভূষণ স্বরূপ মায়া, দয়া, ক্ষমা, প্রেম, সত্য ইত্যাদি সদ্গুণ নিচয় ধারণ করিয়া উজ্জ্বল কান্তিলাভ এবং সুপ্রকৃতি হইতে পারে পৃথিবীমণ্ডলে মনুষ্য দেহ ধারণ পূর্ব্বক আচার ব্যবহার করিয়া যে সমস্ত কর্ম্ম অর্থাৎ আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, বিদ্যা ও ব্যবসায় ইত্যাদি প্রয়োজনীয় যে সমস্ত সদ্গুণ যদ্দারা জ্ঞান ও বুদ্ধি নির্ম্মল ও পবিত্র হইয়া সমার্জ্জিত হয়; যদ্দারায় সংসার, সৃষ্টি, ধন, জন, কীর্ত্তি, সুখ, সন্তোষ, ভাগ্য, ধর্ম্ম, সহায়, সম্পদ, মান, মর্য্যাদা, পুণ্য, প্রতিষ্ঠা, যদ্দারায় ইহ কাল ও পরকালের মঙ্গল স্বর্গাপবর্গ লাভ এবং সার্থ সিদ্ধি হয়; তাহাই শিক্ষা দ্বারায় মূলমর্ম্ম উপার্জ্জন পূর্ব্বক প্রকৃতিটী স্থির করিলে যেমন ফলবান্ বৃক্ষ সকল ফল ভরে অবনত হয়;

তদ্রূপ মানবগণ শাস্ত্র সকল শিক্ষা করিয়া ধর্ম্ম ভাবেই নম্র ও ধৈর্য্য গুণান্বিত হইয়া সহজেই ধীর, স্থির, গম্ভীর হয়, তাহাতেই তাহার হৃদয় দয়াতে দ্রব, মায়াতে মোহিত, প্রেমেতে পুলকিত, ক্ষমাতে বিভূষিত হয়; যেমন বর্ষা কালে শুষ্ক সরোবর ও হ্রদ তড়াগাদি জল আসিয়া পরিপূর্ণ হয়; তদ্রূপ ধার্ম্মিক মানবের হৃদয় সরোবরে সমুদয় সদ্গুণ নিচয় আসিয়া পরিপূর্ণ হয় কোন অনভিজ্ঞ ব্যক্তির মুখমণ্ডলে অমৃতকণা পতন হইলে কিম্বা রসনা সংযোগ হইলে যেরূপ তাহার চিত্ত চরিতার্থ ও মন পরমানন্দরসে মগ্ন ও পুলকিত হয়, তদ্রূপ মানবগণ শাস্ত্র সকল দর্শন করিয়া তাহার অপূর্ব্ব অমৃতায়মান রস আস্বাদন পূর্ব্বক ধীমান ও চরিতার্থ হইতে পারে যেমন রসনা দ্বারায় সুবর্ণের সুবর্ণ উৎপাদন করে তেমনি শাস্ত্র সকলকে রসনা স্বরূপ করিয়া মানবগণের বুদ্ধিরূপ সুবর্ণকে সুমার্জ্জিত ও সমুজ্জ্বলিত করিতে পারে যেমন কতিপয় পশু পক্ষিগণ মাতৃগর্ভ হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া কুলায়াদির মধ্যে থাকিয়া কতিপয় দিবস চক্ষুর প্রসন্নতা হেতু অন্ধ প্রায় থাকে; কিছুই দর্শন করিতে পারে না; পরে যখন নয়নদ্বয় প্রস্ফুটীত হয়, তখন চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া পৃথিবীর আশ্চর্য্যতা সন্দর্শন পূর্ব্বক একেবারে বিস্ময় হয়। তদ্রূপ সুতীক্ষ্ণ মনীষাসম্পন্ন ধীমান মানবগণ জ্ঞান চক্ষু প্রসন্নতা লাভ করিয়া পরম করুণাময় পরমেশ্বরের সৃষ্টির অপূর্ব্ব কৌশল ও আশ্চর্য্য শিল্প নৈপুণ্যতা এবং বিচিত্র কারু কার্য্য সকল নয়ন গোচর করিয়া বিস্ময় রসে মগ্ন ও পুলকিত হইতে পারে এবং আধ্যাত্মিক শাস্ত্র সকলের সার সংগ্রহদ্বারায় বুদ্ধিকে সুমার্জ্জিত ও উন্নত করিয়া জ্ঞানের প্রসন্নতা পূর্ব্বক সংসারের হিতাহিত পরিচিন্তনে বিনিবিষ্টমনা হইতে পারে জ্ঞাননেত্র উন্মীলন পূর্ব্বক ভূতগণের অদ্ভূতা ও নভোমণ্ডলের রমণীয়তা ও ভূমণ্ডলের পরমাশ্চর্য্যতা, প্রকৃতির সুসৌন্দর্য্যতা, সংসারের অপূর্ব্বতা, সৃষ্টির অসীমতা, শরীরের অনিত্যতা সকল

নিরীক্ষণ ও স্বীয় আত্মাকে পরমানন্দরসে নিমগ্নায়মান করিয়া লোচনদ্বয়কে গগণমার্গে প্রেরণ পূর্ব্বক চিন্তা শক্তিকে যতই কেন উর্দ্ধ পথে প্রচালিত করাব আশা না করে ততই উচ্চবিমানে বিহরণ করাইতে ও তদ্দ্বারায় চতুর্ব্বর্গ লাভ করিয়া জন্মের সার্থকতা ও সফলতা করিতে পারে ধর্ম্মটী পোষ্য পাখীর ন্যায় বাধ্য ও বশীভূত হইতে পারে, সংসারে আনন্দ বারি বর্ষণ হইতে পারে, গৃহে সুখময় সংকীর্ত্তন হইতে পারে মানব প্রথম বয়সে ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতে পারিলেই বিদ্যা হয় ; বিদ্যা হইলেই দিব্য জ্ঞান লাভ হয় ; দিব্য জ্ঞান লাভ হইলেই নানা রূপ দিগদর্শন-দ্বারায় বুদ্ধিটী তিব্র ও সুতীক্ষ্ণ এবং সুস্থির হয় তাহা হইলেই এই সংসাররূপ সমুদ্র মধ্যে চিন্তারূপ বায়ুর প্রবাহ বেগে তর্করূপ তরঙ্গমালা গগণ স্পর্শ করিয়া মহান ব্যোমের অসীমতা অখণ্ড দণ্ডায়মান মহাকালের অতুলতা ও সূক্ষ্মতা ও মহামহিমতা আর জগদব্যাপকতা এবং নিত্য স্থিতি জ্ঞানগোচর হইতে পারে যাহারা বিদ্যাকে হৃদয়ের হার স্বরূপ ভূষণ ও ধারণ করিয়াছে তাহারাই বুদ্ধিকে গাণ্ডীব ও উৎসাহকে জ্যারোপণ করিয়া জ্ঞানরূপ স্বর যাহাতেই কেন লক্ষ করিয়া চালনা কি ক্ষেপণ না করে তাহাই ভেদ করিয় যাইতে পারে অথবা বুদ্ধিরূপ ফুৎকারে জ্ঞানরূপ বায়ুকে চালনা করিয়া স্বীয় কাম্য ও সংকল্পিত বিষয়ে পরিশোধার্থ যে দুর্নীমিত্ত স্বরূপ শত শত যোজন পরিসর বিস্তৃত দুর্ভেদ্য দুরারোহ শৈল-শেখর তাহাকেও শুষ্ক পর্ণ রাশির ন্যায় সমুড্ডীয়মান করিয়া স্বীয় সুপরিসর পন্থাকেও পবিত্র এবং সুপ্রকাশ্য করিয়া লইতে পারে। যেমন শশধরের প্রতিবিম্ব সরোবরাদির সলিল রাশির মধ্যে নিপতিত হইলে তন্ময় অবলোকন হয়, তদ্রূপ বুধগণের আশারূপ সরোবরাভ্যান্তরিৎ চিন্তারূপ সলিলে বুদ্ধিরূপ শশধরের প্রতিবিম্ব নিমজ্জিত হইয়া আত্মতত্ত্বানুসন্ধিত সুদিব্য জ্যোৎসনার আলোকোদ্দীপ্ত হইসা জীবাত্মা শক্তির সাহায্যে জ্ঞানরূপ চেতনা

লাভ করিয়া প্রকৃতির প্রবোচনায় দেহাভ্যান্তরবর্ত্তি থাকিয়া যে জীবনের কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে তাহা হৃদয় ক্ষেত্রে বিশ্বাসরূপ বীজের অঙ্কুর উৎপাদন হইতে পারে। কতিপয় দিবসান্তেই এই দেহ কালের সুতীক্ষ্ণ করাল দণ্ডে চর্ব্বিত ও বিচূর্ণীত হইবে জীবের কি ঐ জীবাত্মাকেই পুত্র ও পৌত্রাদি ক্রমে জন্ম জন্মান্তরেও কর্ম্মের বা কর্ম্ম সকলের শুভাশুভ ফল ভোগ করিতেই হইবেক প্রকৃতিযুক্ত দিব্য পরম জ্ঞান জীবের সঙ্গে সঙ্গেই ভ্রমণ পূর্ব্বক কর্ম্মক্ষেত্রেই যে বিচরণ করিতে হইবেক এবং সেই কর্ম্মের শুভাশুভ ফলের যে ভোগাভোগের হেতুরূপে যে তাহাতেই লিপ্ত থাকিতে হইবেক বিস্মৃতি বা দৈবাযত্ত ও তাহাতেই অতিক্রম করিতে পারিবেক না। জীব কর্ম্ম পাশেই একান্ত আবদ্ধ বুধগণের জ্ঞান গোচর হইয়া ঐ কর্ম্ম পাশটী কি অথবা কিম্ভূত কিমাকার তাহার অনুসন্ধানার্থে বুদ্ধিরূপ প্রবল অশ্বকে কর্ম্মরূপ অপারক্ষেত্রে প্রচলিত করিতে পারে

অর্থ।

এই অপার ভব সংসারের মধ্যে অন্য কোন প্রাণীই কোন ধনরত্নের অধিকারী হন নাই কেবল মানবগণ জ্ঞানরত্নে বিমণ্ডিত হইয়াই সংসারের সমুদয় ধনরত্নের অধিকারী হইয় পৃথিবীতে অপার সুখে সুখী হইয়াছে ধনরত্ন এক প্রকার নয় উহা বিবিধ প্রকার সংসারের রত্ন রাশি অপরিমিত তাহার বীজ বা অঙ্কুর কি মূল স্বরূপ হইয়াছে যে জ্ঞানরত্ন তাহাই মানব জাতির অধিকারভূক্ত হইয়া ভূমণ্ডলের আধিশ্বরও লাভ হইয়াছে। যাহার ঐ জ্ঞানরত্ন লাভ হয় নাই তাহার নিকট অমৃত ও পুরীষ কাচ ও কাঞ্চন উভয়ই তুল্য মূল্য হয়। মানব জাতি জ্ঞানরত্নে বিমণ্ডিত হইযা ঐ জ্ঞানের বীজ বা মূল স্বরূপ হইয়াছে। যে পরম বিদ্যারত্ন তাহাই হৃদয়ে কণ্ঠহার স্বরূপ করিয়া অপূর্ব্ব শ্রী ও

কান্তি ধারণ পূর্ব্বক সংসারের যে সমস্ত রমণীয় সুখ সম্পদ তাহাই ভোগবান্ হইয়াছে এবং ঐ জ্ঞানরত্নের গৌরবেই সংসারের অপরাপর সমুদয় জীব জন্তুগণের উপরেও অধিশ্বরত্ব লাভ করিয়া আধিপত্য করিতেছে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি বা শুষ্ক কাষ্ঠ কি তৃণাদি প্রদান করিলেই প্রবল বেগে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে মানবগণ হৃদয়কে কুণ্ড, বুদ্ধিকে অগ্নি স্বরূপ করিয়া চেষ্টা ও উদ্যোগরূপ ঘৃতাহুতি বা শুষ্ক কাষ্ঠাদি প্রদান করাতেই চিন্তারূপ বায়ুর সাহায্যে বুদ্ধিরূপ অগ্নি প্রবল বেগে প্রদীপ্ত হইতেছে মানবগণ তদালোকেই অজ্ঞানরূপ ঘোরতর তিমির রাশি দূরীকরণ পূর্ব্বক জ্ঞান-নেত্রে নিরীক্ষণ করিয়াছে যে আহারের দ্বারায় জীবন রক্ষা পায়, রসনার তৃপ্তি সাধন হয়, চিত্তের চরিতার্থতা লাভ হয়, শরীরের কান্তি ব পুষ্টি জন্মায অধিক কি এই আহার বা আহর্য্য বস্তু উদরাভ্যন্তরে জঠরানল কর্তৃক পরিপাক হইয়া তাহার সারাংস দ্বারায় যে বীজের উৎপত্তি হয়; তদ্দ্বারায় এই অনন্তময় সৃষ্টি এবং বিশাল সংসার রক্ষা বিধান হইতেছে এই আহারের দ্বারাতেই শক্তি, মেধা, জ্ঞান, বুদ্ধি, বল, বীর্য্য, শোণিত, শুক্র, অস্থি, মাংসাদি সমুদয় উৎপন্ন হইতেছে। আহার বিহনে জীবন বিনাশ হয়, সৃষ্টি লোপ হয়, সংসার শূন্য হয় অতএব এই আহারের চিন্তাতেই মানবগণ স্বীয় স্বীয় দেহকে তরণী স্বরূপ করিয়া, জ্ঞানকে গুণরজ্জু, বুদ্ধিকে কর্ণধার নিযুক্ত করিয় উদ্যোগ স্বরূপ বাদাম অর্থাৎপাল চিন্তা-রূপ বায়ুর সাহায্যে সাহস নামে ক্ষেপণী বাহের বলে প্রবল বলকে কর্ণধার, পরাক্রমকে কর্ণাবরিত বা তৎপরিবেষ্টিত, মূলরজ্জু কল্পনা করিয়া অপার এই ভব পারাবারের মধ্যে সন্তরণ করিতেছে তন্মধ্যে কর্ম্মরূপ তরঙ্গমালা ভীষণ বেগে গগণ বিদীর্ণ করিয়া উন্মাদের প্রায় আস্ফালন করিতেছে, দর্শন করিয়া কোন কোন মানব ভীত হইয়া কূলেই বসিয়া থাকে, কোন কোন মানব তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক নিমগ্নযমান হইয়া ধনে প্রাণে নষ্ট হয় কচিৎ ঐ অপার অতলস্পর্শ

সাগরকেও গোক্ষুরবত জ্ঞান ও প্রলয় তরঙ্গ উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক নানা দিদেশ পর্য্যটন করিয়া নানা ধন, রত্ন ও অতুল বিত্তাহরণ করিয়া পরম সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ এবং দিনাতিবাহিত করে। যেমন গৃহের চতুর্দ্দিকে আবরণ দ্বারায় পরিবেষ্টিত হয তদ্রূপ নিযম দ্বাবায় মানবাদি জীব জন্তু সকলেব দেহ অথবা তংকৃত কর্ম্ম সকল অথবা এই সংসাররূপ গৃহটী পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। যেমন গৃহাদির ঐ আবরণ ভগ্ন হইলে তদ্দারায় বায়ু প্রবেশ পূর্ব্বক দীপাদি নির্ব্বান করিতে অথবা চৌরাদি প্রবেশ করিয়া বিত্তাদি হরণ করিতে কিম্বা অরণ্যাগত পশুগণ প্রবেশ করিয়া দ্রব্যাদি ভক্ষণ বা নষ্ট করিতে পারে, সেইরূপ নিযের্য্য নিয়ম লঙ্ঘন হইলে দৈহিক কর্ম্ম বা সংসার সমুদয় নষ্ট হইতে পারে মানবগণ স্বীয় স্বীয় কর্ম্ম হইতেই তাহার শুভাশুভ ফল ভোগ করিয়া থাকে সংকর্ম্মান্বিত মানবের শীঘ্রই সৌভাগ্যরূপ ভানুর উদয় হইয়া দিনকর কিরণের ন্যায় কির্ত্তিরূপ কিবণজাল বিস্তার হইয়া পড়ে। অতএব যাহাবা সৎ এবং জ্ঞনী তাহারা নীচকুল হইতে উত্তম জ্ঞান ও নানা গুণ শিক্ষা করিযা লয় সংসারের অর্থই সকলের মূল, অর্থবিনা স.সার যাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে না; সেই অর্থ উপার্জ্জনের নিমিত্তেই মানবের নানামত গুণ ও বিদ্যা ও বুদ্ধি এবং সাহস ও পরাক্রমের প্রযোজন হয। মনুষ্যেব শরীবে যতই সংগুণ অধিক হয তত্ই অধিক সৌভাগ্যশালী হইতে পারে। জ্ঞানবান্ মানব অর্থ উপার্জ্জনের মানসে কত যে যত্ন কত যে উপায এবং কিরূপ সাহস ও পরাক্রম করিযা থাকে, তাহার বর্ণনাই হইতে পারে না; যাহারা অজ্ঞান তাহারা পূর্ব্বেই ফলের আশা করে, তাহাতে তাহাদের কিছুই লাভ হয় না। ধীমান মানবগণ পশু পক্ষিগণ হইতেও উত্তম গুণ গ্রহণ কবিযাই স.সারেব মধ্যে ধনে ও জনে প্রচুর বলবান্ হইয়া বিখ্যাত হইতে যত্নবান হয়। পৃথিবীমণ্ডলের মধ্যে সমস্ত জীবে বা বস্তুতেই কিছু কিছু গুণ আছেই আছে,

নিগুঁণ কিছুই নয় ; কোন কোন বস্তুতে অধিক কোন কোন বস্তু বা জীবে অল্প পরিমাণেই আছে মানবগণ জ্ঞানী তাহারা আকর্ষণ শক্তি রাখে, এই হেতুতে যে মানব বুদ্ধিমান সে যে স্থানে কি বস্তুতে বা জীবে উত্তম গুণ দর্শন করে তাহা আকর্ষণ পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া সায়ত্ত করিয়া লয় যেমন পশুরাজ সিংহ ক্ষুদ্র কিম্বা বৃহৎ আকার যে পশুকেই কেন হনন্ না করে তাহাকেই প্রচুর পরিমানে তুল্য পরাক্রম দ্বারাই করিয়া থাকে যে মানব বুদ্ধিমান তাহার ঐ গুণই গ্রহণ পূর্ব্বক ক্ষুদ্র কি বৃহৎ যে কর্ম্মই কেন না হয় ঐ সিংহের ন্যায় তুল্য পরাক্রমই করিয়া থাকে ক্ষুদ্র কর্ম্ম বলিয়া অবহেলা করে না; তাহাতেই তাহার সমুদয় কর্ম্মই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সুসম্পন্নরূপে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে বক নামে পক্ষী যেরূপ কাল দেশ বিবেচনা পূর্ব্বক আহার ব্যবহার করে মনুষ্যগণ তাহাই দৃষ্টি করিয়া সমুদয় কর্ম্ম বিবেচনা পূর্ব্বক করিলে সমস্ত কর্ম্মেই জয়ী হইতে পারে বিবেচনা করিয়া দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়, জগদীশ্বর অতি অধম পশুগণেতেও বিলক্ষণ উত্তম উত্তম গুণ প্রদান করিয়াছেন কুকুরগণ কেমন বহ্বাশী আবার অতি অল্পেতেই তুষ্ট হয় এবং সুনিদ্রা শয়ন করিবামাত্রই নিদ্রা হয় আবার কিঞ্চিৎ শব্দ শ্রবণমাত্রই শীঘ্রই চেতনা লাভ করে ও প্রভুভক্ত মহাশূর এই ছয়টী আশ্চর্য্য গুণ মানব গ্রহণ করিলে জন সমাজে মহা সমাদৃত হইতেই পারে যাহারা পরম জ্ঞানী ও বিজ্ঞ হয় এই সমস্ত গুণ অভ্যাস করিয়াই হইয়া থাকে মানবগণ মজ্জরগণ হইতেই ক্রমে ক্রমে জন সমাজে প্রবেশ করার গুণ অভ্যাস করিয়া লোক সংসর্গে প্রবেশ পূর্ব্বক কুকুরগণের ঐ ছয় গুণেতেই আদর প্রাপ্ত হইয়া অন্যান্য গুণদ্বারায় বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিয়ালয় গর্দ্দভ সকল অবিশ্রান্ত ভার বহন করে শীত গ্রীষ্ম জ্ঞান করে না, সদা কালই সন্তুষ্ট থাকে জ্ঞানবান্ মানবগণ ঐ সকল গুণ গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় প্রকৃতিকে সুমার্জ্জিত এবং

সংশোধিত করিয়া অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা ও যত্ন করে অর্থ উপার্জ্জনের সময় নানা গুণে সমন্বিত এবং নানা জ্ঞানে অলঙ্কৃত না হইলে অর্থ উপার্জ্জনই হইতে পারে না। অর্থ উপার্জ্জন ও সঞ্চয় না হইলে সংসার-ধর্ম্মই বৃথা এবং বিড়ম্বনা-মাত্র হয় যেমন বসন্তকালে অরণ্যানির মধ্যে কিংশুক পুষ্পের বৃক্ষটী পরিশোভমান হয় গ্রাম ও নগর মধ্যে ধনবান্ মনুষ্য ও তদ্রূপ শোভাযুক্ত হয়। যেমন পর্ব্বত প্রদেশে কোন তরুতে সুপুষ্প প্রফুল্ল হইলে তাহার অপূর্ব্ব পরম রমণীয় পরিমল ঘ্রাণে ঐ পর্ব্বত ও বন প্রদেশে সমাঘ্রাণিত হয় ; তদ্রূপ সৎ-পুরুষের সৎকর্ম্ম কুসুমের কীর্ত্তি ও যশঃ স্বরূপ পরম সৌরভে দশদিক সৌরভান্বিত হইয়া উঠে যাহারা সৎকর্ম্মান্বিত নয় তাহাদের মধ্যেও দুইটী মত আছে ; একটী অসৎ, রাগ, দ্বেষ, হিংসা মূলক অসত্য ও অধর্ম্মানুযাই পাপ কর্ম্ম যত সকলি প্রিয় এবং আগ্রহের সহিত সমাদরেই করিয়া থাকে, তাহাতেই প্রবৃত্ত ও রত থাকে বস্তুত তাহাই তাহাদের বিনাশরূপ বৃক্ষের মূল, এবং দুঃখই তাহার বৃক্ষ, দুশ্চিন্তা ও হতাশ তাহার বৃহৎ শাখা, পল্লব, ক্লেশ ও যাতনাই তাহার পুষ্প প্রস্ফুটিত হয় অকীর্ত্তি ও দুর্নাম উহার বিকটাকার অতি কটু ফল দ্বিতীয় আলস্যবান্ মনুষ্যের সৎকর্ম্মই হউক বা অসৎ কর্ম্মই হউক তাহা সাক্ষাৎ বিষবৎ জ্ঞান হয় কেবল বসিয়া বসিয়া নানারূপ গল্প করিতে ও কৌতুকাদিতেই কাল কর্ত্তন করিতে প্রবৃত্তি হয় কখন কখন ভাগ্যকে নিন্দা এবং তিরস্কার করিয়া বলিয়া থাকে পরমেশ্বর না দিলে মনুষ্যের চেষ্টা ও যত্ন বিফল ; কিন্তু এই সমস্ত মানবের ইহকাল ও পরকাল মহাকষ্টে অত্যন্ত অপ-মানের সহিত পরের অধীন হইয়া অতিবাহিত করিতে হয় "দৈবেন দেযমিতি কাপুরুষাবদন্তি" মহাজনোক্ত এই বাক্যটী অতিমান্য এই পৃথিবীতে মানবের উদ্যোগ, চেষ্টা, আর পরিশ্রমের তুল্য ইষ্ট আর আলস্যের সদৃশ রিপু কিছুই নাই কাপুরুষেরা ঈশ্বরকে অকার

দোষী করিয়া থাকে ; যেমন একটী গোপাল গোপাল নিয়া মাঠে ছাড়িয়া দিয়া স্বয়ং বৃক্ষ মূলে শীতল ছায় অবলম্বন পূর্ব্বক শয়ন বা অন্যান্য গোপাল বালকগণের সহিত ক্রীড়া কৌতুকাদিতে প্রবৃত্ত হইলে ঐ গোপাল মধ্যে কোন কোনটী দণ্ডায়মান হইয়া রোমন্থন, কোন কোনটী জিহ্বাদ্বারায় অন্যকে লেহন, কচিৎ বৃষভগণ ঋতুমতী গাভী-গণের পশ্চাৎ পশ্চৎ ধাবমান, আর কোন কোনটী নূতন অপূর্ব্ব সুকোমল শস্প ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হয় কিন্তু যখন দিবা-বসানে গেপাল গোপালসহ স্বগৃহে প্রতিগমন করে, তখন যে সমস্ত গোগণ অন্যান্য কর্ম্মে রত থাকায় স্বীয় স্বীয় আহারাদিতে পরাঙ্মুখ ছিল তাহারা ক্ষুধায় কাতর হইয়া পথের উভয় পার্শ্বে গৃহস্থ-গণের সস্যের প্রতি জিহ্বাগ্র প্রেরণ পূর্ব্বক দারুণ প্রহার প্রাপ্ত হয়, এবং ক্ষুধাতে কাতর থাকে কষ্ট পায় আর যাহারা নিয়মানু-যাই আহার করিয়া উদর পূর্ণ করিয়া ছিল, তাহারা পরম সুখে রজনী অতিবাহিত করে তদ্রূপ পরমেশ্বর মানবগণের কোন কর্ম্মই নিজ হইতে করেন না তাহাতে মানব স্বয়ং স্বাধীন ইচ্ছা করিলে সৎকর্ম্ম করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন ও সঞ্চয় পূর্ব্বক ভাগ্য-শালী হইয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিতে পারে, এবং ইচ্ছানুযাই দুষ্কর্ম্ম করিয়া দুঃখ দুর্গতি ভোগ করে কি ধন, কি রত্ন, কি বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান সকলি কর্ম্ম হইতেই হয়, ঐ কর্ম্মের মূল নিয়ম, নিয়মের মূল বুদ্ধি, বুদ্ধির মূল জ্ঞান, জ্ঞানের মূল প্রকৃতি, প্রকৃতির মূল শক্তি। এই শক্তি ন থাকিলে জগৎ অসার অপদার্থ বলিয়াই গণ্য ও প্রতিয়মান হয়। যাহার যতটুক শক্তি আছে সংসারে সে ততটুকই কৃতী হইতে পারে, কেহ শক্তি গুণে রাজা হইয়া দুর্দান্ত প্রতাপে রাজ্য শাসন ও প্রজাপুঞ্জ পালন করিতেছে, কেহ শক্তি হীন উদরান্নাভাবে দ্বারে দ্বারে মুহুর্ম্মুহু হাহাকার করিতেছে। উক্ত শক্তি হইতে সমদ্ভূত হইয়াছেন যে পরমা প্রকৃতি তিনিই মানবকে যাহা লওয়ান মানব তাহাই করিয় থাকে, তাহার প্রসা-

দাঃ মানবের সদাসৎ কর্ম্ম ও সুখ দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে ; যেমন সরোবরাদির সলিল রাশির মধ্যে মধ্যে বুদবুদ সমস্ত উৎপন্ন হইয়াই অমনি বিলীয়মান হয়, তদ্রূপ মানবের হৃদয় সরোবরে জ্ঞান-রূপ সলিলে বুদ্ধিরূপ বুদবুদ সমস্ত সদাকালই সমুদ্গত হইয়া আবার তখনই বিলীন হইতেছে। কারণ জঠরানল কর্ত্তৃক ক্ষুধা ভয়ে ঐ ক্ষুধা-বোধের সমুত্তেজনাতেই একটী লোভ জন্মে সেই লোভের হেতুতে লাভের আশাতে মানব নানা চিন্তা এবং চেষ্টাতে নিমগ্নায়মান সদাসৎ নানা কর্ম্মেতে লিপ্ত হয় কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদমাৎ-সর্য্য এই ছয়টী গুণ প্রাণীমাত্রেরই শরীরে অবস্থাপিত আছে উহার একটীর অভাব হইলেও এই সংসার চলিতে পারে না কাম হইতে সৃষ্টি; ক্রোধ শক্তি সম্পাদক বল, বীর্য্য, সাহস, পরাক্রমের মূল; লোভ হইতে বিত্ত, সম্পত্তি, ধন, জন, বিষয়, বিভোগ লোভ না থাকিলে ক্ষণকাল মধ্যেই ঔদাস্যাবলম্বন পূর্ব্বক সংসার ত্যাগ করিতে হয়। এই লোভের উত্তেজনাতে লাভের আশায় মানব জননী জন্ম ভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নানা দিগ্দেশ পর্য্যাটন করিয়া নানা অর্থ আহরণ করে ; মোহটী হয় মায়ামূল মহামায়ার মোহ-জালে আবদ্ধ হইয়া মানব পুত্র কলত্রাদি পরিবারের জন্যে স্বীয় প্রাণটী পর্য্যন্তও প্রদান করিয়া থাকে মায়ামোহ না থাকিলে মাতা প্রসব করিয়া মল মূত্রের ন্যায় তখনি সন্তানটী পরিত্যাগ করিয়া যাইত। পরমেশ্বরের বিচিত্র কার্য্য এবং আশ্চর্য্য অলঙ্ঘনীয় নিয়ম ■ গুণ সকল সৃষ্টি করিয়াছেন গুর্ব্বিণী প্রসব করিয়া সন্তানের মুখ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক অমনি মহামায়ায় মোহিত হইয়াই সন্তানটী ক্রোড়ে নিয়া সুখে মুখ চুম্বন করিয়া বসে। আবার তখনি সন্তান ক্রন্দন করিলেই দয়াতে দ্রব হইয়া জননী স্তন দান করেন আশ্চর্য্য ঐ শিকি শক্তি পূর্ব্ব হইতেই বালকের আহারিয় দ্রব্য জননীর হৃদয় মন্দিরে স্তূপাকার হইয়া রহিয়াছে মানবগণ ঐ মায়ামোহে বিপরীত মত্ত থাকাতেই মনুষ্যের হৃদয়

অপূর্ব্ব একটী আশ্চর্য্য গুণের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাতেই এই সংসারটী আশ্চর্য্য এবং ভোজের বাজির ন্যায় জ্ঞান হয়

যেমন মনুষ্য আহার নিদ্রা এবং কাম ক্রোধাদিতে পরিলিপ্ত আছে তেমন তাহার গুণ সমূহের আশ্চর্য্যতা ও তাৎপর্য্য যদি পরিগ্রহ করিয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গের সাধন করিতে পারে ; তবে তাহার ধর্ম্ম লাভ হইয় হৃদয় সত্যের আশ্রয় হইতে পারে। সত্যরূপ অশ্বে আরোহণ ও ধর্ম্মের বর্ম্ম অঙ্গে ধারণ পূর্ব্বক সংসাররূপ ঘোরারণ্য মধ্যে নির্ভয় যথেচ্ছা বিচরণ করিলে ও তাহার অঙ্গে দুঃখরূপ একটী কণ্টক সংলগ্ন হইতে পারে না বরং সদাচার ও সুনিয়ম স্বরূপ সুতীক্ষ্ণ খড়্গাঘাতে রোগ, শোক, দুঃখ, দরিদ্রতাদি দুর্গতি স্বরূপ যে ভয়ঙ্কর বলবান অরাতিকুল তাহাদের মস্তক ছেদন পূর্ব্বক নির্ভয় সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেপারে কিন্তু সকল কর্ম্মই প্রকৃতি মূলক মানব বিদ্যা ও গুণ গ্রহনান্তেই সংসারের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া অর্থও উপার্জ্জনে মনযোগী হইতে হয়, কেহ মানাপমানের প্রতি ও দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না অর্থ হইলেই হয় কিন্তু উপার্জ্জন করিয়াই অমনি বেশ্যালয় গমন পূর্ব্বক সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া সমুদয় ব্যয় করিয়া শেষ ঐ অধর্ম্মে ও পাপে মহাশঙ্কটে পতিত হয় কেহ অত্যন্ত কঠিন পরিশ্রম ও নানা উপায় আর নানা ব্যবসায় অর্থ উপার্জ্জন আর সঞ্চয় করিতে থাকে। কিন্তু স্বীয় প্রাণের উপরে আঘাত পড়িলে অথব জাতি মান কিম্বা পুত্র কলত্রাদির সর্ব্বনাশ হইলেও ঐ অর্থের এক পরমাণু পর্য্যন্তও ব্যয় করিবে ন, সঞ্চয় করিয় মাত্র মৃত্যু কালে তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিয়া যায় উপার্জ্জনের সময় ভাবনামাত্র করিয়া থাকে যে, সঞ্চয় হইলে ব্যয় করিতে পারিব পর জন্মে ঐ ভাবনাটী সিদ্ধ হয় পুত্ররূপে অতুল অর্থ লাভ করিয়া সমুদয় ব্যয় করিয়া ফেলে, কেহ কেহ উপায় করিতে পারে না ব্যয় করনের প্রবৃত্তি অধিক, কেহ কেহ সৎব্যয়ে কেহবা অসৎ

ব্যয়ে অনর্থক ঋণ করিয়া মহাকষ্ট ও শঙ্কটাকীর্ণ হইয়া নষ্ট হয়। কেহ উপার্জ্জনের সময় ঔচিত্যানুচিত বিবেচনামাত্রই করে না, চুরি, ডাকাতি, দস্যুবৃত্তিতেই হউক বা কাহারও কণ্ঠনালি ছেদন পূর্ব্বক যেমতেই হউক অর্থ লাভ হইলেই হয়। কেহ উচিতমতে ন্যায়রূপে সৎকর্ম্মদ্বারায় অর্থ উপার্জ্জন করিয়া নিয়মানুযায়ী তাহা ব্যয় এবং সঞ্চয় করিতে থাকে, অর্থাৎ যাহা উপার্জ্জন হয় তাহার কিয়দংশ সঞ্চয় করে। যাহা সঞ্চয় করে তাহার প্রতি হস্তক্ষেপণ করিবে না। যাবত উপার্জ্জন পূর্ব্ব হইতে অধিক না হয় তাবৎ আহার ব্যবহারে ব্যয় বৃদ্ধি করিবে না এই প্রণালীতে যে নিত্য নিত্য সঞ্চয় করিতে পারে, তাহার পরিবারসহ অক্লেশে পরম সুখে জীবনাতিবাহিত হইতে পারে। যেমন খর্জ্জুর বৃক্ষের গলদেশ ছেদন পূর্ব্বক তাহাতে একটী ঘট বন্ধন করিয়া রাখিলে তন্মধ্যে ক্রমে বিন্দু বিন্দু রস পতিত হইয়া পরিপূর্ণ হয়। ঘট বন্ধন কর্ত্তা প্রাতঃকালে পরিপূর্ণ ঘট লাভ করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করে; তদ্রূপ অর্থ সঞ্চয় কর্ত্তা যদি অল্প অল্প করিয়া নিয়মানুযায়ী কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করিতে প্রবৃত্ত হয় তবে সহজেই বহুল অর্থ সঞ্চয় করিতে ও তদ্দৃষ্টে পরম সন্তোষ হইতে পারে। অতএব মানব সঞ্চয়টী নিত্যই করিবে; কিন্তু অনিয়ম করিলেই অনর্থ হইবে, উপার্জ্জন ও সঞ্চয় সকলই নিয়ম মত করিতে হয়। যেমন কোন বিষয়ই মানব বিষয়েতে লিপ্ত হইয়া প্রভুর মূল ধন হরণ করিয়া স্বীয় সঞ্চয়ের মধ্যে ন্যস্ত করিলে তখনি প্রভু তাহকে কারাগারে নিক্ষেপ পূর্ব্বক ঐ বিষয়ের পূর্ব্ব সঞ্চিত যাহা থাকে তাহা সমেৎ সমুদয়ই আত্মসাত করিয়া লয়। তদ্রূপ অধর্ম্ম ও অনিয়ম করিলে যে সর্ব্বনাশ হইবে তাহার সংশয় কিছুই নাই; অতএব সকল কর্ম্মেই ধর্ম্মটী স্থির রাখিয়া নিয়মানুযায়ী কর্ম্মটী করিলেই সুখ হয়, সৌভাগ্য হয় যশঃ হয়, কীর্ত্তি হয়। যেমন দিনমণি পৃথিবীমণ্ডল হইতে ক্রমে ক্রমে বিন্দু বিন্দু রস আকর্ষণ পূর্ব্বক একত্র সঞ্চয় করিলে পর

মেঘগণ প্রচুর বারিধারা বর্ষণ পূর্ব্বক মেদিনী পরিপূর্ণ করিয়া দেয় তাহাতে পৃথিবী শীতল হয় তরু লতা স্নিগ্ধ হয়, নানা সস্য পরিপূর্ণ হয়, মানবাদি জীব সমস্তের পরম সুখ হয়, সন্তোষ লাভ হয় তদ্রূপ মানব দ্বিতীয় বয়সে, ধর্ম্মানুযায়ী নিয়ম মত অর্থ উপার্জ্জন ও সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারিলে তৃতীয় ও চতুর্থকালে পরিবারসহ পরম সুখে জীবনাতিবাহিত করিতে পারে যেমন মধুমক্ষিকাগন কুসুম কুসুমান্তর হইতে বিন্দু বিন্দু অথবা পিপীলিকাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট-গণ নানা স্থান হইতে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তণ্ডুল কণাদি আহরণ পূর্ব্বক একত্র এক স্থলে বাসস্থানে কি বিলাদির মধ্যে নিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখে, উচিত কালে ভাই, বন্ধু, ইষ্ট, মিত্র, বন্ধু, বান্ধব, পরিবারগণসহ পরম সুখে আহার, ব্যবহার দ্বারায় জীবনাতিবাহিত করে; তদ্রূপ মানবগণও করিতে পারে মানবগণ কি ঐ ক্ষুদ্র কীট-গণ হইতেও ক্ষুদ্র এবং অপারগ ক্ষমতা শূন্য হয়? অবশ্য ঐ মধুমক্ষিকা বা পিপীলিকাগণ হইতেও ঐ অপূর্ব্ব গুণ শিক্ষা করিয়া সেই মত উপার্জ্জন ও সঞ্চয় করিতে পারে। অথবা দেখ বল্মীকিগণ কেমন ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহাদের কিপ্রকার ঐ একতা ও একতার গুণেই অত্যন্ত ক্ষুদ্র হইয়াও এতবড় বৃহৎ আলয় প্রস্তুত করিয়া লয়, তাহাদের হস্ত পা দ্বারায় ধরিয়া কোন বস্তু নেওয়ার সাধ্য নাই তথাপি তাহারা কেবল উৎসাহ এবং একতা গুণেই এই মত করিতে পারে। মনুষ্যদিগের হস্ত পদাদির এবং নানা প্রকার জ্ঞান ও শক্তি থাকিয়াও কেবল একতা বিহীন হইয়া উৎসাহ রহিত হইয়া জ্ঞানের ও বুদ্ধির মার্জ্জনা না করিয়া এই মত দুরাদৃষ্ট ভাগী হয় কেবল বল্মীকাদির দৃষ্টান্ত অতি সহজ, এই পৃথিবীতে এই মত উপমা শত সহস্রই হইতে পারে হয়, গজাদি পশুগণ মানবাদি অপেক্ষা শত গুণেই বলবান হয়, কেবল বুদ্ধি বৃত্তির চালনা ও জ্ঞান হীন বলিয়াইত মানবগণ তাহাদিগকে বাধ্য করিয়া সর্ব্বদা ইচ্ছা মত কর্ম্ম করাইয়া থাকে; একতার কতবড় গুণ তাহার বর্ণনাই

হইতে পারে না মশকগণ একত্র হইলে একটী বৃহদাকার কুঞ্জর-কেও নষ্ট করিতে পারে, পশ্বাদি দূরে থাকুক আমাদিগের মানব-গণ মধ্যেও অন্যান্য জাতিগণ একতা গুণে কি না করিতেছে? তাহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াও আমাদের জ্ঞানোদয় হয় না ইহাই পরমাশ্চর্য্য জ্ঞান করিতে হয়।

আবহমান কাল হইতেই স্বর্গ আর নরক বলিয়া সংসারে একটী উচ্চ ঘোষনা হইয়া আসিতেছে, তাহার মূল অর্থ সৎকর্ম্ম দ্বারায় নিয়ম মত যথাকালে অর্থ উপার্জ্জন ও সঞ্চয় করিয়া পুণ্য ও প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেই স্বর্গ এবং স্বর্গীয় পরম সুখ লাভ হয়। আর অসৎ কর্ম্ম অধর্ম্ম পাপ হইতে অধঃপাতে যায়, ঘোরতর নরক নিবাসে নিপতিত হয়, তাহাই দারুণ দরিদ্র দশায় দুঃখ দুর্গতির ফল। মহাপুরুষগণ কল্পনামাত্র করিয়া গিয়াছেন, ঐ দারুণ দুর্দশা হইতে অপর নরক কত নিম্ন হইতে পারে অথবা নিকৃষ্ট হয়? সংসারে ধনরত্নাদি সম্পদ হইতেই মানবের সমুদয় অভিষ্ট সুসিদ্ধ হয় মনটী স্থির হয়, সদানন্দে মগ্ন হয়, দুশ্চিন্তা দূর হয়, ইহা হইতেই স্বর্গীয় সুখ কতবড় উচ্চ; সুখের মূল অর্থ, অর্থ হইতেই দেবতারাও বাধ্য এবং বশীভূত হন মানব সকল ও আত্মীয় এবং অন্তরঙ্গ হন। ধনরত্নাদির অভাবেই দারুণ দুর্দশাগ্রস্থ হইতে হয়, যেমন প্রাণ না থাকিলে এই শরীরে কোন চেষ্টা ও চিন্তাদি কার্য্যই থাকে না, তদ্রূপ ধন না থাকিলেও সংসারে মানবের কোন কার্য্যই হইতে পারে না যাহার অর্থ নাই তাহার মনভিলাষ যেমন বালবৈধব্যানল বিদগ্ধীভূতা কামিনীর কুচযুগল স্বহৃদয়, আর যেমন সমুদ্র গর্ব্বে তরঙ্গমলা ভীষণ বেগে গর্জ্জন পূর্ব্বক সমুত্থায়মান হইয়া আবার ঐ ভাবে ঐ স্থানেই বিলীয়মান হয়, তদ্রূপ স্বীয় হৃদয় উদয় হইয়া আবার হৃদয়েতেই মিলিয়া যায় অর্থের দ্বারায় স্বর্গের ন্যায় অত্যুচ্চ অট্টালিকা হয়, রত্নময় পালঙ্ক হয়, দাস দাসী হয়, হয়, গজ, নর নৌক মেদিনীমণ্ডলাদি সুখ

সেব্য সামগ্রী সকলই হয় অর্থ যাহার আছে সমস্ত মানব তাহারই দ্বারে দণ্ডায়মান থাকে ; কিন্তু ধন হইলেই গর্ব্বিত হইতে হয়, গর্ব্বের মূল অহঙ্কার অহঙ্কারের চরম ফলটী পতন জ্বরাদি রোগ-গ্রস্থ হইলে পিপাসাতুর হইয়া যতই জল পান করে, ততই অধিক পানেচ্ছা হয় ; পিপাসায় শান্তি লাভ হয় না, তদ্রূপ ধনীদিগের যতই ধন সঞ্চয় হয় ততই বাসনাটীও অধিক পরিমাণেই বৰ্দ্ধমান হইতে থাকে শেষ লোভ প্রবল হইয়া অনিয়ম ঘটনা হয়, এবং তখনি অহঙ্কারটী মেঘের ন্যায় আসিয় হৃদয়াকাশে উদিত হয় যেমন ভূগর্ব্বে একটী গর্ত্ত নিখাত হইলে তন্মধ্যে ক্রমে জল এবং জলের সঙ্গে সঙ্গেই জলচর মৎস্য ও কীটাদি সমুদয় আসিয়া উপস্থিত হয় ; তদ্রূপ ধনবান্ মনুষ্যের হৃদয় একটী সরোবরের ন্যায় অহঙ্কারটী জলের ন্যায় তন্মধ্যে রাগ, দ্বেষ, হিংসাদি সমুদয় ঐ জল চরের ন্যায় আসিয়া উপস্থিত হয় যেমন যৌবন, ধন, সম্পত্তি, প্রভুত্ব এই তিনের একত্র সমাগম হইলেই বিবেক শক্তিটীকে দূরীভূত করিয়া অবিবেকতাকেই প্রিয় জ্ঞানে আবাহন করিয়া লয়, তদ্রূপ ধনী প্রভুতা এবং প্রভুত্ব অহঙ্কারকে আকর্ষণ করিয়া লয়, পরে ঐ অহঙ্কার হইতেই সমস্ত অসৎ গুণের আবির্ভাব হইয়া ভীষণ বেগে বর্ষাকালের বারিধারার ন্যায় যত পাপ কর্ম্ম সমুদয় বর্ষণ হইতে থাকে এই সমস্ত ঘটনাই অধঃপাতের সোপান স্বরূপ, অধর্ম্মের সখা ভয়ে আর বেদনা তাহা হইতেই ব্যাধি আর জরার আবির্ভাব হইয়া শেষ মৃত্যু মুখেও পতিত করে সর্ব্ব শাস্ত্রেই উক্ত আছে যে "সর্ব্ব মত্যন্ত গর্হিতং" অতএব ধন অধিক হইলেই অহঙ্কার হয়, অহঙ্কার হইলেই অপরাপর মনুষ্যের সহিত শত্রুতা হয় তাহাতেই অধঃপতে যায় সদাচারপরায়ণ হইয়া সৎকর্ম্ম দ্বারায় অর্থ উপার্জ্জন ও সঞ্চয় করিলে এবং সৎ ও শান্ত ও সুধীর প্রিয়ম্বদ হইলে সহজেই সমস্ত মনুষ্য তাহার বাধ্য ও বশীভূত ও সে কুলের ভূষণ স্বরূপ হয়, দেশের সমুজ্জ্বল দীপের

ন্যায় হয়, তদ্বারায় জন্ম স্থানের দুঃখ স্বরূপ তিমির রাশি দূরীভূত হয় যেমন গগণে শশিকলার উদয় হইলে অনন্তকোটি নক্ষত্রগণ মধ্যে সেই কুমুদিনীকান্তই জগতের লোক লোচনের আনন্দ দাতা হয়, এবং তাহারই অনুপম রমণীয়রূপ রাশির ঘোষণা করিয়া থাকে, তদ্রূপ ঐ ফুল কুসুমের গুণ সৌরভের ঘ্রাণ ঘোষণা করিয়া বায়ুতে বহন পূর্ব্বক দিগন্ত ব্যাপিত করিতে থাকে যেমন একটী সুবৃক্ষ বন মধ্যে জন্মিলে তাহার প্রফুল্ল সুকুসুমদামের পরিমল ঘ্রাণেতেই সেই বনভূমি আমোদিত হয়, তদ্রূপ বংশের মধ্যে একটী সুপুত্র জন্মিলে সেই বংশটী সমুজ্জ্বল হয়; এবং যে দেশে তাহার জন্ম হয় সেই দেশের মনুষ্য ত হইতেই পারে: তত্রস্থ পশু পক্ষিগণ পর্য্যন্ত ও পরম সুখী এবং নিয়ত হর্ষ ও পরমামোদিত হয় আঃ! তখন ঐ সন্তানের পিতা মাতা কি আত্মীয় স্বজনের হৃদয় আকাশ কি আকাশ হইতেও উচ্চ এবং তাহাদের আনন্দ সাগর কি ভূগর্ব্বস্থ সাগর হইতেও অপার অতলস্পর্শ বোধ হয় না?

ধর্ম্ম তুল দণ্ডের ন্যায় নিয়মটীকে ধ্রুবে গ্রহণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান আছেন; সমস্ত কর্ম্মই পরিমাণ করেন অনেক মানব অর্থ উপার্জ্জন করিয়াই বিলাসী হন, কেহ বসন ভূষণে, কেহ আহার ব্যবহারে, কেহ কেহ দান, ধ্যান, যশঃ, কীর্ত্তিতে প্রবৃত্ত হয়; আয় হইতে ব্যয় অধিক হয়, শেষ ঋণগ্রস্ত হইয়া বিষম বিপদগ্রস্ত হয় যে কেহ বেশ্যাশক্ত হইয়া সুরাপানাদিতে রত হয়, সে অধর্ম্মই করে, তদ্ভিন্ন যে স্বীয় আহার ব্যবহার বসন ভূষণ অথব দান ধ্যানাদিতেও উপার্জ্জন হইতে ধর্ম্ম কর্ম্মেতেও অধিক ব্যয় করে, এমত স্থলে তাহার ধর্ম্ম ও পুণ্য না হইয়া বরং অধর্ম্মই সঞ্চয় হইয় থাকে সেই অধর্ম্মের অত্যুৎকট ফলেই তাহার ঋণগ্রস্ত হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয় কেহ পুত্রের বিবাহোপলক্ষে বা পিতা মাতা উপরত হইলে ঐ উৎসবোর্দ্ধ দৈহিক ক্রীড়াতে যথা সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া কেহ শূন্য হস্ত, কেহবা ঋণী হইয়া শেষ ঐ অধর্ম্ম

জনিত পাপের পরিতাপে জর্জ্জরিভূত হইয়া মহাক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু এস্থলে ঐ ক্রীড়া জন্য অধর্ম্ম হইবে, এমত জ্ঞান করিতে হইবে না; স্বীয় অপরিমিত ব্যয় জন্য অধর্ম্ম হইয়া তাহার প্রতিফলে দুরদৃষ্ট ভাগী হইতে হয়, যে কর্ম্মদ্বারায় নিয়মের অতিক্রম করিতে হয়, তাহাই অধর্ম্ম এবং পাপ সেই অধর্ম্মের, পাপে, তাপে বিষম মনস্তাপই পাইতে হয় যে মানব বুদ্ধিমান, ধীর ও স্থির ও গম্ভীর প্রকৃতি সুপণ্ডিত জ্ঞানবান্ পারদর্শী হয়; সে কখনও অন্যায় অপরিমিত অনিয়ম কর্ম্ম করে না; স্বীয় আয় ব্যয় পরিমাণ মতেই করিবে যাবৎ মানবের পরিমিত মতে সঞ্চয় না হয়, যাবৎ তৃতীয়, চতুর্থ কালোপযোগী বিত্ত স্বহস্তে স্থিতি না হয়; তাবৎ মনুষ্য স্বীয় স্বীয় আহার ব্যবহার্য্য যাহা অত্যাবশ্যক না হইলে নয়, তদ্ভিন্ন অন্য কিছুই ব্যয় করা উচিত নয়। করিলে অধর্ম্ম হইয়া অবশ্যই তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে যে কর্ম্ম হইতে নিয়মের অতিক্রম হয়, নিয়ম লঙ্ঘন হয়, তাহাই অধর্ম্ম ও পাপ ক্রমে যেমন বৃক্ষের নিম্নদেশে দুইটী একটী শুষ্ক পর্ণ নিপতিত হইতে হইতে ক্রমে রাশীকৃত হয়; তদ্রূপ ক্রমে ক্রমে মানবের অর্থ সঞ্চয় হইতে হইতে যখন উপযুক্ত মত হয়, তখন যথা সম্ভব ব্যয় করিলে দুরদৃষ্ট ঘটনা হয় না; কিন্তু সহস্র কোটী স্বর্ণ মুদ্রাও চক্ষের নিমিষ মাত্রেই ব্যয় করিতে পারে একটী মুদ্রা উপার্জ্জন বা সঞ্চয় করা বড়ই কঠিন কর্ম্ম, ইহা বিবেচনা পূর্ব্বক মনুষ্য দ্বিতীয়কালে এইরূপ অর্থ উপার্জ্জন ও সঞ্চয় করিবে যে ঐ দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থকালে অন্যের দ্বারস্থ হইতে না হয়। মনুষ্য প্রতিদিনই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উপার্জ্জন ও সঞ্চয় করিতে পারে, এমত মনযোগ প্রাণের সহিত করিবে, সকলই ক্রমে হয়, ক্রমে অল্প অল্প শিক্ষা করিতে করিতে মানব সুবিদ্বান্ পরম পণ্ডিত হয়, ক্রমে ক্রমে গমন করিতে করিতে অত্যুচ্চ পর্ব্বত লঙ্ঘন হয়, সেইমত অতুল অর্থও সঞ্চয় হইতে পারে, এবং হইয়াও

তাকে মনুষ্যগণ অল্প অল্প মৃত্তিক খনন করিতে করিতে অতি প্রবীন একটী সরোবর খনন করিয়া ফেলে; এক এক খানি ইষ্টকোপরি এক এক খানা ইষ্টক ক্রমে যোজনা করিতে করিতে অত্যল্প দিবস মধ্যেই অত্যুচ্চ একটী মঠ বা মন্দির প্রস্তুত করিয়া লয় মূষিকগণ অল্প অল্প মৃত্তিক খনন করিতে করিতে বাসোপযোগী শত দ্বার প্রবীন পরিসর একটী গর্ত্ত নির্ম্মান করিয়া লয় অতএব মনুষ্যগণ ক্রমে ক্রমে যদি বিবেচনা পূর্ব্বক উপার্জ্জন ও সঞ্চয় করিতে প্রবৃত্ত হয়, তবে অবশ্যই স্বীয় মনভীলাষ পূর্ণ করিতে পারে; কিন্তু যেখানে অনিয়ম সেইখানেই অপরিমিত, সেইখানেই অধর্ম্ম ও সর্ব্বনাশের নিবাস অতএব মানবগণ আপন জীবনের সুখ আর দুঃখের মূল স্বরূপ যে অর্থ, তাহাই যদি দ্বিতীয় বয়সে উপার্জ্জন পূর্ব্বক সঞ্চয় করিতে পারে, তবে কদাচও দুঃখ ঘটনা হইতে পারে না। দ্বিতীয় বয়সে অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারিলে, তৃতীয় চতুর্থ কালে ঐ ঐ বর্গ সকল পরমানন্দে নির্ব্বিঘ্নে অব্যাঘাতে সাধন করিতে পারে চতুর্ব্বর্গ যাহার সাধন হয়, তাহার ইহ কাল পর কাল পরম সুখে অতিবাহিত হয়; নতুবা আজীবন কেবল দুঃখ ভারই বহন করিতে হয়

কাম।

পশু পক্ষিগণ বয়ঃপ্রাপ্ত অথবা কামিনী ঋতুমতী হইয়া যাবৎ সন্তানের কামনা করে; যেমন পুষ্প সকল মধুকরগণকে প্রফুল্ল বদনে অধর প্রকাশ পূর্ব্বক যাবৎ আহ্বান না করে; তাবৎ মধুপগণ ঐ অপ্রফুল্ল বদন পুষ্পের নিকট গমন করে না তদ্রূপ যাবৎ পশু রমণী ভর্ত্তারম্বেষণ না করে, তাবৎ তাহার কামাভিলাষ কামিনীরও মুখাবলোকন করে না যখন বয়ঃপ্রাপ্ত এবং কামিনী ঋতুমতী হইয় ভর্ত্তার আরাধনা করে, তখন ব্যস্ত সমস্ত হইয়াই সন্তানের কামনায় প্রমত্ত চিত্ত হয় এবং যখন স্ত্রী সহযোগ হয়,

তখনই স্ত্রী গর্ব্ভবতী হয়, বৃথা সঙ্গম হয় না সময় উপস্থিত হইলেই সানুরূপ সন্তান প্রসব করে, প্রসবান্তেও সন্তানের কোন রোগ উপস্থিত হয় না ; স্বভাবতই পশুগণের প্রায় কোন রোগ নাই, শোক নাই, অকাল মৃত্যুও নাই। মনুষ্যদিগের সন্তান হইলে যেরূপ মূর্ত্তি ধরা নামে একটী রোগ আসিয়া হঠাৎ আক্রমণ করিয়া থাকে, পশুগণের ত তদ্রূপ হয় না ? ইহার কারণ পশুগণ কখনও অনিয়ম বা অসময় অপরিমিত অন্যায় কোন কর্ম্মই করে না পূর্ব্ব পুরুষ-দিগকে যে নিয়ম ও আচার ব্যবহার করিতে দেখিয়াছে, সেইমতই করে ব্যতিক্রম কিছুই করে না ; এই হেতুতেই এক এক পশুর বহুতর সন্তান উৎপত্তি হইয়া থাকে ; অথচ তাহারা নিত্যই আরোগ্য সুখ লাভ করিয়া নিরূপিত কাল পর্য্যন্তই জীবিত থাকে। পশুগণ মনুষ্যের মত শয্যাতেও পীড়িত হইয়া নিপতিত রহে না ; যদ্যপিও তাহাদের মধ্যে মধ্যে অকাল অস্বাভাবিক কাল কবলে নিপতিত হইতেও নয়নগোচর হয় ; কিন্তু তেল দীপে থাকাসত্বেও যেরূপ অকস্মাৎ বায়ুর প্রবলতা হেতুতে নির্ব্বানভুত হয়, তদ্রূপ বলিতে হইবে; উহাতে উহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের কোন ত্রুটি কি নিয়মের অতিক্রম কিছুই বিবেচন বা লক্ষিত হয় না বৃক্ষগণ পৃথিবীতে প্রাণীমাত্রেই এত অসীম অপরিমিত উপকার করিতেছে, যে মানবাদি কীট পতঙ্গ পর্য্যন্তও ঐ পরম পুণ্যাত্মা পবিত্র শরীর বৃক্ষবল্লী-দিগের মহোপকারেই উপকৃত হইয়া জীবন ধারণ করিতেছে ; বোধ হয় বৃক্ষগণ কৃপা পরবশ হইয়া উপকার না করিলে সংসারই রক্ষা হইতে পারিত না বৃক্ষগণ স্বীয় স্বীয় শরীর প্রদান করিয়াও প্রাণীমাত্রেই উপকার করিতেছে আহারাদির বস্তু পাক, বসিবার আসন, শয়নে বিচিত্র পালঙ্গ, নদ, নদী, সমুদ্রাদি সন্তরণ যোগ্য তরনী, গৃহাদির স্তম্ভ মনুষ্যগণ ঐ বৃক্ষাদি দ্বারায় নিষ্পন্ন করিয়া লয় বৃক্ষগণ জীবন মরণে সর্ব্বকালেই প্রাণীমাত্রেই পরম প্রিয় হয়, এবং মহোপকারী হয়। যখন ঐ বৃক্ষগণ জীববান থাকে,

তখন প্রাণীমাত্রেই উপকারের জন্য যেন একপদে দণ্ডায়মান থাকে শত সহস্র বিহঙ্গম কুলেরও সহস্র সহস্র পরিব্রাজক পথিক, নিরাশ্রয় দিগের আশ্রয় এবং অপূর্ব্ব শীতল ছায় প্রদান পূর্ব্বক পরমোৎকৃষ্ট পীযূষবৎ অমৃতায়মান সুমধুর ফল, আর নানামত মহৌষধি এবং সুবাসিত পুষ্প সকল প্রসব করিয়া প্রদান পূর্ব্বক পরমাতিথ্যের দ্বারায় পরিতোষ করিতেছে। ঐ ঔষধাদি প্রদান করিয়া কত যে উৎকট বিকট রোগ হইতে মুক্তি প্রদান করিতেছে তাহার সীমা কে করিতে পারে? বরং ঐ ভাব বা কথাটী জ্ঞানীজনের মনমন্দিরে উদয় হইলেও কলেবর রোমাঞ্চিত এবং বিস্ময় হইতে হয়। পশুগণ যখন বৃক্ষাদির কর চরণ মস্তকাদির ন্যায় শাখা পল্লবাদি ভক্ষণ করে, এবং পাদদলিত ও সুতীক্ষ্ণ দণ্ডে চর্ব্বিত বিচূর্ণায়মান করে; তখনও বৃক্ষগণ নিশব্দে দণ্ডায়মান হইয়া অম্লান বদনেই উপকার করিতে থাকে। যখন মনুষ্যাদির প্রযোজনানুসারে বৃক্ষদিগকে দারুণ কুঠারাঘাতে ছেদন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখনও নিশব্দে দাণ্ডয়-মান হইয়া সেই অসহ্য বিষম সুতীক্ষ্ণ কুঠারাঘাতের যাতনা সহ্য করিতে থাকে বরং আশ্চর্য্য এই যে ঐ অসহ্য প্রাণান্তকালেও সদয় হৃদয় প্রবল প্রদীপ্ত প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডকর কিরমোত্তাপে ছেত্তার ক্লেশ না হয় এই মানসেই যাবৎ জীবিত দণ্ডায়মান থাকে, তাবৎ কাল পর্য্যন্তই তাহার শরীরে স্বীয় শীতল ছায়া প্রদান পূর্ব্বক স্নিগ্ধ রাখে অদ্বিতীয় পরোপকারী এবং অতুল ধৈর্য্য ও সহ্যভাব সহিত অকপটে সরল স্বভাবে সমস্ত জগতের সমুদয় প্রাণীর এতই উপকার করিতেছে যে, এই সংসারে অন্য কেহর দ্বারায় সম্ভবেই না। মানবগণ চক্ষে. বৃক্ষগণের ধৈর্য্যতা ও সহ্যতা ও পরোপ-কারিতা দর্শন করিয়াও যদি তাহার শত সহস্রাংশের একাংশ পর্য্যন্তও ঐ গুণের অধিকারী হইত, অথবা তাহাতেই যত্নবানও হইত, তবে এই মর্ত্তামণ্ডলে নিবসতি করিয়া ও মানবগণ দেব তুল্য প্রতীয়মান হইতে পারিত; তখন এই মর্ত্ত ভূমিকেই

আসব স্বর্গরাজ্য বলিয়া গৌবব ও বিশ্বাস কবিতাম এই মানব নিকেতনকেই অপূর্ব্ব দেব নিকেতন বলিয়া অনুবোধ হইতে পাবিত • অতএব ঐ পশু-পক্ষী কি বৃক্ষবল্লীগণ যে ভাবে যে নিয়মে সৃষ্টি হইয়াছে তাহাবা তাহার কিঞ্চিৎমাত্র বৈষম্য না কবিয়া নিয়ম প্রতিপালন করিয়াই পবমেশ্ববেব পরম প্রিয পাত্র হইয়াছে পরমেশ্বরেব প্রিয পাত্র হওয়াতেই ঐ অকিঞ্চিৎকব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শরীরেও এত অধিক অসম্ভব ধৃষ্টতা ও সহতা চির আবোগ্যতা দীর্ঘ জীবিতাদি পরমোৎকৃষ্ট সমুদয গুণ সমূহেই সমালঙ্কৃত হইয়াছে; এবং নিয়ত কাল পরম সুখেই ভোগ করিতেছে বৃক্ষগণেব ফল সু-পরিপক্ক হইযা ভূনিক্ষিপ্ত হইলেই অঙ্কুরোৎপাদন ও কিয়দ্দিবসান্তে শাখা পল্লবাকীর্ণ হইয় ফলবান হয পবম করুণাময় পবমেশ্বব যে উহাদেব প্রতি এত অতুল স্নেহ করেন তন্নিদর্শনের বিশেষ এই যে অস্মদাদি মানব নানা প্রকাব বিবিধ গুণেই গৌরবান্বিত আছে ; বিশেষ কব চরণাদির সমস্ত ইন্দ্রিয়গণেই বিভূষিত কবিযাছেন আমবা ঐ ইন্দ্রিযগণ স্বীয় বাধ্য ও বশীভূত থাকা জ্ঞানেই অহঙ্কৃত ও গর্ব্বিত আছি, কিন্তু এই অতুল আধিপত্যের সহিতই আমরা স্বীয় স্বীয় আহারাদির নিমিত্ত কত যে যত্নবান আর লালায়িত এবং কত যে ক্লিষ্ট, কত যে ব্যস্ত, সমস্ত, উৎকণ্ঠিত আছি ; তথাপিও উদব নিবৃত্তি করিতেই ক্ষমবান হইতেছি না মনের অভিলষ মনে মনেই বিলীযমান হইযা যাইতেছে ; এই হেতুতেই নিয়ত হৃদয় ও মন এবং শরীর চিন্তা ও দুঃখানলে দগ্ধ হইতেছে বৃক্ষ ও পশু পক্ষিগণ অবোধ অজ্ঞান, তথাপি তাহাবা ঐ আহারাদিব জন্য কাহারও নিকট যাচ্ঞা করে না, উপাসন করে না, ভিক্ষা করিতেও যায় না এবং ধনবানের দ্বারদেশে গিয়া ঊর্দ্ধ নযনে ঐ ধনবানের মুখের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়াও থাকে না আর ধনীদিগেব গর্ব্বিত বাক্য কঠিন বজ্রতুল্য শ্রুতিপথে প্রবেশ পূর্ব্বক হৃদয় বিদীর্ণও করে না, অথচ যে

আহারাদির নিমিত্ত মানব-আজীবন ব্যতিব্যস্ত চিত্ত হইয়া আশার সুসার করিতে পারে না, পশু পক্ষিগণ তাহাই পরম সুখে ভোগ করিয়া সুখে জীবনাতিবাহিত করিতেছে, ও সন্তান উৎপত্তিদ্বারায় বংশ রক্ষাও করিতেছে তবে আমরা উহাদের অপেক্ষায় কোন গুণে গুণী, অথবা কোন জ্ঞানে জ্ঞানী এবং কোন সুখেই বা সুখী হইলাম; বিবেচনাই করিতে পারি না উহারা অতি সৎ ও সরলবর্ত্তী ক্রূরতা স্পর্শমাত্র নাই; ইহাতেই পরম পিতা করুণাময় জগদীশ্বর তাহাদিগের প্রতি পরম সদয়, এই হেতুতেই তাহারা সর্ব্ব প্রকারেই পরম সুখী আছে মানব মিথ্যাবাদী, নিন্দুক, হিংসুক, ধূর্ত্ত, পরস্বাপহারী, পরপীড়াদায়ক, বঞ্চক, পরদারাশক্ত, পাষণ্ড এই জন্যই পরমেশ্বর এই কালের ঐরূপ সমস্ত মনুষ্যের প্রতি কৃপাকর তদ্দারাপহতই বটে বরং যেমতে শীঘ্র সর্ব্বনাশ হয় তদভিপ্রায়ে এক এক সময় এক একবার এমনি মারিভয়, এমনি বন্যা, এমনি দুর্ভিক্ষ উপস্থিত করেন যে, তদ্বারা এক এক দেশ একেবারেই উচ্ছন্ন হইয়া যায় পাঠক মহাত্মাগণের কখনও পশু পক্ষিগণের প্রতি ঐরূপ সর্ব্বনাশ ঘটিতে দর্শন করত হয় নাই, বরং শ্রবণও বা না হইতে পারে

মানব প্রথম বয়সেই কামাভিলাষী হইয়া কামরসে মত্ত হইয়া কামিনীর চিন্তাতেই ব্যাকুল হইয়া একেবারেই চতুর্ব্বর্গ ফল হইতে বঞ্চিত হয় যে প্রথম বয়সে ধর্ম্ম অর্থাৎ বিদ্যা ও ব্যবসায় শিক্ষা করিবে, সে ঐ সময় ঐ ধর্ম্ম উপার্জ্জনকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া কখনও অর্থ উপার্জ্জনে যাহা দ্বিতীয় কালে করিতে হয়; কখনও বা তৃতীয় কালের কাম আবার কখন কখন চতুর্থ কালে যাহা কর্ত্তব্য নয়নদ্বয় মুদ্রিত ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মানব সমাজে সাধুত্ব প্রতিপন্ন করণ কামনায় বলিয়া থাকে যে হে পরমেশ্বর নিস্তার কর, পরম করুণাময় পরমেশ্বর ভক্তবৎসল

ভক্তির একান্তপ্রিয় তথাপি মানবগণ এই প্রকার স্বীয় স্বীয় মনকে নানা স্থানে নানা মত নানা কর্ম্মে অসময় অকালে চালনা ও নিযুক্ত করিয়া কিম্বা রত হইয়া একেবারেই চতুর্ব্বর্গ ফল হইতে বঞ্চিত হয়, এবং মানব জন্মই বিফল করিয়া আজীবন দুঃখ দুর্গতি ভোগ করিয়া থাকে মানবের মন একটী বই দুইটী নয়, উহাকে এক সময় দুইদিকে দুই কর্ম্মে নিযোজিত করিলেই ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া নষ্ট হয়, এবং উভয় কর্ম্মই নষ্ট করিয়া ফেলে যেমন শীত কালের ধর্ম্ম গ্রীষ্ম কালে হয় না, এবং বসন্ত কালের ধর্ম্মও বর্ষা কালে হয় না, তদ্রূপ মানবের প্রথম কালের ধর্ম্ম দ্বিতীয় কি দ্বিতীয় কালের ধর্ম্ম তৃতীয় কালে অথবা বিপর্য্যায় প্রথম কালের তৃতীয় কালের বা চতুর্থ কালে প্রথম কালের কি কর্ম্ম যাহাই বল হইতেই পারে না, ঐ মত বিপর্য্যায় করিলে অধর্ম্মই হয় পাপই হয়। অতএব মানব যেকালের যেধর্ম্ম তাহাই একাগ্রতা মনে একান্ত চিত্তে ভক্তি ও শ্রদ্ধা মতে করিলে সেই কর্ম্মই সফল ও সুসিদ্ধ যে হয় তাহার সংশয় নাই এই নিমিত্তই বলাযায় যে পিতা মাতা হওয় বড় দৃঢ় হৃদয়ের কর্ম্ম, কারণ পিতাই পূর্ব্বজন্ম পুত্ররূপে পরজন্ম গ্রহণ করে, অতএব পূর্ব্বজন্মের ও পরজন্মের উভয় জন্মেরই সুতপস্যা হইলে পর সৎ হইতে পারে সন্তান জন্মমাত্রই পিতা মাতা প্রথমতই সন্তানের মনটী স্থির করার যত্ন করিবেন সদ্গুরুর আশ্রয়ে রাখিয়া প্রথম যে মতে মনটী স্থির হয় চপলতা ও চঞ্চলতা দূর হয়, তাহারি অশেষ যত্ন করিয়া মনটী স্থির ও বাধ্য হইলে পর কালে কালে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ উপদেশ; প্রথমে ধর্ম্ম, দ্বিতীয়ে অর্থ, তৃতীয়ে কাম, চতুর্থে মোক্ষ অনায়াসেই লাভ হইবে মনটী ইন্দ্রিয়গণ মধ্যে রাজা, তাহাকে বাধ্য ও বশীভূত করিতে না পারিলে সর্ব্বৈব মিথ্যা; অতএব পিতা প্রথমেই বালকের মন যেরূপে বশ হইতে পারে তাহার শত সহস্র যত্ন করিবেন যখন মানব প্রথম কালে ধর্ম্ম ও দ্বিতীয়ে অর্থ চিন্তায় থাকিবে,

তখন তাহাতেই মন একেবারে বিনিবিষ্ট ও নিমগ্নায়মান করিবে; কদাচও মনকে তখন অন্য কোন দিকে নিক্ষেপই করিবে না।

ধর্ম্মার্থ সাধনেই প্রথম ও দ্বিতীয় কাল গত হইয়া তৃতীয় কাল আগত হয়, প্রথম ও দ্বিতীয় কালে ধর্ম্মার্থ সাধনের সময় মানবের শারীরিক, বল ও বীর্য্য ক্রমেই উৎপন্ন হইয়া আপাদ মস্তক গ্রন্থি গ্রন্থি পরিপূর্ণ ও পরিপক্ক হইয়া এককালেই সমষ্টিরূপে অক্ষুণ্ণভাবে থাকে। অর্থাৎ ঐ পরমোক্ত উভয় কালেতেই যদি বিন্দুমাত্রও অধর্ম্ম স্পর্শ না হয় তবে তৃতীয় কালাগতমাত্রই দার পরিগ্রহ করিয়া গৃহ ধর্ম্মিণীকে গৃহে আনায়ন পূর্ব্বক পূর্ব্বে যে ধর্ম্মার্থ সাধনোদ্দেশে দেশ দেশান্তরে পর্য্যটন দিন ক্লেশের ভার বহন করিতে হইয়াছে তাহা চিত্ত হইতে দূরীভূত করিয়া এইক্ষণ গৃহে গৃহ ধর্ম্মিণীকে নিয়া গৃহ কর্ম্ম এবং ভোগ বিলাসাদি সম্ভোগ করিবে। এই তৃতীয় কাল আহার ব্যবহার ও কামাভিলাষেই অতীত করিতে হইবে। তখন স্বীয় গৃহে বসিয়া গৃহ ধর্ম্মিণীকে নিয় কামাভিলাষ চরিতার্থ আর সন্তান সন্ততি উৎপন্ন করাই পরম ধর্ম্ম। মানব ধর্ম্মের মর্য্যাদানারক্ষা পূর্ব্বক চতুর্ব্বর্গ সাধনোদ্দেশে যে কালের যে ধর্ম্ম তাহা একাগ্র মনে একান্ত চিত্তে করিতে পারিলে মানবের দুঃখ ঘটনার সম্ভবই হইতে পারে না। যাহার প্রথম ও দ্বিতীয় বয়স ধর্ম্মার্থ সাধনে অতীত হয়, তাহার শরীরে অপার বল ও বীর্য্য সঞ্চয় হইয়া স্থিরভাবেই থাকে। তৃতীয় কালে কামিনীর কর গ্রহণমাত্রই ঐ সু-পরিপক্ক এবং অক্ষুণ্ণ পরিপূর্ণ বীর্য্যে সন্তান সকল ক্রমে উৎপত্তি হইতে আরম্ভ হয়, তখন ধর্ম্ম বলে এক এক মনুষ্য শত শত কামিনীর কর গ্রহণ পূর্ব্বক সহস্র সহস্র সন্তান উৎপত্তি করিতে পারে। এবং ঐ সু-পরিপক্ক পরমোৎকৃষ্ট বীর্য্যে যে সন্তান উৎপত্তি হয়, তাহা দীর্ঘায়ুঃ বলিষ্ঠ মেধাবান শান্ত ও সুধীর জ্ঞানী নিত্যসুস্থ সুখে সুখী হইয়া যে জন্ম ধারণ করিবে তাহার সংশয়ই হইতে পারে না। ঐ সন্তান কদাচও

অকালে কাল কবলে পতিত হয় না, তদ্দ্বারাই তাহার পিতা প্রজাপতিরূপে বিখ্যাত হইতে পারে এবং ঐ প্রজাপতির গৃহ ও নগর জনে জনাকীর্ণ এবং ধনে পরিপূর্ণ যে হইবে তাহার বাধা কি? যাহার সংসার ধনে, জনে পরিপূর্ণ তাহার সুখের এবং সম্পদেরই বা সীমা কি? দুঃখ তাহার ত্রিসীমাতে উপস্থিত হইতে পারে না একটী বৃক্ষেতে যতটী ফলোৎপন্ন হয়, তত্তাবৎ সুপরিপক্ক হইয়া ঐ বৃক্ষের নিম্নে নিপতিত হইয় কিয়দ্দিবসান্তেই সমস্ত বীজ সমাঙ্কুরিত হইয় ঐ বৃক্ষের চতুষ্পার্শ্বে অসংখ্য বৃক্ষ জন্মিয়া একেবারে অরণ্যময় হয়, তদ্রূপ ঐ মানবের চতুষ্পার্শ্বে অবশ্যেব পুত্র শত সহস্র সন্তান দণ্ডায়মান হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ও সম্পদাকীর্ণ হয় যাহার এত সন্তান তাহার সৌভাগ্যেরই বা সীমা কি? সে এক জন গণ্য ও মান্য হইয় রাজ্য মধ্যে সুখ-সমৃদ্ধিশালী হইতে পারে এবং তাহার বল, বীর্য্য, সাহস, পরা-ক্রমেরই বা অভাব কি হইতে পারে? মান, মর্য্যাদা, যশঃ, কীর্ত্তি শত গুণে অধিক হয়, তাহার সংসারে সংসারী অভাব প্রচুর রূপেই প্রস্তুত হয় যদি সংসারমণ্ডলে সমুদয় মনুষ্যই চতুর্ব্বর্গ ফলের কামনা করিয়া যেকালে যেফল লাভ হইতে পারে তাহাতে যত্নবান হয় আর আগ্রহ সহকারে ধর্ম্মানুযায়ী চেষ্টা করিয়া লাভ করে, তবে পৃথিবীতে ধন আর জন থাকার ও রাখার স্থানই হয় না, বরং ধরিত্রী দেবী ঐ অতুল ধন এবং অসংখ্য জনাভার বহন করিতেও অপারগ হন সংসারে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক যে মানব চতুর্ব্বর্গ সাধনে অপারগ ও তাহার ফল গ্রহণে বঞ্চিত হয়, তাহার জন্ম ও জীবনই বৃথা হয় অতএব মনুষ্য ভূমণ্ডলে জন্ম লাভ ও মানব দেহ ধারণ পূর্ব্বক মনুষ্যত্ব লাভের কামনা করিলে নিতান্তই চতুর্ব্বর্গের ফল লাভের আশা এবং ঐ চতু-র্ব্বর্গের বীজ বা মূল স্বরূপ প্রথম বর্গই হইয়াছে যে "ধর্ম্ম" যদ্দ্বারা সংসারে মনুষ্যত্ব লাভ হইতে পারে, অর্থাৎ যাহার যে

বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান এবং সৎ-প্রকৃতি লাভ হয় যদ্দারায় ধন, জন, বিষয়, বিভোগ, সহায়, সম্পদ হয়, যদ্দারায় সংসারের সুখময় বৃক্ষের মূল স্বীয় হৃদয়ক্ষেত্রে সমারোপিত হয় প্রথমে সেই ধর্ম্মটীই সমস্ত মঙ্গল ও সর্ব্বার্থ সিদ্ধি কমনায় সাধন ও সিদ্ধি এবং সায়ত্ত করিয়া লইতে পারিলেই সংসারের সুখরূপ বৃক্ষের মূল স্বীয় হৃদয়ক্ষেত্রে সমারোপিত হইয়া শেষ দ্বিতীয় অর্থ ও তৃতীয় কাম শাখা পল্লবাদির ন্যায় সহজেই পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিতে পারে, বরং চতুর্থ মোক্ষ বর্গটী উহার ফল স্বরূপ স্বীয় হস্তেই প্রাপ্ত হইতে পারে কিন্তু এইক্ষণ মানবের ধর্ম্মাধর্ম্ম কালাকাল বোধ শূন্য হইয়া মানবকুল একবারেই নির্ম্মূল হইতে প্রবৃত্ত হইতেছে

মূঢ় বুদ্ধি মানবগণ নবারম্ভাকালিতমও বস্তুরল কোন পদার্থ বিশেষ শারীরিক বীজটীকে দর্শন ও জ্ঞান করিয়া উহার সমুচিত যত্ন না তদ্ব্যবহার কি সম্ভবিতে পারে? চিত্তের মধ্যে একবারও চৈতন্যরূপ চিন্তা করে না বস্তুত ঐ অপূর্ব্ব পদার্থই মূর্ত্তিমান সজীব জীব এবং জীবস্ত পদার্থ; উহার এক একটী বিন্দু হইতেই এক একটী প্রবল বলশালী রাজা বা রাজপ্রতিনিধি কিম্বা সেনাপতি অথবা সেনা কি অপর কোন একটী মহাপ্রাণীর উৎপত্তি এবং কর্ম্মসূত্রে সমস্থিত্র ও গ্রথিত হইয়া পৃথিবী মণ্ডলে সুবিখ্যাত হইয়া পড়ে, এবং উহার এক এক বিন্দু বা ঐ এক এক বিন্দু হইতে যে উৎপন্ন হয় একটী মনুষ্য বা প্রাণী, তাহার বলে ও দর্পে এবং সাহসে, পরাক্রমে ধরণী কম্পান্বিতা হইয়া বিচলিত হন; সেই যে পরম যত্নের জীবরত্ন স্বরূপ পরম পদার্থ বিশেষ সৃষ্টির কারণ ময় মানব দুর্ব্বুদ্ধির বাধ্য হইয়া অসময়ে, অস্থানে জলে, অনলে, ভস্মে নিক্ষেপ করিয়া সংসারে জনাভাব ঘটাইয়া দেয়; বস্তুত ঐ যে পরম বীজ তাহাই এই সৃষ্টির মূল উৎপত্তির অঙ্কুর স্বরূপ; ঐ বীজের এই ধর্ম্ম বা স্বভাব কি গুণ যাহাই

বলা যায় উহা যে দেহে থাকে বা যাহাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে; তথা হইতে বহির্গত হইয়া স্বয়ং পৃথক দেহ ধারণ পূর্ব্বক সৃষ্টি করে; অর্থাৎ যেরূপ বীজ হইতে বৃক্ষ, আবার বৃক্ষ হইতে বীজের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ ঐ বীজের গুণ বা ধর্ম্মই এই যে কেবল উৎপত্তি করে। অতএব ঐ বীজ যে দেহেতে থাকে তাহাকে কেবল দাম্পত্য সুখ তৃষ্ণাতেই বিহ্বল করিতে থাকে; মতিভ্রম জন্মায়, মুগ্ধচিত্তে অধীর প্রবৃত্তি করিয়া লয়, স্থির থাকিতে দেয় না, উত্তেজনা করে, জ্ঞাননেত্র আচ্ছাদন করিয়া ফেলে, ইহাই ষড়বেগ বলিয়া ব্যাখ্যাও হইয়াছে। যেমন গগনচারী বিহগ শ্রেণীকে অকস্মাৎ নিষাদ জালে আবদ্ধ করিয়া পিঞ্জরে নিবদ্ধ করিলে সেই বিহগগণ ঐ পিঞ্জর হইতে বহির্গত হইয়া গগনে বিচরণ করণ মানসে পিঞ্জরের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, অর্থাৎ বহির্গত হওয়ারই যত্ন করিতে থাকে। যেমন অপর কুঞ্জরগণকে চতুর্দ্দিক আবরণ-দ্বারায় আবদ্ধ করিলে ঐ আবরণ ভেদ করিয়া বহির্গত হওয়ার নিমিত্তেই সদা ব্যস্ত সমস্ত ও যত্নবান থাকে, তদ্রূপ বীজ সমস্ত ও যাহার শরীরের মধ্যে থাকে তাহার শরীর হইতে বহির্গত হইয়া স্বয়ং শরীর ধারণ পূর্ব্বক সৃষ্টি করার নিমিত্তেই যত্নবান থাকে। বস্তুত ঐ বীজ কেবল সৃষ্টির জন্যই উহা কোনমতেও রাখা যায় না; তবে এইমাত্র, যেমন বৃক্ষে ফল ধারণ করিলে যাবৎ পরিপক্ক না হয় তাবৎ উক্ত বৃক্ষেই সংলগ্ন থাকে, বৃক্ষটীও ঐ ফল ভরেই অবনত থাকে, ও পরম শোভাতে সুশোভিত থাকে। কিন্তু যখন ঐ ফল পরিপক্ক হয়, তখন কদাচও বৃক্ষে সংলগ্ন থাকিবেই না; বৃক্ষ হইতে চ্যুত হইয়া ধরিত্রী গর্ব্বে পতন ও প্রবেশ এবং কিয়দ্দিবসান্তেই অঙ্কুর উৎপাদন পূর্ব্বক স্বয়ং দ্বিতীয় একটী বৃক্ষরূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীর বক্ষঃস্থলে দণ্ডায়মান হইবে; মনুষ্যের অর্থ থাকিলে যেমন ব্যয় করিতেই বাসনা হয়, সহ্য হয় না, যাহার সহ্য না হয়, ধৈর্য্য করিতেই না পারে, নিয়ত ব্যয় করিয়া শূন্য হস্ত হইয়া শেষ মহা-

ক্লেশ প্রাপ্ত হয় যাহার ধৈর্য্যগুণ আছে সে কোনক্রমেও ব্যয় করে না, বরং ঐ অর্থের বলেই প্রবল বলবান হইয়া পরম সুখে দিনাতিপাত করে মানবের শারীরিক বীর্য্যও সেই প্রকার প্রথম ও দ্বিতীয় বয়স পর্য্যন্ত ধৈর্য্যগুণে সহ্য করিয়া রাখিতে ও থাকিতে পারিলে সে সহজেই একজন ধীমান্ হইতে পারে এবং তৃতীয় সময় যত ইচ্ছা সন্তান উৎপাদন করিয়া ধনে জনে বিখ্যাত হইয়া পৃথিবীমণ্ডল মধ্যে সর্ব্ব প্রকার সুখী ও সৌভাগ্যশালী হইতে পারে, তাহার কোন বিষয়েতেই অভাব থাকে না; গৃহে আনন্দ বাজার হয় যে অধৈর্য্য তাহার মন মদমত্ত কুঞ্জরের প্রায় যুবতী সরোবরে লাবণ্য লীলারূপ অগাধ জলে নিমগ্ন হইয়া পাপ পঙ্কে নিমগ্ন হয়; উঠিবার সাধ্য বা উপায় মাত্রেই থাকে না, যে মনুষ্য স্বীয় চিত্তরূপ দুর্দ্ধর্ষ মদমত্ত মাতঙ্গকে ধৈর্য্যরূপ স্তম্ভে লজ্জারূপ সুদৃঢ় রজ্জুতে নিজ কুলাচার স্বরূপ নিগড়ে বন্ধন করিয়া, জ্ঞানরূপ সুশানিত অঙ্কুশাঘাতে বশে রাখিতে পারে, তাহার কোন ব্যাঘাত হইতে পারে না; কিন্তু এখন মানব কুটবুদ্ধির প্রভাবেও উপদেষ্টার অভাবে অধর্ম্ম করিয়া পাপে মজিয়া পরিতাপে দগ্ধ হয় অধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক সুখময় তরুর মূলোৎপাটন করিয়া ফেলে; অর্থাৎ যে সংসারে জন্ম গ্রহণ করিয়া মাতা, পিতা প্রভৃতি গুরুজনের আজ্ঞা অবজ্ঞা করিয়া সৎসংসর্গে ও সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া, স্বেচ্ছাচারপরায়ণ হইয়া অধর্ম্মের অগাধ কূপে নিপতিত হয় যাহার শ্রবণ কুহরে সদুপদেশ স্বরূপ পীযুষ রাশি প্রবিষ্ট না হয়, যিনি সৎসংসর্গ স্বরূপ ভাগিরথীর পরম করুণাময়ী সুনির্ম্মল পবিত্র জলে অবগাহন বা অঙ্গ মার্জ্জন না করেন, যাহার জাতীয় ধর্ম্ম ও ব্যবসায়াত্মিকা বিদ্যারূপ কণ্ঠহার স্বীয় কণ্ঠের ভূষণ না হয়, নিয়তই কুমার্গে ও কুসংসর্গে পরিভ্রমণ আর আলস্যের দুহিতার পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক নিয়ত ঐ শ্বশুরালয়েই নিবসতি করেন অধর্ম্মের সারথি কুকর্ম্মের সখা ও সহচর হইয়া

পাপ কর্ম্মেই রত, এবং উন্মত্ত থাকেন; সমুদ্রের বৃষ্টি পতনের ন্যায় তাহার জন্ম ও জীবন বৃথা যায় ইহকাল পরকাল জলন্ত অনলের প্রায় দাহ্যমান থাকে ধার্ম্মিক মানবের হৃদয় সরোবর স্থিত প্রফুল্ল কমলিনীর ন্যায় হর্ষ বদনী সতী কামিনীর সুহাস্য বদন কমলের ন্যায়, সদা কালই প্রফুল্ল থাকে; অধার্ম্মিক মানবের পরদারাদি দুষ্কর্ম্ম করিতে করিতে শারীরিক বল ও বীর্য্য শরীরের সহিত একেবারে নিঃশেষ হইয়া, আপাদ মস্তক রস, বাত, কফ, পিত্ত, গ্রন্থি গ্রন্থি পরিপূর্ণ হইয়া যেমন নগর জনহীন হইলে ঘোরতর অরণ্যময় হইয়া ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি ভয়ানক ভীষণ হিংস্র জন্তুগণের আবাস ভূমি হয় সেইমত পাপময় দেহ বিষম রোগ সকলের নিবাস স্থান হয় সে রোগে, শোকে, দুঃখে, মৃগয়া পরিচ্যুত শত শত বানবিদ্ধ মৃগীর ন্যায় পাপে, তাপে, ক্লেশে জর্জ্জরিভূত হইয়া পরিবারসহ মহাকষ্টে উৎকট পীড়াক্রান্ত হইয়া, বহুকাল শয্যাতে নিপতিত থাকিয়া স্বয়ং অপার ক্লেশ ভোগ করিয়া, পরিবারগণকেও অশেষ ক্লেশ ও যাতনা দিয়া, অবশেষে ভার ভূত দেহকে পতন করে যাহার ধর্ম্মিক পারদর্শী হয়, তাহারা যেমন মেঘের আশায় চাতকগণ একাগ্র মনে ঊর্দ্ধ নয়নে নিরীক্ষণ করিতে থাকে, তদ্রূপ সদ্গুরুকে জলধরের ন্যায় তদুপদেশকে বারিধারা জ্ঞানে তন্মুখমণ্ডলের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া থাকে যে মানব ধর্ম্মরূপ বীজটী হৃদয়ক্ষেত্রে রোপণ করিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তিরূপে পানীয় সিঞ্চন পূর্ব্বক যত্নে রক্ষা করিতে পারে, অবশ্যই তাহাতে অর্থরূপ অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া কামরূপ একটী আশ্চর্য্য তরুর সৃষ্টি হয়, এবং ধন, জন, বিষয়, বিভোগ তাহার শাখা পল্লবাদির ন্যায় পরিবর্দ্ধমান হইয়া শেষ অপূর্ব্ব বা অভূতপূর্ব্ব মোক্ষরূপ একটী পরমাশ্চর্য্য ফল উপলব্ধ হয় একটী বীজ ভূগর্ভে রোপণ ও তাহার অঙ্কুর উৎপন্ন হইলে তন্মূলে জল সেচনদ্বারায় বর্দ্ধমান এবং তাহার ফল লাভ ও ভক্ষণ পূর্ব্বক মানব কত সুখী হয়,

কিন্তু রোপণ না করিয়া বীজটী ভক্ষণ করিলে কিছুমাত্রই সুখী হইতে পাবে না, বরং অসুখীই অধিক হয়। তদ্রূপ মানবের দেহরূপ বৃক্ষের চতুর্ব্বর্গ ফলের পরম বীজ যে ধর্ম্ম, তাহাই যদি মানব স্বয়ং নষ্ট করে, তবে তাহার এই জীবনে সুখের আশাই হইতে পারে না; আজীবন দুঃখ রাশিই ভোগ করিতে হয়।

মোক্ষ।

মনুষ্যের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ত্রিবর্গ * সাধন করিতে করিতেই চতুর্থ কাল উপস্থিত হয়, এবং ক্রমেই প্রাচীন ও জরাজীর্ণ হইয়া শরীর ক্ষীণ হইয়া আসে, কেশ শুভ্র বর্ণ হয়, দন্ত পতন হয় শ্বাস-কাশাদিরোগের আধিক্যত হয় এবং ক্রমেই হীনবল ক্ষীণ-তনু পরাক্রমের হ্রাস, সাহসের পতন হয়, শক্তির লাঘব হয়, তখন আর সাংসারিক কোন চিন্তা বা চেষ্টাই চলে না। অধিক কি বাগজড়ত যুক্ত শ্রবণশক্তি রোধ, দর্শন শক্তির তিরোহিত হয়, মল মূত্রাদি ত্যাগ করিতেও অন্যের অবলম্বন বা সাহায্য ভিন্ন অসাধ্য হইয়া উঠে; এইকালে মোক্ষ, অর্থাৎ অপার এই সংসার-রূপ ভবসাগর হইতে পরিত্রাণ পাওয়ারই সময়। যে শরীরে অনায়াসে পরাক্রম পূর্ব্বক ও অক্লেশে দশযোজনের পথ অতিক্রম করা গিয়াছে, যে শরীরে পরাক্রম পূর্ব্বক প্রবল বলবানের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া পরাজয় করা গিয়াছে, এইক্ষণ সেই শরীরেই অপরের অবলম্বন ভিন্ন স্বয়ং দণ্ডায়মান হওয়ার সাধ্য হয় না। এই অবস্থায় যত কাল জীবন ধারণ করণ তাহাই ক্লেশ কর। এখন এই অশক্ত শরীরে অবশ ও অচল অবস্থায় জীবন অপেক্ষায় মরণই মঙ্গল; মৃত্যু হইলেই এই ভবযাতন হইতে "মুক্তি"।

যাহার প্রথম কাল হইতে ধর্ম্মানুশাসন পূর্ব্বক ত্রিবর্গ সাধন করিয়া সংসার ধনে, জনে পরিপূর্ণই আছে। বরং সন্তানগণ মধ্যেও কেহ ধর্ম্ম, কেহ কেহ অর্থ, কেহবা কামাভিলাষে, ত্রিবর্গের যত্নের

সম্বন্ধ আছে, এমত স্থলে এই নশ্বর জরাজীর্ণ দেহ যাহা অদ্য, কল্য, পরশ্ব, বা এক সময় ইচ্ছাতে কি অনিচ্ছাতে পতন হইবেই হইবে। নিরর্থক মায়া কি? অতএব মোক্ষ চিন্তাই এইকালে শ্রেয়, শরীর অনিত্য, সংসার মায়াময়, কিছুই চিরস্থায়ী নয়, এক সময় পতন হইবেই হইবে। অতএব এই সময় গৃহে বসিয়া যাগ, যজ্ঞ, তপ, ব্রতাবলি, হোম, দান, দক্ষিণা বিশেষে অপরাপর মানব দিগের প্রতি মায়া, দয়া, ক্ষমা, প্রেম, আর পরোপকার ইত্যাদি নানা প্রকার সৎক্রিয়া ও সদাচার এবং সদা কালেই পরম করুণাময় পরমেশ্বরের ধ্যান ও মনন ও চিন্তা ইত্যাদি পুণ্য কর্ম্ম; যদ্দারায় যশঃ, কীর্ত্তি লাভ হইতে পারে, যে এই শরীর পতনান্তেও বহুকাল পর্য্যন্ত মানবগণ ঐ সমস্ত কীর্ত্তি কলাপ স্মরণ পূর্ব্বক প্রশংসা করে, এবং দয়, মায়া ইত্যাদি স্মরণ পূর্ব্বক মানবগণ অশ্রু বর্ষণ করে, যশঃ রাশির ঘোষণা করে, নাম সংকীর্ত্তন করে এবং ঐ সমস্ত পুণ্য কর্ম্মের সুকৃতি হেতু অপরাপর সমস্ত মানব-গণের নিকট এই জরাজীর্ণ শরীর পতনান্তেও পরজন্মে পুনঃরূপে যে পুনর্জন্ম গ্রহণ হয়, বা হইয়াছে, কি হইবে, ঐ দেহেতেও তুল্য সম্মান ও মর্য্যাদা লাভ হইতে পারে; পরজন্মেও লোকে মায়া করে, দয়া করে, আদর করে, সম্মান করে, ইহ জগতে আর পরজন্মেও ভক্তি, শ্রদ্ধা ও স্তব স্তুতি করে। "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি" মনুষ্য সৎক্রিয়া-দ্বারায় এমন সুকীর্ত্তি লাভ করিতে পারে যে চিরজীবীর ন্যায় এই পৃথিবীতে নামটী উজ্জ্বল থাকে, তাহার প্রত্যক্ষ রাম, কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির-প্রভৃতি মহাত্মাগণ চিরজীবীর ন্যায়ই বর্ত্তমান রহিয়াছেন। মনুষ্য-গণ ঐ সমস্ত পরম পুরুষের পূজ্যনাম গ্রহণ পূর্ব্বক অদ্যাপিও কত যে ভক্তি, কত যে স্তুতি, কতই যে আদর, আর কতই যে স্তব করে, তাহার সীমা কি? বরং এই ভারত ভূমণ্ডলের মধ্যে ঐ সমস্ত পরম পূজ্য, পরমারাধ্য, নাম, আবাল, বৃদ্ধ পর্য্যন্ত মধ্যে যে অবিদিত আছে এমত অনুবোধই হয় না। ইহাও অনুচিত

উক্ত হয় ন যে, ঐ পূজ্যপাদ পুণ্যশ্লোকঃ মহাত্মাদিগের পরম-শ্চিত নাম গ্রহণ না করিয়া এ দেশের প্রায় কেহ অন্ন বা পানীয়ই পানাহার করে ন। তাঁহারা এমনই পুণ্যাত্মা এবং সৎক্রিয়ান্বিত ছিলেন যে, নাম গ্রহণ মাত্রেই বোধ হয় যেন কলিতার্থেই তাঁহারা এখনও জীববান, বর্ত্তমানই রহিয়াছেন ইহার কারণ কি? তাঁহারা কোন পর্ব্বতের গুহার মধ্যে লুক্কাইত রহিয়াছেন এমত নয়, বস্তু তাঁহার এমনই সৎকর্ম্ম এবং দয়, মায়া, ক্ষম, প্রেম, পরোপকার করিয়া ছিলেন যে, চিরকাল গতেও মানব তাহা বিস্মৃত হইতে পারে এমত সাধ্যাই নাই অল্প দিন হয় মহাত্মা চৈতন্য দেব নবদ্বীপে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক এমনি প্রেম আর ভক্তিমার্গ প্রকাশ করিয় গিয়াছেন যে, এখন গৃহে গৃহে তাঁহার পূজা হয়, নাম সংকীর্ত্তন হয়, ঐ নাম গ্রহণ মাত্রেই মনুষ্যের নয়ন যুগল হইতে অজস্র আনন্দাশ্রু বর্ষণ হয় আর কতকাল এই নাম এইরূপ যশঃ, জীব বর্ত্তমান রহিবে কে বলিবে? যতকাল নাম থাকিবে ঐ মহাত্মা যে, সজীবই বর্ত্তমান রহিবেন সংশয় কি? অতএব মনুষ্যগণ চতুর্ব্বর্গ সিদ্ধি করিয়া, চতুর্থ কালে যত সাধ্য হয় সৎকর্ম্মই সাধন করিবেক, এই সময় অন্য কোন কর্ম্মই সহিষ্ণু নয় যে কর্ম্মের যে সময় পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, এখন কেবল পূজা ও প্রতিষ্ঠাই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যদ্যপিও মনুষ্যের শরীর চির-জীবীনয়, তথাপি পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালীয় মহাপুরুষগণ এমনই মনীষ সম্পন্ন ধীমান ও জ্ঞানী ছিলেন, যে মানবগণ চিরজীবী ন হইয়াও সৎ কর্ম্মের দ্বারায় চিরজীবীর ন্যায় হইতে পারে, তাহার মহৎ উপায়ও করিয়া গিয়াছেন; অর্থাৎ কীর্ত্তিই চিরজীবনের মূল। যাহার কীর্ত্তি যত কাল থাকে, সে ঐ কাল পর্য্যন্ত চিরজীবীর ন্যায় প্রতীয়-মান হইয়া থাকিবে প্রাচীন মহাপুরুষগণ এমনই সৎকর্ম্মান্বিত ছিলেন যে, কেহ কেহ চারিযুগ পর্য্যন্তও চির জীবীর ন্যায় রহিবেন, তাহার প্রমাণ অশ্বত্থমা, বলি, ব্যাস, হনুমান, বিভীষণাদি মহাত্মা-

গণ যে অদ্য পর্য্যন্তও সজীব আছেন, এমত প্রত্যক্ষ কেহই বলিতে পারিবেন না। তাহা হইলে এত দীর্ঘ কাল মধ্যে অবশ্যই কোন না কোন স্থানে হটাৎ কাহারও সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ হওয়া বিচিত্র ছিল না, বিশেষ প্রকৃত জীববান থাকিলে, লুক্কাইয়া থাকার কোন কারণও দেখা যায় না, এবং তাঁহারা যেরূপ দয়ার্দ্র চিত্ত ও ধার্ম্মিক এখনকার মানবগণের দুর্দ্দশা ও দুরাবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াও যে, উপদেশ প্রদান না করিয়াই শান্ত থাকিবেন, এমত বিবেচনাই হয় না, তাঁহার অনিবিত সৎকর্ম্মদ্বারায় একবারেই চিরজীবীর ন্যায় হইয়াছেন, তাহাই নিশ্চয় অনুমান হয়। হরিশ্চন্দ্র নামে মহারাজ সমগ্র রাজ্যও এক ব্রাহ্মণকে দান করিয়া তাহার দক্ষিণার জন্য স্বয়ং এবং মহারাণী আর রাজকুমারকে পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া, দক্ষিণা প্রদান করিয়া ছিলেন। দধিচি মুনি পরের পরকালের জন্যে স্বীয় প্রাণ ও অস্থি এবং শিবি নামে মহারাজ শরণাগতকে রক্ষা করণের জন্যে স্বীয় শরীরের মাংস পর্য্যন্ত স্বহস্তে ছেদন করিয়া দিয়া ছিলেন। ইহা কি সামান্য কর্ম্ম এবং সাধারণ শক্তি? এমত সমস্ত কর্ম্মের আর ঐ সকল মহাত্মার নাম কোন সময়েও জন বিস্মৃত হইতে পারে? যে সমস্ত আশ্চর্য্য কর্ম্ম তাঁহারা করিয়াছেন, ঐ কর্ম্মের এমনই ফল যে, তাহাতেই তাঁহারা চিরজীবীর ন্যায় হইয়া এই চারিযুগ বা অধিক কাল পর্য্যন্তও মূর্তিমান সজীবের ন্যায় বর্ত্তমানই থাকা সম্ভব; এখন যদি কেহ ঐ মত কোন আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিতে পারে তবে, তাহার নামও তদ্রূপই হইবে, যে তাহার সংশয় কি? কিন্তু এখন যদি কেহ ঐমত কর্ম্ম করে, তবে লোকে এইমত ঘোষণা করিবে যে, অমুকে রাজা হরিশ্চন্দ্রের মত পৃথিবী দান করিয়া, কি শিবি রাজার ন্যায় মাংস ছেদন অথবা দধিচির ন্যায় অস্থি প্রদান করিয়াছে। ইহার কারণ এই যে, ঐমত আশ্চর্য্য কর্ম্মের সৃষ্টি কর্ত্তাই প্রথম ঐ মহাপুরুষগণ; এইক্ষণ কেহ করিলেও তাঁহারই অনুরূপ বা অনুকরণই

বলিতে হইবে যখন ঐ সকল মহাপুরুষগণ ঐ সকল আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিয়া ছিলেন, তখনও ঐ সময়তে অন্যান্য অনন্তকোটি মনুষ্য পৃথিবীতে বর্ত্তমানই ছিল ; তাহাদের মধ্যে কাহার নাম কে লইয়া থাকে, আর কেই বা কাহার নাম জানে? কেহত অন্য কোন একটী প্রাণীর কথাও উল্লেখ করে না এবং কোন এক পুস্তকেও তাহাদের নাম লিখা নাই। যাঁহারা সৎকর্ম্মান্বিত এবং জ্ঞানবান কি মহাযোদ্ধা অথবা বলবানাকৃতী, তাহারা দিগেরই নাম ও মহিমা প্রশংসা সমুদয় পুস্তকেই লেখা আছে ; সমস্ত লোকেও কির্ত্তন করিয়া থাকে তাঁহার মধ্যেও যাঁহারা অত্যন্ত প্রধান, যাঁহারা প্রাণ পর্য্যন্তও বিতরণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তাঁহারাই চিরজীবীর ন্যায় গণ্য, মান্যও হইয়াছেন, তদ্রূপ এখনও কেহ কোন আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিতে পারিলে তাহারও সংকীর্ত্তন ঘোষণা এই চারি-যুগে হওয়ারই বিচিত্র কি আছে? সৎকর্ম্মই এই সংসারের সার পদার্থ ; যদ্দারায় পুণ্য ও প্রতিষ্ঠা এবং চিরজীবীর ন্যায় হইতে পারে

পূর্ব্ব কালীয় মহাপুরুষগণ মধ্যে, কোন কোন মহাত্মা এই সংসারকে দুঃখের প্রতিমা এবং বিনাশের বীজ বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বিবেচনা করিলে উহা এক প্রকার অসত্যও বোধ হয় না, কারণ এই যে জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত কাল মধ্যে, মানবের ক্ষণ কাল জন্যেও চেষ্টা শূন্য বিশ্রাম নাই কত খাটুনি, কত পরি-শ্রম, কত যে দুশ্চিন্তা তাহার শেষ হয় না। অতএব মহাত্মা-গণ এই মায়াময় অনিত্য, অচির স্থায়ী সংসার আর স্ত্রী পুত্রাদি পরিবারবর্গকে বিষবৎ বিসর্জ্জন করিয়া, কেবল পরমেশ্বরের নাম সার জ্ঞানে আরাধনা করিয়াছেন ; কিন্তু এই মত জ্ঞান যদি সমুদয় মানবেরই হয় তবে এই সৃষ্টিই থাকে না পরমেশ্বরের কার্য্যই লোপ হয় যাঁহারা সংসার ধর্ম্ম করিতে অশক্ত, তাঁহারাই এই মত উল্লেখ করিয়াছেন, বস্তুতঃ বহুতর মহাত্মা এই

সংসারে জন্ম লাভ ও চতুর্ব্বর্গ সাধন করিয়া; পৃথিবীতে ধীশক্তি সম্পন্ন ও বিখ্যাত হইয়া কত যে যশঃ ও কীর্ত্তি লাভ করিয়া চিরজীবীর ন্যায় হইয় আপন আপন নাম রাখিয়া গিয়াছেন যাহারা চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করিয়া গিয়াছেন, যাহারা প্রথমে ধর্ম্ম, দ্বিতীয়ে অর্থ, তৃতীয়ে কাম সাধনা করিয়া শেষ চতুর্থে মোক্ষ বর্গ লাভ করিয়া গিয়াছেন; অর্থাৎ অনিত্য দেহ মায়াময় সংসার হইতে পাতিত করিয়া মহানিদ্রাগত হইয়াছেন অতএব মানব এখনো প্রথম বয়সে ধর্ম্মটী একাগ্র মনে ভক্তি পূর্ব্বক যদি উপার্জ্জন করিতে পারে, তবে অপর ত্রিবর্গ সাধন হইতে কোন ক্লেশই থাকে না ধর্ম্মটী উপার্জ্জন করিতে কেবল ঐ প্রথম কালেই কিঞ্চিৎ ক্লেশ হয়, তৎপরে অপর তিনটী কালই পরম সুখ হইতে পারে; ধর্ম্ম উপার্জ্জন বা তাহার যত্ন না করিয়া, মানবগণ আজীবন কালই বিষম ক্লেশ ভোগ করিয় থাকে মানব ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এই ত্রিবর্গ সাধনার পর, চতুর্থ কালে সৎকর্ম্ম দ্বারায় কীর্ত্তিস্তম্ভ রোপণ করিয়, সংসার ধনে, জনে পরিপূর্ণ রাখিয়া, যেমন তেল বিনা দীপটী আস্তে আস্তে নির্ব্বাত স্থলে, ক্রমে তিমির রাশিকে আশ্রয় করে, তদ্রূপ আরোগ্য শরীরে, বিনা ক্লেশে, মহাশয্যাতে মহানিদ্রাগত হয়, ইহাকেই বলে মোক্ষ অর্থাৎ এই ভবপারাবার হইতে মুক্ত, চতুর্থ কালে এই মোক্ষমার্গে আশ্রয় বা অবলম্বন করিতে হয়; চতুর্ব্বর্গ ফলের এই প্রকৃত অর্থ সংসার হইতে মুক্ত মানবের শরীররূপ যে একটী কল্পিত বৃক্ষ, তাহা হইতে এই চতুর্ব্বর্গ ফল সাধন হয়

শ্লোকান্তরিত পয়ার ও উপসংহার।

প্রথমে আর্জ্জিতম বিদ্যাঃ দ্বিতীয়ে আর্জ্জিতম ধনম। তৃতীয়ে আর্জ্জিতম পুত্রঃ চতুর্থে পরমম্ পদম॥

প্রথমে অর্জ্জিবে বিদ্যা, দ্বিতীয়েতে ধন
তৃতীয়েতে দারা, সুত, করি উপার্জ্জন
চতুর্থেতে হীন বল ক্ষীণ হয় কায়
ক্রমে ক্রমে ত্যজিবেক সংসার মায়ায়
তখন অনিত্য দেহে স্নেহ অকারণ
নিত্য পদ অবারিত করিবে মনন
একান্ত ভক্তিতে আর পবিত্র বিশ্বাসে
ভজিবে পরম পদ প্রতি শ্বাসে শ্বাসে।
নিঃশেষ হইবে যবে নিশ্বাস এ দেহে
নীরব হইবে সব ত্যজিবেক মোহে
ধন, জন, পরিবার নাহি সঙ্গে যাবে
সকলে মিলিয়ে শব ভস্ম করি যাবে
এই যে ভোজের বাজি ভবের সংসার
চতুর্ব্বর্গ সিদ্ধি মূল ধর্ম্মাঙ্কুর তার
অর্থ হয়, তরু শাখা, কাম তার মূল
চতুর্থেতে মোক্ষ ফল, মানবের স্থূল
অনিত্য এ দেহ, নিত্য রহিবার নয়
কিন্তু কীর্ত্তি গুণে কেহ চিরজীবী হয়
পার যদি কীর্ত্তি কর চিরজীবী হবে
নতুবা নয়ন মুদি মহানিদ্রা যাবে।

সমাপ্ত